## ২৫শে ডিসেম্বর, ২০২১ ঃ  স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বড়োদিন

বড়োদিন, প্রভু যীশুর জন্মদিন কালের চক্রে আবার ফিরে এলো।  প্রতিবছর বড়োদিন যদি ফিরে না আসতো, বড়দিনের তাগিদ ও অঙ্গীকার যদি না থাকতো, মানুষের মাঝে বড়োদিন নিয়ে যদি কোন কাজ না হতো, আমি কল্পনাই করতে পারি না জগতের অবস্থাটা কী হতো।  তাই আসুন বড়োদিনকে গ্রহণ করি।

প্রতিবছর বড়োদিন উদ্‌যাপন করার সময় আমরা আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করি যে, ঈশ্বর মানুষকে ভালবেসে মানুষের মধ্যে এসেছেন আমাদেরই একজন হয়ে।  তিনি প্রভু যীশু খ্রিষ্ট, তিনি মানবদেহধারী  ঈশ্বরের পুত্র, তিনি প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা, আমাদের রাজা হয়ে জন্ম নিয়েছেন।  তিনি আসছেন আমাদের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করতে। আর সেই রাজ্য হচ্ছে: দাসত্ব থেকে মুক্তি, শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তি, দরিদ্রদের জন্য সুখবর,  মিলন ও একতা, ভালবাসা ও ক্ষমা, নিরাময় ও সুস্থতা, মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সুখবর।

বড়োদিনে সাংবাদিকরা প্রতিবছর আমাকে প্রশ্ন করে "এবারে বড়োদিন কী বার্তা নিয়ে আসছে"?  প্রশ্নটা অনেক সময় মামুলি বলে মনে হতো, কিন্তু আসলে প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক।  বড়োদিন চিরন্তন হয়ে আছে কেননা প্রতিবছর তার অর্থ খুবই বাস্তব ও সময়োপযোগী হয়ে উদ্‌যাপিত হয়।  বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে, বিচিত্রভাবে বড়োদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এবারে আমরা বাংলাদেশে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি।  প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল সেই বাণী দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে খ্রিষ্টবিশ্বাস নিয়ে আমরা ধ্যান করতে পারি: "যুদা গোষ্ঠীর আপন ভূমির ওগো বেথলেহেম, যুদা প্রদেশের প্রধান নগরীর মধ্যে তুমি কোন মতেই হীনতম নও, কারণ তোমার মধ্য থেকেই উঠে আসবেন এক নেতা, যিনি আমার জাতি ইস্রায়েলকে প্রতিপালন করবেন।" (মথি ২:৬)

এবারের বড়োদিন অবশ্যই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধুর মতো একজন ব্যক্তিকে আমরা জাতির জনক হিসেবে পেয়েছিলাম। তাঁরই নেতৃত্বে জাতি পেয়েছে মুক্তি ও স্বাধীনতা।  জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বে কোন মতেই হীনতম নই।  আমরাও অনেক দিক থেকে ঈশ্বরের রাজ্যে অবস্থান করছি।  আমাদের জাতির উন্নয়ন বড়োদিনকেই প্রকাশ করছে।  আবার এও সত্য, বড়োদিন পূর্ণভাবে আসে নি। মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি:, নির্যাতন, দাসত্ব, অসুস্থতা ও সহিংসতা মানুষের মাঝ থেকে দুর হয়নি; দরিদ্র মানুষ এখনও সুখবর পায়নি, তাদের মুখে এখনও হাসি ফোটেনি।  অতএব বড়োদিনকে বাস্তব করার দায়িত্ব দেশের সবার। এই বড়োদিনে সেটাই হোক আমাদের সকল দেশবাসীর অঙ্গীকার ও সংকল্প।

খ্রিষ্টেতে প্রিয়জনেরা, আমাদের ঘরে, আমাদের সম্পর্কে এবং আমাদের জীবনে যীশুকে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ দিই। মারীয়া ও এলিজাবেথের মতো সবাইকে ভাইবোন হিসেবে গ্রহণ করে প্রভুর আসার আনন্দ আমরা অনুভব করি।  এলিজাবেথের কথা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করুক: "আহা, ধন্য সেই নারী, যে বিশ্বাস করেছে যে, প্রভুর নামে তাকে যা বলা হয়েছে, তা সত্য হয়ে উঠবে।" (লুক ১:৪৫)

বড়োদিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই যেন প্রভুর আগমন আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে।  আশীর্বাদান্তে,

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

## ১১ই ডিসেম্বর,  ২০২১ ঃ  বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (বাণী)

বাংলাদেশের খ্রিষ্টান চার্চ একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেখানে রয়েছে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী সকল মানুষ।  তাদের মধ্যে আছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মানুষ যেমন, আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, বাঙালি এবং দেশের বাইরে থেকে আগত খ্রিষ্টাবালম্বীরা যারা ধর্মবিশ্বাস পালনের দিক থেকে স্থানীয় চার্চগুলোর সাথে সম্পৃক্ত এবং দেশ ও সমাজের কোনো কোনো সেবাকাজে তারা স্বেচ্ছায় নিয়োজিত।

বিগত পাঁচশত বছর ধরে বাংলার মাটিতে চার্চের উপস্থিতি, বাংলার মানুষ নিয়ে চার্চ গঠিত এবং মানবতার কল্যাণে চার্চ নিবেদিত।  অতীব আনন্দময় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আজ বাংলাদেশ চার্চ একত্রিত হয়ে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করছে ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে।  এই উদ্‌যাপনের মধ্যে রয়েছে যুগযুগ ধরে দেশ ও সমাজ, ধর্ম ও কৃষ্টি এবং জাতীর উন্নয়নের সাথে চার্চের

একাত্মতা, তার অবদান ও অঙ্গীকারের আনন্দময় উৎসব। বাংলাদেশের এই দুটো মহান ঘটনা উদ্‌যাপন চার্চের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যেন কালের এক মিলন-মোহনা যেখানে সম্মিলিত হচ্ছে প্রাক্‌-বাংলাদেশের ইতিহাস, বিগত পঞ্চাশ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস এবং সম্মিলিত হচ্ছে বাংলাদেশের ভবিতব্য, স্বপ্নিল ও রূপকল্পের ইতিহাস।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অভিষিক্ত ধর্মযাজক হয়ে, যুদ্ধবিধ্বস্ত বরিশালের গৌরনদী থানায় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সাথে এক হয়ে, ত্রাণ-পুনর্বাসন-উন্নয়নমূলক একটি প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে সম্পৃক্ত থাকতে পারায় আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান বলে মনে করছি, কেননা সেই কাজে আমার জীবনের অনেক কিছুরই হাতে খড়ি হয়েছে। আমরা খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে দেখি। বাংলার মাটি ও মানুষের জন্য প্রেরিত তিনি একজন মহান ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে যেমন দেখি অনেক খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন আবার দেখি তাঁর সমাজ-দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং তাঁর কর্মযজ্ঞে সেই মূল্যবোধগুলোর বাস্তবতায় রূপায়ন। আমাদের এই বিশ্বাসের ধারণা এবং স্বীকৃতি বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে ও তাঁর সাধনা-লব্ধ স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা গোটা চার্চ উপলব্ধি করি যে, মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে আমরা আহ্বান পেয়েছি, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছি এবং মুক্তির সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা ঝাপিয়ে পড়েছি। স্বাধীন বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার নির্মাণ কাজে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে চার্চ সর্বাত্মকভাবে কাজ করেছে এবং এখনও তার কাজ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের চার্চ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী। চার্চ মানবতার সপক্ষে অবিরাম কাজ করছে। ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকারের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের মানুষকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ-পুনর্বাসন, মানব ও সমাজউন্নয়ন, প্রকৃতি রক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন; আদিবাসী, অভিবাসী ও স্মরণার্থীদের মধ্যে সেবাকাজ; প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিকতায় আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক নির্মাণ কাজে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছে। দেশ ও সমাজে ক্ষুদ্র প্রদীপ ও লবণ হয়ে ক্ষুদ্র চার্চগোষ্ঠি বৃহত্তর সমাজে কীভাবে অবদান রেখেছে তার প্রামাণ্য দলিল প্রস্তুতিতে এবং জয়ন্তীবর্ষে তা প্রকাশের জন্য চার্চ উদ্যোগ নিয়েছে। সেই দলিল বাংলাদেশে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। আমি ভাবছি উক্ত প্রামাণ্য দলিল হবে রাষ্ট্রে ও বৃহত্তর সমাজে, ক্ষুদ্রের একটি নীরব বিপ্লবের বড়ো সাক্ষ্য।

চার্চের এই মহান উৎসবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে আমরা খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে বাইবেলে বর্ণিত প্রবক্তা মোশীর সঙ্গে তুলনা করে বাংলাদেশের জাতিসত্তা গঠনে, জাতি-নির্মাণে, জাতির মুক্তি-সংগ্রামে ও স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। বঙ্গবন্ধুর একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ সকল সহযোগীদের, মুক্তি-সংগ্রামী ও শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। বিশেষভাবে স্মরণ করি বঙ্গবন্ধুর কন্যা, "বঙ্গকন্যা"-ও বটে, যিনি বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করে যাচ্ছেন।

আজ গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি সেই সমস্ত দেশী-বিদেশী খ্রিষ্টবিশ্বাসী মহান ব্যক্তিদের যারা খ্রিষ্টীয় ভালবাসা ও বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, বঙ্গবন্ধুর স্কুলজীবন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যারা সমর্থক ছিলেন, যারা মুক্তি সংগ্রামে নানাভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, যারা শহীদমৃত্যু বরণ করেছেন, যারা মুজিবনগরে প্রথম সরকার গঠনের মুহূর্তে এবং ওপাড় বাংলায় শরণার্থী ক্যাম্পে, সাধ্বী মাদার তেরেজাসহ খ্রিষ্টবিশ্বাসী সেবাকর্মী ছিলেন, এবং যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-উত্তর দেশের মানুষের পাশে থেকে ত্রাণ-পুনর্বাসন-উন্নয়নমূলক সেবাকাজে যারা জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত আবার অনেকেই স্বীকৃত নন। কিন্তু বাংলাদেশের চার্চ আজ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সামনে সবাইকে শ্রদ্ধা, সম্মান, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনসহ স্বীকৃতি প্রদান করছে। ধন্য তোমরা! বাংলাদেশকে তোমরা ধন্য করেছো!

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সি.এস.সি.

## ১১ই ডিসেম্বর, ২০২১ ঃ খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে উপরোক্ত শিরোনামে খুবই প্রাথমিক কিছু চিন্তাধারা তুলে ধরছি। এই বিষয়টি নিয়ে আরও গবেষণা ও লেখালেখি হোক সেটা কামনা করি। আমি নিজেও আরও বর্ধিত আকারে প্রবন্ধ লেখার বাসনা মনে ধারণ করে রাখছি।

২০শে মার্চ ২০১৯ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি এবং বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্ব করেছিলেন। ঐ সভায় জাতীয় কমিটির সদস্য হিসেবে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

সভার আলোচনায় অনেক বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ, জ্ঞানবিশারদ, দক্ষ ও প্রকৌশলীদের অনেকের কথা, পরিকল্পনা, সুপারিশ, আবেদন শোনার পর, একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক হিসেবে আমার মনে চিন্তা আসল যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এতো সব করেছেন ও হয়েছেন, এর মূলে নিশ্চয়ই একটি আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল যা তাঁর জীবনে মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সেই শক্তিটা ও শক্তিগুলো কী? এ বিষয়ে সভায় তেমন কেউ কথা বলেননি। ভেতর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করে সভায় প্রকাশ করলাম যে, বঙ্গবন্ধুর আধ্যত্মিক জীবনের একটা গবেষণা করা প্রয়োজন। বেশী চিন্তা না করে সভায় বলেই ফেললাম যে, এ বিষয়ে আমি একটু পড়াশুনা করব এবং ভবিষ্যতে কিছু লিখব।

প্রথম সভার পরে কাথলিক চার্চে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী – এ দুটো ঘটনা উদ্‌যাপনের জন্য অনেক চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল তার ফলাফল ইউনাইটেড ফোরাম অব চার্চের অন্তর্ভুক্ত তিনটি জাতীয় অঙ্গ-সংগঠন (সিবিসিবি, এনসিসিবি এবং এনসিএফবি) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহভাগিতা করা হল। অনেক পরিকল্পনা করা হয়েছে, প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তেমন কাজ করা হয়নি বিশেষভাবে কভিড-১৯ মহামারির কারণে। তবে পরিকল্পিত একটি কর্মসূচী খুবই উদ্যোগের সাথে এবং দৃশ্যমানভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে, আর তা ছিল বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রতিজন খ্রিষ্টান অন্ততঃ একটি বৃক্ষ রোপন করবে। সেই সুবাদে সারা দেশে প্রায় সাত লক্ষেরও অধিক বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। তাঁর মূলপ্রেরণা ছিল পোপ ফ্রান্সিসের "প্রকৃতি ও পরিবেশে"-এর উপরে, "অভিন্ন বসতবাটি ধরিত্রীর যত্ন" বিষয়ক "লাউদাতো সি" বিশ্বজনীনপত্র। আর বিশেষ উপলক্ষ ছিল মুজিববর্ষ উদযাপন, কেননা বঙ্গবন্ধু নিজেও বৃক্ষ রোপন করে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চার্চের এই ব্যবস্থাপনায় অনেকের বক্তব্য এবং লেখালেখি অবশ্যই বহুমাত্রিক হবে। কিন্তু আমার এই ছোট্ট পরিসরের লেখায় খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে দেখার প্রচেষ্টায় খুবই প্রাথমিক ধারণা আমি সহভাগিতা করতে চাই এবং দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে খ্রিষ্টীয় আদর্শে চার্চের অবদান অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করতে চাই।

খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে দেখার প্রেরণা ও যৌক্তিকতা আমি পেয়েছি তাঁর একটি অবস্মরণীয় বাণীর মধ্যে। তিনি বলেছিলেন:

> *"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।" (শেখ মুজিবুর রহমান, ৩/৫/১৯৭৩, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারী, ২০১৬)*

ব্যক্তি জীবনের অস্তিত্ব ও রাজনীতির মধ্যে ভালবাসাই ছিল বঙ্গবন্ধুর সর্বপ্রধান মূল্যবোধ। খ্রিষ্টীয় দর্শনেরও তো মূলকথা ভালবাসা। ভালবাসার কারণেই স্বর্গীয় পিতা তাঁর পুত্র যীশুকে জগতে পাঠালেন। ভালবাসার কারণেই তো দীন-দরিদ্র মানুষের কাছে তিনি এলেন এক নতুন রাজ্য, ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করতে। তাই যীশু বলেছিলেন:

> *"প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন-দরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নব-দৃষ্টিলাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহের বর্ষকাল ঘোষণা করতে।"*

বাইবেলে বর্ণিত প্রবক্তা মোশীর আলোকে আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে দেখতে প্রেরণাবোধ করি। তৎকালিন মিশরে দাসত্বে-থাকা জাতি ও বাঙালি জাতির মধ্যে একটা মিল রয়েছে। জাতির জন্য মোশী ও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা অনেক দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ: জাতির কান্না ও আর্তনাদ, জাতির দাসত্ব, পরাধীনতা ও বন্দিদশা, জাতির প্রতি ভালবাসা, মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য নেতৃত্ব দানের আহ্বান ও তার জন্য জীবন নিবেদন; জাতীকে সংগঠিত করা ও পরিচালনা দান করা; জাতিকে নিয়ে দীর্ঘকালীন মুক্তি সংগ্রামের অভিযাত্রা ও মহাযাত্রায় পরিক্রমণ; সর্বশক্তিমান করুণাময় প্রভুর সহায়তা, শক্তি ও তাঁর সুরক্ষা উপলব্ধি; জাতির অবিশ্বস্ততা ও তাদের জন্য সকল কষ্ট-বেদনা ভোগ করা; অভীষ্ট লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুত দেশের লক্ষ্যে অবিরাম যাত্রা করা; সকল প্রতিকুল অবস্থায় নিরলস ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান ও যুদ্ধে বিজয় লাভ, ইত্যাদি।

মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করেছেন; কিন্তু মোশী যেমন, বঙ্গবন্ধুও তেমনি, মুক্তি ও স্বাধীনতার সকল প্রত্যাশিত ফল নিজ চোখে দেখে যেতে পারেননি; অসমাপ্ত জীবনের অনেক কাজই অসমাপ্ত রয়ে গেল। এই ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর কন্যা, যিনি "বঙ্গকন্যা", মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, তিনি সঠিকভাবেই বলে যাচ্ছেন যে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অসমাপ্ত কাজগুলো তিনি করে যাচ্ছেন।

আবার যদি নতুন মোশী, খ্রিষ্টযীশুর আদর্শ, মূল্যবোধ ও শিক্ষার দিকে তাকেই তখনও আমি খ্রিষ্টযীশুর শিক্ষার আদর্শ বঙ্গবন্ধুর মধ্যে প্রতিফলন দেখতে পাই। খ্রিষ্টযীশুর আদর্শ ও শিক্ষার প্রতিফলন অনেক অনুকরণীয় খ্রিষ্টান রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনেতার (যেমন ম্যাণ্ডেলা) মধ্যে লক্ষ্য করি।

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে: গণকল্যাণের উপর গুরুত্ব, সম্পত্তির সর্বজনীন লক্ষ্য, অধিকার-বন্টনের নীতি, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র, সমদায়িত্ব ও সংহতি বোধ, সামাজিক জীবনের মৌলিক মূল্যবোধ যেমন, সততা, স্বাধীনতা ও ন্যায্যতা ও দরিদ্রদের ভালবাসা, প্রভৃতি দিকে খ্রিষ্টীয় শিক্ষা অভূত পরিমাণে বঙ্গবন্ধুর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে দেখি দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা, তাদের মুখে হাসি ফোটানোর প্রচেষ্টা, তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার ব্রত, তৎকালিন সমাজে দরিদ্র কৃষিজীবিদের জন্য পক্ষ-অবলম্বন এবং তাদের উন্নয়নে সংগঠিত করা, তাদেরকে রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্থান দান করা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে খ্রিষ্টীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ আমরা লক্ষ করতে পারি।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কথার একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি:

*"সমস্ত সরকারি কর্মচারীদেরই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন। গরীবের ওপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে। জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, এ কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন? দেশের সাধারণ মানুষ যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্ত সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"* পীর হাবিবুর রহমান, নির্বাহী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮ আগষ্ট, ২০২১।

বঙ্গবন্ধু "ধর্মনিরপেক্ষতা"কে রাষ্ট্রীয় একটি মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

*"ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ... মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার মত ক্ষমতা কারো নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হল, ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।"* (মাওলানা আবদুল আউয়াল, *বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ*, আগামী প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৬)।

খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে এই ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধের সার্বজনীন মানবতা ও উদারতার প্রকাশ।

খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে অর্পূণতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। স্থানিক, কালিক ও জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকার কারণে বঙ্গবন্ধুর জীবনেও দর্শনের সীমাবদ্ধতা ও ব্যক্তিজীবনের দূর্বলতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের খ্রিষ্টীয় ভাবনা অনুসারে সমাজের কোনো "বাদ" বা "ইজম" আদর্শ নয়; হোক সে পূজিঁবাদ, সামন্তবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, দল ও ব্যক্তিবাদ যেমন স্ট্যালিনবাদ, মুজিববাদ, মেণ্ডেলাবাদ, এমন কি খ্রিষ্টবাদ (খ্রিষ্টান ডেমোক্রাটস্), ইত্যাদি। আমাদের খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে যীশুর মঙ্গলসমাচারের শিক্ষা সকল "বাদ"কে সঠিক মূল্যায়ন ও সমালোচনা করার অধিকার রাখে।

খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও খ্রিষ্টান-সমাজের ভাবধারা দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকালে, তার জীবন-দর্শনে ও কর্মযজ্ঞে এবং পরবর্তীতে দেশ-উন্নয়নে সমগ্র মানুষের প্রচেষ্টায়, খ্রিষ্টীয় আদর্শ ও শিক্ষা বহু ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের খ্রিষ্টান সমাজের এরূপ স্বীকৃতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নিকট এবং মুক্তিযুদ্ধের ফল, দেশ-স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জাতির নিকট খ্রিষ্টান সমাজের একটা সুন্দর উপহার ও অবদান।

চার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে একাত্ম হয়ে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের নির্মাণ ও উন্নয়নের কাজে বিগত পাঁচটি দশক ধরে, নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে চার্চ অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের চার্চ মানবতার স্বপক্ষে অবিরাম কাজ করেছে। ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকারের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের মানুষকে মানবতার শিক্ষা ও গঠন দিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা তৃণমূলে মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছে; প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় ও যত্নে চার্চ জনমানুষের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করেছে এবং পরিবেশবান্ধব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা কল্পে অগ্রণী ভূমিকায় ক্ষুদ্র, দুর্বল, পিছিয়ে-পড়া ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কাজ করেছে; নানা প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে; যুদ্ধকালীন ও পরবর্তী সময়ে অসংখ্য স্মরণার্থী ও অভিবাসী, বিতাড়িত অভিবাসী ও আদিবাসী, বিশেষভাবে রোহিঙ্গাদের মানবতার আর্তনাদে তাদের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। তৃণমুলে দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করে তাদের ভাগ্য উন্নয়ন করেছে, তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। সমবায় আন্দোলন দ্বারা সমাজের কাঠামোগত ও অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে, রাষ্ট্রের সাথে একাত্ম হয়ে, বাংলাদেশকে স্বল্প-উন্নয়ন দেশ থেকে উত্তরণ ও বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোড মডেল রূপে নির্মাণের জন্য চার্চের বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওদের অপরিসীম অবদান রেখেছে। সচেতন, দায়িত্বশীল ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে, আধ্যাত্মিকতা, সম্প্রীতি ও শান্তি গড়ে তুলতে চার্চ সর্বদা তৎপর রয়েছে; আধ্যাত্মিক একাত্মতা ও সকলের জন্য প্রার্থনা চার্চের একটি বিশেষ শক্তি এবং বাংলাদেশের জন্য একটি মহান সেবা।

বাংলাদেশের চার্চ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী। দেশ ও সমাজে ক্ষুদ্র প্রদীপ ও লবন হয়ে ক্ষুদ্র চার্চগোষ্ঠি বৃহত্তর সমাজে কীভাবে অবদান রেখেছে তার প্রামাণ্য দলিল প্রস্তুতিতে এবং জয়ন্তীবর্ষে তা প্রকাশের জন্য চার্চ উদ্যোগ নিয়েছে। সেই দলিল বাংলাদেশে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। আমি ভাবছি উক্ত প্রামাণ্য দলিল হবে রাষ্ট্র ও বৃহত্তর সমাজে, ক্ষুদ্রের একটি নীরব বিপ্লবের নিদর্শন ও সাক্ষ্য।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

## ১লা ডিসেম্বর, ২০২১ ঃ খ্রিষ্টান একজন কাটিখ্রিষ্ট ও ধর্মশিক্ষক

### ডিসেম্বর মাসের জন্য পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য

এসো আমরা কাটিখিষ্ট বা ধর্মশিক্ষকদের জন্য প্রার্থনা করি: তারা ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করার জন্য আহূত। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আরও সাহসী ও সৃজনশীল হয়ে তারা যেন খ্রিষ্টবাণীর শিক্ষা ও সাক্ষ্য দান করতে পারে।

দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণের দ্বারা প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠে কাটিখিষ্ট বা ধর্মশিক্ষক, কারণ
তারা প্রত্যেকে তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করার আহ্বান পায়;
তারা অপরের সাথে সম্পর্কের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং পারস্পরিক বন্ধন সৃষ্টি করে খ্রিষ্টবাণীর অর্থ স্পষ্ট করে তোলে;
তারা নিজের জীবনে যীশুর মঙ্গলসমাচারের সাক্ষ্য বহন করে।

খ্রিষ্টীয় পরিবারের পিতামাতারাই হলেন সন্তানদের নিকট প্রথম কাটিখিষ্ট বা ধর্মশিক্ষক। কারণ তারাই সন্তানদের কাছে প্রথমে তাদের বিশ্বাস পৌঁছে দেয়, ধর্মশিক্ষা দান করে এবং খ্রিষ্টবাণী ও খ্রিষ্টবিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে।

কাটিখিষ্ট বা ধর্মশিক্ষক হল সেই ব্যক্তি যে খ্রিষ্টানসমাজের সেবার উদ্দেশ্যে এবং বাস্তবজীবনে বিশ্বাসে গভীরতা লাভের উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টবাণীর সাক্ষ্য দান করে।

কাটিখিষ্ট বা ধর্মশিক্ষকের জীবনের আসল প্রাণ হলেন প্রভু যীশু খ্রিষ্ট, যিনি ভালবাসেন এবং যিনি কোনদিনই কাউকে পরিত্যাগ করেন না।

আগমনকালে তাই আসুন, খ্রিষ্টবাণী জীবনে গ্রহণ করার সাধনা করি এবং সেই বাণী যেন আমরা সবাই ঘোষণা করার জন্য কাটিখিষ্ট বা ধর্মশিক্ষক হয়ে উঠতে পারি। ঈশ্বর সবাইকে আশীর্বাদ করে মঙ্গল করুন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

## ১লা নভেম্বর, ২০২১ ঃ বন্ধু যীশু সংঘের নিকট চিঠি

বন্ধু যীশু সংঘের প্রিয়জনেরা,

অনেক স্মরণবহুল অক্টোবর মাস শেষ ক'রে প্রবেশ করছি নভেম্বর মাসে।

মাসের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি নভেম্বরের জন্য পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য : হতাশাগ্রস্থ জনগণের জন্য প্রার্থনা। নিরাশা ও হতাশাগ্রস্থ লোকদের জন্য প্রার্থনা করি, যেন তারা জীবনপথে এগিয়ে চলার জন্য আলো ও সমর্থন খুঁজে পায়।

বন্ধু যীশু সংঘের আধ্যাত্মিকতার একটি অংশ হচ্ছে প্রতিমাসে পোপ মহোদয়ের সাথে একাত্ম হয়ে তারই দেওয়া উদ্দেশ্যের জন্য প্রার্থনা করা।

অবশ্য মৃত লোকের মাস হিসেবে আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করব আমাদের মৃত আত্মীয় ও বন্ধুদের জন্য; কামনা করব তাদের জন্য চিরশান্তি।

ইতিমধ্যে ঢাকার আর্চবিশপ বন্ধু যীশু সংঘ সম্বন্ধে তার পুরোহিতদের অবগত করেছেন। আর্চবিশপ মহোদয়ের নিকট আমরা অনেক কৃতজ্ঞ।

পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ১৫ ই ডিসেম্বরের মধ্যে সংঘের কোর কমিটির নিকট সদস্যপদের জন্য ফর্ম জমা দিতে হবে।

স্নেহের প্রিয়জনেরা, বারোমারী তীর্থের সময় তোমরা যে সবাই আধ্যাত্মিকভাবে সঙ্গী ছিলে তা আমি উপলব্ধি করেছি। অপরের সাথে "ভাইবোন"এর সম্পর্ক নিয়ে মন্ডলীকে "মিলনসমাজ" রূপে গঠনের জন্য "একসঙ্গে" তোমরা পথ চলো। প্রভুর ইচ্ছা জানতে পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শোন; মন্ডলীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করো। এভাবে তুমি তোমার মিশন পালন করো।

পোপ মহোদয়ের নির্দেশে এসো আমরা মন্ডলীতে একসঙ্গে পথ চলি। সকলের প্রতি আশীর্বাদান্তে,

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

## ১৩ই অক্টোবর, ২০২১ ঃ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, সিএসসি.

বন্ধু ফাদার বেঞ্জামিন,

আজ তোমার চলে যাওয়ার চতুর্থ বার্ষিকী। অন্তর গভীরে আবারো স্মরণ করছি আমরা দুজন ছিলাম বন্ধু। বন্ধুত্ব প্রকাশ পেয়েছে বিচিত্র ও অভিনবভাবে, সারাটি জীবন ধরে।

বয়সে এক বছরের ছোট ছিলে কিন্তু কতো ক্ষেত্রে তুমি ছিলে জ্যেষ্ঠ, অথচ বন্ধু।

বাইবেলের যোনাথান এবং দাউদের বন্ধুত্ব স্মরণ করে আজকে দেখছি তোমার-আমার বন্ধুত্ব। সহজ-সরল পরিবেশে আমরা ছিলাম বন্ধু। আবার কঠিন ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ মুহূর্তে, অগ্নিকুণ্ড শোধনাগারে বন্ধুত্ব যখন মনে হয়েছে নিঃশেষিত তখন তা উজ্জীবিত হয়েছে অজানা ও নির্লিপ্তভাবে।

মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে, তোমার জন্মদিনে, আমার কাছে, কত বিনম্রভাবে জীবনের শেষ পাপস্বীকার করে, আমাদের বন্ধুত্ব সাথে করে স্বর্গধামে নিয়ে গেলে। বন্ধুত্বকে করে গেলে চিরন্তন।

ধন্য তুমি, ধন্য আমাদের বন্ধুত্ব। ধন্য তোমার বন্ধুত্বের অতুলনীয় চরম প্রকাশ।

আমার প্রিয়জনদের মুখে "কাকা" ও "মামা" সম্বোধন শুনে, স্মরণ করছি আমাদের পরিবারের কত কাছের একজন মানুষ তুমি ছিলে। এ তো সীমানাহীন বন্ধুত্বের সুমধুর সম্প্রসারণ।

বেঁচে থাকো তুমি অনন্তকাল ধরে প্রিয়জনের মাঝে।

বন্ধু প্যাট্রিক ডি রোজারিও

## ১লা অক্টোবর, ২০২১ ঃ অক্টোবর মাসের গুরুত্ব

পহেলা অক্টোবর খুবই ঘটনাবহুল দিবস। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব, এ যেন বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রের দিক যাত্রা।

অক্টোবর মাসের প্রথম দিন পবিত্র জপমালার রানী কুমারী মারিয়ার মাসের সূচনা। জপমালা আবৃত্তিতে খ্রীষ্ট যীশুর রহস্যগুলো আমাদের জীবনের সাথে মিলে যাক।

এই দিনে উদযাপিত হলো বিশ্ব প্রবীণ দিবস। প্রবীণ দিবসে একজন নবীনের আগমন, আমার জন্মদিন পালিত হল।

জন্মদিনে পেলাম অনেক শুভ কামনা, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা। সবার নিকট আমার ব্যক্তিগত আনন্দময় কৃতজ্ঞতা জানাই।

উৎসবটি একটু বেশি মাত্রায়ই হয়ে গেল আমার প্রকাশিত দুটো গ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন ঘিরে। ধন্য তারা যারা অপরকে আনন্দ দেয়। উক্ত দিনে নানাভাবে যারা আনন্দ দিয়েছো তাদের সবার প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

পহেলা অক্টোবর মন্ডলীর মিশনমাসের প্রথম দিন। উক্ত দিনে "খ্রিষ্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড" বিষয়ক গ্রন্থ উম্মোচন মিশনকর্মেরই অংশবিশেষ।

অক্টোবর মাসে পুণ্য পিতা পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য হলো - মিশনধর্মী শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা। দীক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তি যেনো মঙ্গলবাণীর আলোকে জীবন সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে মঙ্গলসমাচার প্রচারের কাজে উদার ও উন্মুক্ত হতে পারে। ঈশ্বর সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

# ১লা অক্টোবর, ২০২১ ঃ কাথলিক মণ্ডলীতে বিশপ সিনড বিশ্বজনীন মণ্ডলীর ধারণা ও স্থানীয় মণ্ডলীর ভাবনা

**ভূমিকাঃ**

আধুনিক জগতের সাম্প্রতিক জটিল অবস্থায় কাথলিক মণ্ডলী ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে মানুষের ও কাথলিক বিশ্বাসীদের বহু প্রশ্ন, চ্যালেঞ্জ, সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। এ হেন পরিস্থিতিতে পোপ মহোদয় গোটা কাথলিক মণ্ডলীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যেন মণ্ডলী সিনড-প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, যার মধ্য দিয়ে মণ্ডলী জনগণের কথা ও মতামত শ্রবণ করতে পারে, একসঙ্গে পবিত্র আত্মার ইচ্ছা কী তা অবধারণ করতে পারে এবং একসঙ্গে পথ চলার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। পোপ মহোদয়ের নির্দেশনা এই যে, মণ্ডলী যেন সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নির্দেশনা ও মণ্ডলীর এতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই পোপ ফ্রান্সিস এই নির্দেশনা দিচ্ছেন।

সিনড *(synod)* শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ *synodus* (সিনোডুস) থেকে যার অর্থ হচ্ছে: "একসঙ্গে চলা" বা "একসঙ্গে পথচলা"। মণ্ডলীর ভাবনায় সিনড কথার অর্থ হচ্ছে: প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী মণ্ডলীর বিশপগণ জনগণের সাথে, পরস্পরের সাথে এবং মণ্ডলীর প্রধান পোপের সাথে একসঙ্গে পথ চলবেন।

## ॥ ক ॥ প্রেক্ষাপট: বিশপ-সিনড-এর ২৬তম সাধারণ অধিবেশন–২০২৩

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, বিগত ২৪ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে, বিশপ-সিনড দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল, কার্ডিনাল মারিও গ্রেখকে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে "বিশপ-সিনড-এর ২৬তম সাধারণ অধিবেশন" অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার প্রস্তাবিত কর্মসূচীতে তিনি অনুমোদন দিয়েছেন।

অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বজনীন বিশপ সিনড–২০২৩–এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে: "সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী ঃ মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশনকর্ম"।

আসন্ন বিশপ সিনডের প্রস্তুতি স্বরূপ বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নোক্ত তিন বছরের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে:

**১ ॥ অক্টোবর ২০২১ ঃ বিশপ সিনড উদ্বোধন**

ঃ পোপ মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন: ৯-১০ অক্টোবর, ২০২১
ঃ স্থানীয় মণ্ডলী/ডাইয়োসিসে উদ্বোধন: ১৭ অক্টোবর, ২০২১

**২ ॥ অক্টোবর ২০২১–এপ্রিল ২০২২ ঃ স্থানীয় মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়া**

(১) *দেশের ডাইয়োসিস পর্যায়:* (প্রস্তুতিমূলক প্রশ্নমালার সাহায্যে) জনগণের সঙ্গে অধিবেশন, অবধারণ (পরস্পরের মতামত শ্রবণ ও পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ) ও প্রতিবেদন।
(২) *দেশের বিশপ সম্মিলনী পর্যায়:* দেশের বিশপগণ ও নির্ধারিত ব্যক্তিদের সঙ্গে অধিবেশন, অবধারণ (পরস্পরের মতামত শ্রবণ ও পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ) ও প্রতিবেদন।
(৩) মহাদেশীয় বিশপ-সম্মিলনী জোট পর্যায়: (আলোচ্য বিষয়বস্তু সংক্রান্ত দলিলের সাহায্যে) নির্ধারিত বিশপ ও সদস্যবৃন্দের অধিবেশন, অবধারণ (পরস্পরের মতামত শ্রবণ ও পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ) ও প্রতিবেদন।

**৩ ॥ অক্টোবর–২০২৩: বিশ্বজনীন মণ্ডলী পর্যায় ঃ বিশ্বজনীন মণ্ডলীর বিশপ-সিনড**

সিনড-প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়: জনগণ, বিশপগণ (বিভিন্ন পর্যায়ের মণ্ডলী) এবং পোপের সকল দপ্তরের মধ্যে আলোচনা-অধিবেশন; বিশপগণ "পিতরের-সঙ্গে ও পিতরের-অধীনে" পোপের সঙ্গে অবধারণ করবেন (পরস্পরের মতামত শ্রবণ ও পবিত্র

আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ); এবং মণ্ডলীর প্রধান পোপের নিকট সিনড প্রক্রিয়ার ফলাফল (প্রতিবেদন) প্রেরণ করবেন; পবিত্র আত্মায় অবধারণ পূর্বক পোপ মহোদয় মণ্ডলীর শিক্ষা প্রকাশ করবেন।

## ॥ খ ॥ সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সম্বন্ধে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা

*বিশপ-সিনড স্থাপনের ৫০ বছরের পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বক্তব্য-এর ভাবাদর্শ অনুসারে রচিত, ভাটিকান, ১৭ই অক্টোবর, ২০১৫।*

### (ক) বিশপ-সিনড প্রতিষ্ঠার পঞ্চদশ বর্ষ-পূর্তির অভিজ্ঞতা

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর থেকে মণ্ডলী সিনডের মধ্য দিয়ে "একসঙ্গে পথচলা"-র আবশ্যকতা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করে আসছে। দ্বিতীয় মহাসভার পঞ্চদশ বর্ষ-পূর্তিতে মণ্ডলী আনন্দিত, প্রভুর প্রশংসা করে এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানায়।

পোপ ফ্রান্সিস রোমের বিশপ নিয়োগের সূচনা থেকে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার মূল্যবান ঐতিহ্য, এই সিনড ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর পূর্বসূরী পোপ ষষ্ট পল, পোপ দ্বিতীয় জন পল এবং পোপ বেনেডিক্ট মহোদয়গণ সিনডের গুরুত্ব অনুভব করেছেন ও তার উন্নতিকল্পে নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন এবং মণ্ডলীর আইন-সংহতিতে স্থান দিয়েছেন।

সেই একই পথ ধরে মণ্ডলীকে চলতে হবে। যে-বিশ্বে মণ্ডলী বাস করছে, অনেক বৈপরিত্য থাকা সত্ত্বেও, সেখানেই ভালবাসতে ও সেবা করতে মণ্ডলী আহূত; এবং মণ্ডলীর সকল মিশনকর্মে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা আবশ্যক। তৃতীয় সহস্রাব্দীতে ঈশ্বর চান যেন মণ্ডলী "একসঙ্গে চলা"র পথ অনুসরণ করে।

### (খ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর ভিত্তি

প্রভু মণ্ডলীর কাছ থেকে কী আশা করেন তা "সিনড" শব্দের মধ্যে নিহিত আছে: মণ্ডলীর ভক্তজনগণ, পালক ও রোমের বিশপ একসঙ্গে যাত্রা করবে। ধারণাটা কথায় বেশ স্পষ্ট কিন্তু কাজে পরিণত করা ততো সহজ নয়।

খ্রিষ্টে দীক্ষিত ব্যক্তিরা সকলে হয়ে উঠেছে "আধ্যাত্মিক মন্দির ও পবিত্র যাজকসমাজ" (২য় ভা. মহাসভা, *খ্রিষ্টমণ্ডলী*, ১০)। "পবিত্রজনের পরম অভিষেকের গুণে বিশ্বাসীবর্গ সকলে একসাথে ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে ভুল করতে পারে না (দৃ: ১ম যোহন ২:২০, ২৭)। এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে গোটা বিশ্বাসীবর্গের অলৌকিক বিশ্বাসবোধে, যখন 'ধর্মপাল থেকে আরম্ভ করে ভক্তজনগণ পর্যন্ত সকলেই' বিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে সর্বজনীন মত প্রকাশ করেন" (২য় ভা. মহাসভা, *খ্রিষ্টমণ্ডলী*, ১২)। এখাইে বিশ্বাসের অভ্রান্ততা।

"মঙ্গলবার্তার আনন্দ" শীর্ষক প্রৈরিতিক ধর্মোপদেশে পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, দীক্ষাস্নানে "অভিষেকের গুণেই ঈশ্বরের জনগণ পবিত্র হয়ে উঠেছে, আবার এ কারণেই সে বিশ্বাসে অভ্রান্ত" (*মঙ্গলবার্তা*, অনু. ১১৯)। তিনি আরও বলেন, "সকল দীক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ — মণ্ডলীতে তাদের অবস্থান যা-ই হোক না কেন, অথবা বিশ্বাস সম্বন্ধে তাদের শিক্ষার স্তর বা মাত্রা যা-ই হোক না কেন — তারা সবাই মঙ্গলবার্তা প্রচারক। সুতরাং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভক্তবিশ্বাসীদেরকে নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা হিসেবে বিবেচনা করে, শুধু পেশাদার কর্মীদের দ্বারা খ্রিষ্টাদর্শ প্রচারের পরিকল্পনা নিছক অর্বাচীনতার পরিচায়ক" (*মঙ্গলবার্তা*, অনু. ১২০)।

একই ভাবনা অনুসরণ ক'রে "পরিবার বিষয়ক" বিশপ সিনড আয়োজিত হয়েছিল। প্রস্তুতিপর্বে দু'ধরনের প্রশ্নমালা দেওয়া হয়েছিল যাতে যারা পারিবারিক জীবনে আছে তারাও যেন তাদের দুঃখ-কষ্ট ও আশা-আনন্দ প্রকাশ করতে পারে। পারিবারিক জীবনে যারা আছে তাদের কথা না শুনে কী করে বিশপ সিনড অনুষ্ঠিত পারে?

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হচ্ছে এমন মণ্ডলী যে "*শ্রবণ*" করে। কেবলমাত্র "কথা শ্রবণ" নয়; বরং পরস্পরের মতামত শ্রবণ করা যেখানে প্রত্যেকেরই কিছু শেখার আছে। বিশ্বাসী জনগণ, বিশপ-সম্মিলনী, রোমের বিশপ – প্রত্যেকেই পরস্পরকে শ্রবণ করবে, পবিত্র আত্মাকে শ্রবণ করবে, যিনি হচ্ছেন "সত্যের আত্মা" (যোহন ১৪:১৭); পবিত্র আত্মা "মণ্ডলীর কাছে কী বলেন" তা তারা শ্রবণ করবে।

বিশপ সিনড হচ্ছে সকল শ্রবণ-প্রক্রিয়ার লক্ষ্য, যে-প্রক্রিয়া মণ্ডলীর বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সিনড-প্রক্রিয়া শুরু হয় ঈশ্বর জনগণের কথা শ্রবণ করার মধ্য দিয়ে, কেননা তাদের কথা "খ্রিষ্টের প্রাবক্তিক দায়িত্বেরই অংশবিশেষ"। এই প্রক্রিয়া চলমান থাকে পরবর্তীতে পালকদের কথা শ্রবণ করার মধ্যে। সিনড পিতৃগণের মাধ্যমে বিশপগণ, সাম্প্রতিক অনেক জনমত পরিবর্তনের সময়ে, অতি যত্নের সাথে সবকিছু যাচাই ক'রে দেখেন, যাতে বিশ্বাসের খাঁটিত্ব রক্ষা পায়, সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া হয় এবং সেই বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়া হয়। সিনড প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় যখন গোটা মণ্ডলী রোমের বিশপের কথা শ্রবণ করে, কারণ তিনি সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পালক ও শিক্ষক। তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে নয়, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছা, খ্রিষ্টের মঙ্গলসমাচার এবং মণ্ডলীর শিক্ষাপরম্পরার প্রতি

অনুগত থেকে তিন পালন ও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সিনড সর্বদাই *"পোপের সঙ্গে"* ও *"পোপের অধীনে"* কাজ করে। আর এটাই মণ্ডলীর ঐক্য নিশ্চিত করে।

## (গ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে যাজক-কর্তৃপক্ষ

*"একসঙ্গে পথচলা"* মণ্ডলীর স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য। এই প্রেক্ষাপটেই মণ্ডলীর **যাজক-কর্তৃপক্ষের সেবাকাজ** স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধু জন খ্রিসোস্তম বলেছেন "মণ্ডলী আর সিনড সমার্থক"। মণ্ডলী ঈশ্বরের মেষপাল, যারা এই জগতে *"একসঙ্গে পথ চলে"* যাতে প্রভু যীশুর সাথে সাক্ষাৎ পেতে পারে। মণ্ডলীর মধ্যে কেউ "উচ্চে" থাকবে তাতো নয়; বরং প্রত্যেককেই "নিম্নে" নামতে হবে ভাইবোনের সেবা করার জন্য।

যীশু দ্বাদশ প্রেরিতদূতদের সংঘটিকে মণ্ডলীর প্রধান রূপে স্থাপন করেছেন, যেখানে পিতর হচ্ছেন "পাথর", যিনি তাঁর ভ্রাতাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে রাখেন। পিরামিড-সদৃশ মণ্ডলীতে প্রেরিতদূতদের স্থান উপরে নয় বরং তার স্থান নিম্ন-ভিত্তিতে, যেখান থেকে তারা সেবা করেন। সেবার কারণেই প্রত্যেক বিশপ, তার দায়িত্বে ন্যস্ত জনগণের "খ্রিষ্টের ভিকার", হয়ে উঠেন, অর্থাৎ সেই যীশুর ভিকার যিনি শেষভোজে নত হয়ে প্রেরিতদূতদের পা ধুইয়ে দিয়েছেন। একই ধারণায় পিতরের উত্তরাধিকারী *"ঈশ্বরের দাসানুদাস"* ছাড়া আর কিছু নন।

একটা বিষয় যেন ভুলে না যাই! যীশুর শিষ্য হিসেবে অতীতে, বর্তমানে এবং সর্বদা আমাদের একমাত্র কর্তৃত্ব হচ্ছে সেবার কর্তৃত্ব; আমাদের ক্ষমতা ক্রুশের ক্ষমতা। আমাদের শিক্ষাগুরু যীশু বলেছেন: "তোমরা তো জানোই, বিজাতীয়দের শাসকেরা নিজেদের প্রজাদের ওপর প্রভুত্ব চালায়। তাদের মধ্যে যারা বড়ো, তারাও অন্যের ওপরে কর্তৃত্ব ফলায়। তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সেবক, এবং তোমাদের মধ্যে যে প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের দাস" (মথি ২০:২৫-২৭)। *তোমাদের মধ্যে যেন এমনটি না হয়:* এখানেই মণ্ডলীর রহস্যের প্রাণ খুঁজে পাই এবং এখান থেকেই কর্তৃপক্ষের সেবার আসল অর্থ বুঝতে পারি।

## (ঘ) মণ্ডলীতে সিনডের স্তর-বিন্যাস

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে বিশপ সিনড হচ্ছে মণ্ডলীর মিলনের গতিধারার প্রকাশ; বিশপ সিনড মাণ্ডলিক সকল সিদ্ধান্তের প্রেরণা-উৎস।

মণ্ডলীতে "একসঙ্গে পথচলা"র **প্রথম স্তর** হচ্ছে *নির্দিষ্ট মণ্ডলী* বা ডাইয়োসিস। ডাইয়োসিসের সিনড হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান যেখানে ডাইয়োসিসের যাজক ও ভক্তজনগণ বিশপের সঙ্গে মণ্ডলীর সার্বিক কল্যানে সহযোগিতা করে থাকে। ধর্মপ্রদেশীয় মণ্ডলীতে রয়েছে অনেকগুলো *"মিলন সংগঠন"*, যেমন: ধর্মপ্রদেশীয় যাজক পরিষদ, মন্ত্রণা পরিষদ, উচ্চপদস্থ যাজক-পরিষদ, পালকীয় পরিষদ। এই সমস্ত সংগঠন যখন ভিত্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং তৃণমূলের জনগণের ও তাদের প্রতিদিনের সমস্যা থেকে সবকিছুর সূত্রপাত হয়, তখনই মণ্ডলীর সিনড-প্রক্রিয়া শুরু হয়। এখানেই শ্রবণ ও সহভাগিতার আরম্ভ।

**দ্বিতীয় স্তর** হচ্ছে দেশীয়/জাতীয়/আঞ্চলিক মণ্ডলী, বিশেষ ভাবে বিশপ সম্মিলনী ও তাদের জোট। বিশপ সম্মিলনীতে কী করে বিশপদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা আরও বৃদ্ধি করা যায়, তা অনেক জায়গায় এখনও আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে স্থানীয় বিশপদের পরিবর্তে, পোপকে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে বিকেন্দ্রীকরণের অনেক সুযোগ রয়েছে বলে পোপ ফ্রান্সিস মনে করেন।

**সর্বশেষ স্তর** হচ্ছে বিশ্বজনীন মণ্ডলী। এই স্তরে বিশপ-সিনড বিশপদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার প্রকাশ ঘটে, কেননা কাথলিক বিশপদের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই বিশপ-সিনড গঠিত। এই অবকাঠামোতে বিশপদের সংঘবদ্ধতা এবং মণ্ডলীর সিনড-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এই ব্যবস্থায় মণ্ডলী একদিকে *"কার্যকরী"* আবার অন্যদিকে *"ফলপ্রসূ"* হয়ে ওঠে। কারণ ঈশ্বর-জনগণের ভাবনা নিয়ে বিশপগণ নিজেদের মধ্যে এবং পোপের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন।

## (ঙ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে মাণ্ডলিক ঐক্য

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী গড়ে তোলার জন্য মিশনকাজে, প্রভুর দ্বারা ন্যস্ত নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে, আমরা সবাই আহ্বান পেয়েছি। এই ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য-নিষ্ঠা মণ্ডলীর সর্বজননীতা অর্জনে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পোপ মহোদয় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, মণ্ডলীর জীবনে সিনড নীতি কীভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং কীভাবে পোপ সবার ওপরে সভাপতিত্ব করবেন তার সঠিক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করবে বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য।

পোপ মহোদয় বলেন যে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে *"পোপের আধিপত্য"* কীরূপ হবে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পোপ, নিজের ক্ষমতা বলে, মণ্ডলীর উর্ধ্বে নয়। তিনি মণ্ডলীর অভ্যন্তরে অবস্থান করেন: দীক্ষিত ভক্তদের সঙ্গে তিনিও একজন, বিশপদের সঙ্গে তিনি সংঘভুক্ত, বিশপদের মধ্যে তিনি একজন বিশপ। আবার একই সময়ে পিতরের উত্তরাধিকারী রূপে, রোমের মণ্ডলীকে পরিচালন করতে তিনি আহূত, কেননা রোমের মণ্ডলী সকল মণ্ডলীর উপর ভালবাসায় সভাপতিত্ব করে।

পোপ ফ্রান্সিস পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন *যে, "পোপের আধিপত্য"* বিষয়টির মধ্যে একটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তাঁর পূর্বসূরী পোপ দ্বিতীয় জন পলের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে, অনেক খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিষ্টীয় ঐক্যের জন্য একটা প্রত্যাশা সব সময় ব্যক্ত করা হচ্ছে। রোমের বিশপ হিসেবে সেই প্রত্যাশার প্রতি মনোযোগী হওয়া রোমের বিশপের একটা দায়িত্ব। এ ব্যাপারে, রোমের বিশপের নিকট বিভিন্ন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অনুরোধ আসে। রোমের বিশপের মিশন অক্ষুন্ন রেখে *"পোপের আধিপত্য"* কী ভাবে অনুশীলন করা হবে সে বিষয়ে আলোচনার জন্য উদারতা প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন।

**(ঙ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী মানবজাতির জন্য একটি নিদর্শন**

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সমস্ত জাতিগণের মধ্যে একটা আদর্শ সৃষ্টি করবে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। বর্তমান জগতের মানুষ যখন আরও অংশগ্রহণ, সংহতি এবং জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা আশা করে, তখন মানবজাতি আর কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে, ক্ষুদ্র ও ক্ষমতাধর কয়েকটি দলের নিকট জিম্মি হয়ে যায়। "একসঙ্গে পথচলা"র মধ্য দিয়ে মণ্ডলী এমন এক স্বপ্ন দেখছে যেখানে মণ্ডলী, ইতিহাসের দুঃখ-কষ্টভোগী নারী-পুরুষের সহভাগী হয়ে, জনগণের অলঙ্ঘণীয় মর্যাদা পুনঃআবিষ্কার করার জন্য এবং কর্তৃপক্ষকে সেবামুখী করার জন্য নাগরিক সমাজকে সাহায্য করবে, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হবে এবং সেই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও সুন্দর এবং মানবিক জগত গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

## ॥ গ ॥ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়ার সমীক্ষণ

নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ভাব, শিক্ষা ও নির্দেশনা তিনটি প্রধান পর্যায়ের মণ্ডলী, যেমন: বাংলাদেশের ডাইয়োসিসগুলো, বাংলাদেশের বিশপ সম্মিলনী এবং এশীয় বিশপ মণ্ডলীর জোট, প্রভূত ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ভাবধারা বাংলাদেশ মণ্ডলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে এবং তা রক্ষা, ধারণ ও প্রবাহমান করার জন্য যথোপযুক্ত সাংগঠনিক অবকাঠামো গড়ে উঠেছে।

ডাইয়োসিস ও বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর সাংগঠনিক অবকাঠামোগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হল। এই তালিকায় যা উল্লেখ রয়েছে তা যে একটি নির্দিষ্ট ডাইয়োসিসে সবগুলো একেবারে নেই, তা বলা যাবে না; আবার সব সাংগঠনিক অবকাঠামোগুলো প্রত্যেক ডাইয়োসিসে বিদ্যমান আছে, তা-ও বলা যাবে না। প্রতিটি ডাইয়োসিসের আপন আপন নিজিস্বতা অনুসারে সাংগঠনিক অবকাঠামোগুলো গড়ে উঠেছে। আবার বিদ্যমান সাংগঠনিক অবকাঠামোগুলো যে শতকরা একশত ভাগ সক্রিয় তা-ও বলা যাবে না। তবে এই তালিকা সিনড-প্রক্রিয়ার ইঙ্গীত বহন করছে, সম্ভাবনা উন্মুক্ত করছে ও অনুসরণের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "একসঙ্গে পথচলা"। বিশপ তার যাজক, ভক্তজনগণ, ও উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী একত্র হয়ে "একসঙ্গে পথ চলবেন"। বিশপ অন্য বিশপদের সঙ্গে একসঙ্গে পথ চলবেন, এবং বিশপগণ পোপ মহোদয়ের সঙ্গে একসঙ্গে পথ চলবেন। ডাইয়োসিসে ও বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীতে একসঙ্গে পথচলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মণ্ডলীর মিশন সম্পন্ন করা যা সকল দীক্ষিত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা হয়েছে। মিশন সম্পাদনের জন্য পরস্পরের কথা শ্রবণ করা এবং পবিত্র আত্মার কথা শ্রবণ করা যাতে তাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা অবধারণ করা যেতে পারে। স্থানীয় মণ্ডলীতে উদ্ভাবিত সাংগঠনিক অবকাঠামোগুলো পরস্পরের কথা শ্রবণ করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা থেকে আগত "একসঙ্গে পথচলা"র প্রক্রিয়ায় অনেক অর্জনের জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলী অনেক গর্ব করতে পারে এবং তার জন্য প্রভুর প্রশংসা করতে পারে।

### ॥ ১॥ ডাইয়োসিস পর্যায়ে সিনড-তুল্য সাংগঠনিক কাঠামো

**(ক) ক্ষুদ্র খ্রিষ্টীয় সমাজ পর্যায়**

ভৌগোলিক: ব্লক/ওয়ার্ড/পাড়া/গ্রাম/মহল্লা
খ্রিষ্টান সংগঠনসমূহ:

**(খ) ধর্মপল্লী পর্যায়ে:**

যাজক/পালক ও পালকীয় পরিষদ

পালকীয় উপ-পরিষদ ও কমিটিসমূহ
সংগঠন: সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সমিতি, আন্দোলন সমূহ
ধর্মপল্লীর পালকীয় অধিবেশন (নিয়মিত/অনিয়মিত)

**(গ) আঞ্চলিক/ভিকারিয়েট পর্যায়ে সিনড-তুল্য সাংগঠনিক কাঠামো**

আঞ্চলিক/ভিকারিয়েট পর্যায়ে পালকীয় পরিষদ
আঞ্চলিক/ভিকারিয়েট পর্যায়ে সাব-কমিটি ও অন্যান্য সংগঠন
আঞ্চলিক/ ভিকারিয়েট পালকীয় অধিবেশন (নিয়মিত/অনিয়মিত)

**(ঘ) ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে সিনড-তুল্য সাংগঠনিক কাঠামো**

ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় পরিষদ (ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক/বিশপ)
ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় অধিবেশন/সম্মেলন (ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক/বিশপ)
ধর্মপ্রদেশীয় সমাবেশ (যাজক ও ভক্তজনগণ)
ধর্মপ্রদেশীয় সমাবেশ (যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী)
ধর্মপ্রদেশে কর্মরত যাজক-সভা (যাজক)
ধর্মপ্রদেশীয় যাজক-সভা (যাজক)
ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় কমিশনসমূহ/কমিটিসমূহ ও সমন্বয় কমিটি
ধর্মপ্রদেশীয় মন্ত্রণা পরিষদ (যাজক)
ধর্মপ্রদেশীয় অর্থবিষয়ক কমিটি (যাজক ও ভক্তজনগণ)
ধর্মপ্রদেশীয় নির্মাণ ও সংস্কার কমিটি (যাজক ও ভক্তজনগণ)
ধর্মপ্রদেশীয় সংগঠন, সংঘ, সংস্থা, সমিতি, আন্দোলন (ভক্তজনগণ)

**॥২॥ দেশীয় বিশপ সম্মিলনী পর্যায়ে সিনড-তুল্য সাংগঠনিক কাঠামো**

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী
বাংলাদেশ কাথিক বিশপ সম্মিলনীর কমিশনসমূহ ও সংগঠনসমূহ
বিশপ সম্মিলনীর জাতীয় কর্মশালা ও পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর কমিশন ও সংগঠন সমূহের বার্ষিক সভা
আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সংস্থা।
সিবিসিবি-কমিশনেরই জাতীয় ও অঞ্চলিক কর্মসূচী

**॥৩॥ মহাদেশীয় বিশপ সম্মিলনী পর্যায়ে সিনড-তুল্য সাংগঠনিক কাঠামো**

এশীয় বিশপ সম্মিলনীর জোট (এফ.এ.বি.সি)
এফ.এ.বি.সি ক্রেন্দ্রীয় কমিটি
এফ.এ.বি.সি সাধারণ অধিবেশন
এফ.এ.বি.সি – অফিসসমূহ

## ॥ ঘ ॥ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়া উন্নয়নে করণীয়

ইতিমধ্যে স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে সিনড-প্রক্রিয়া চলমান আছে এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামোও গড়ে উঠেছে। তথাপি স্থানীয় মণ্ডলীকে পোপ মহোদয়ের ধারণা ও নির্দেশনা অনুসারে সিনড–বিশিষ্ট মণ্ডলী রূপে আরও যোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হয়, তা হলে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর আরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলো ধর্মপ্রদেশ ও দেশের স্থানীয় মণ্ডলীর সাংগঠনিক কাঠামোগুলোকে আরও সক্রিয়, প্রাণবন্ত ও অর্থপূর্ণ করবে এবং স্থানীয় মণ্ডলী হয়ে উঠবে মিলনসমাজ, অংশগ্রহণমূলক ও মিশনকর্মমুখী।

(১) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সম্বন্ধে পোপ মহোদয়ের ধারণা ও পোপের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রেরিত সকল নির্দেশনা গুরুত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করা এবং সম্পৃক্ত সকলে এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং অন্যকে অবগত করা।

(২) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর ভিত্তির উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া। সেই ভিত্তি হচ্ছে খ্রিষ্টীয় জীবনের মর্যাদা ও অধিকার। প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি খ্রিষ্টের কাছ থেকে ধর্মময়তার যাজকীয় দায়িত্ব, শিক্ষা-সাক্ষ্যদানের প্রাবক্তিক দায়িত্ব এবং ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালনার সেবা-দায়িত্ব লাভ করেছে। সিনড প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ভিত্তি আরও শক্ত, সক্রিয় ও সম্প্রসারিত হবে।

(৩) জনগণের জীবনাবস্থা অনুসারে বিশপ/যাজক ও জনগণ একসঙ্গে পরস্পরের কথা শ্রবণ করবে এবং পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট জীবন-অবস্থায়, পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর কাছ থেকে কী চায়, তা একসঙ্গে শুনবে ও যাচাই করবে।

(৪) মণ্ডলীর "যাজক-কর্তৃপক্ষ", যীশুর সেবার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশন-কর্ম সম্পাদনের নীতি অনুসরণ ক'রে, ঈশ্বর-জনগণের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করবেন। পদ, কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার কারণে নয় বরং সেবা করার উদ্দেশ্যে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষকে নিয়োজিত করবেন।

(৫) ধর্মপ্রদেশের পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালনের বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করার জন্য একসঙ্গে অবধারণ পূর্বক ঈশ্বর-জনগণকে সম্পৃক্ত করা। বিশেষ উদ্দেশ্যে আহূত ডাইয়োসিসের সিনড, অথবা নিয়মিত ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় পরিষদ একটি উপযুক্ত অবকাঠামো হিসেবে কাজ করতে পারে।

(৬) আপন ধর্মপ্রদেশে যাজক ও ঈশ্বর-জনগণের সঙ্গে এবং বিশপ-সম্মিলনীতে পরস্পর বিশপগণের মধ্যে এবং রোমের বিশপের সঙ্গে বিশপদের সংঘবদ্ধতা আরও জোরদার করা।

(৭) বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে আয়োজিত নির্দ্দিষ্ট বিশপ-সিনড প্রস্তুতিতে, সংশ্লিষ্ট পোপের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসারে "প্রস্তুতিমূলক প্রশ্নমালা"-র সহায়তায় মতামত ব্যক্ত করা এবং তার ফলাফল সঠিক সময়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতঃ বিশপ সিনডে অংশগ্রহণ করা ধর্মপ্রদেশ ও দেশের বিশপ সম্মিলনীর দায়িত্ব। (২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে আয়োজিত বিশপ-সিনডের ২৬তম অধিবেশনের নির্দেশিকা দেখুন)।

(৮) বিশ্বজনীন বিশপ সিনড-এর সমাপ্তিতে পোপ মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত মণ্ডলীর শিক্ষা সম্বলিত "প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র" ধর্মপ্রদেশের ঐশজনগণের নিকট ও বিশপ সম্মিলনীর সকল অঙ্গ-সংগঠনের নিকট পৌঁছে দেওয়া। তাতে পোপ মহোদয়ের শিক্ষা সবার কাছে অবগত হবে। এভাবে যে-বিষয়ে তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন সে বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট শিক্ষা তারা লাভ করতে পারবেন এবং পোপ মহোদয়ের সাথে বিশ্বাস ও নৈদিতার বিষয়ে ঐক্য উপলব্দি করতে পারবেন।

***Sources:***


1. *Pope Francis, Address of His Holiness, Ceremony Commorating the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of Bishops, October 17, 2015.*
2. *Mario Card. Grech, General Secretary, Synodus Episcoporum, "For a synodal Church: communion, participation and mission", 21 May, 2021.*
3. *Massimo Faggioli, The Synodal Process 2021-2023, La Croix International, May 24, 2021.*


কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

## ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ঃ অভিবাসী ও স্মরণার্থী দিবস

আজ মন্ডলীতে পালিত হচ্ছে বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস। এই দিবস উপলক্ষে পুণ্য পিতা পোপ মহোদয়ের আহ্বান হচ্ছে: এই পৃথিবীতে, অভিবাসী ও শরণার্থীরা যেন "ওরা" বা "তারা" না থেকে , বরং সবাই মিলে আরো ব্যাপক ভাবে "আমরা" হয়ে উঠি।

বর্তমান জগতে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য, শিক্ষালাভ ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা

পাওয়ার জন্য, মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়। এমনকি যারা আদিবাসী তারাও অভিবাসী হয়ে ওঠে।

আবার অনেক মানুষ যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, অথবা মানুষের দ্বারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে, জোরপূর্বক তাড়িত হয়ে, এক দেশ বা অঞ্চল থেকে অন্য দেশে বা অঞ্চলে উদ্বাস্তু ও শরণার্থী হয়ে যায় ।

পোপ মহোদয় বলেন, এই সমস্ত অভিবাসী ও শরণার্থীদেরকে সমাজে ও মন্ডলীতে আপন করে গ্রহণ করতে হবে, তাদেরকে রক্ষা করতে হবে, তাদের উন্নয়ন করতে হবে এবং তাদেরকে সমাজে ও মন্ডলীতে এক করে নিতে হবে।

তাহলেই এক পৃথিবীটা সবাই মিলে এক জাতি হয়ে উঠবে এবং মণ্ডলীও আরো কাথলিক ও সার্বজনীন হয়ে উঠবে।

তাই আজকের এই অধিবাসী ও শরণার্থী দিবসে আমাদের প্রার্থনা: আমাদের এই অভিন্ন পৃথিবীতে এবং এক মন্ডলীতে আমরা সবাই যেন ভাইবোন হয়ে বাস করতে পারি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

## ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২১ ঃ যুক্তরাষ্ট্রে পালকীয় সফরের সমাপ্তি

শেষ হলো পারিবারিক মিলন উৎসব আর আমার পালাকীয় সফর। সাত ঘণ্টা পর বস্টোন থেকে দোহা যাত্রা শুরু করছি।

অনেক আনন্দময় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছি।  অনেক দিক দিয়ে এই সফরটা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী ও অর্থপূর্ণ।

ক্লিভল্যান্ডে শার্লি ও ডেভিডের বিবাহটি ঘিরে অনেক পরিবার মিলে আনন্দ উৎসবের জোয়ার থামেনি অনেকদিন ধরে। অর্থপূর্ণ বিবাহের স্বাদ স্পর্শ করেছে অনেকে। রাতের পর রাত কাটিয়েছে আনন্দ-গানে ও বিনিদ্রায়।

এবারের পালকীয় সফরে যুক্ত হয়েছে একটি নতুন মাত্রা: অন্য ধর্মাবলম্বী ও অন্য মন্ডলীর জনগণের সাথে পারিবারিক মিলন উৎসবে মিলিত হওয়া ছিল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কার্ডিনাল হওয়ার সার্বজনীনতা প্রকাশ পেয়েছে তাদের আচরণে, সম্পর্কে, প্রার্থনায় ও পারিবারিক প্রীতিভোজ আয়োজনে।  পরস্পরের সান্নিধ্য দিয়েছে তৃপ্তি, আনন্দ ও ভবিষ্যতের নতুন ভাবনা।

টেক্সাস, লস অ্যাঞ্জেলেস ও  ক্যালিফোর্নিয়ায় খ্রিস্টান পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ ও খ্রিষ্টযাগ অর্পণ আমাদের অনেকের জন্য প্রথম। খ্রিস্টান গ্রামের মতো একটি পরিবেশে সবকিছু করা ছিল খুবই আনন্দদায়ক।

ধর্ম ও মন্ডলী নির্বিশেষে পরিবার পরিদর্শন, প্রার্থনা ও আশীর্বাদ ছিল না-ভুলে যাওয়ার বিশেষ ঘটনা।

তিন বিশপদের সাথে সাক্ষাৎ, দুই বিশপদের সাথে
একত্রে মিলিত হয়ে, কার্ডিনাল হিসাবে স্থানীয় ধর্মপল্লীর জন্য ইংরেজিতে খ্রিষ্টযাগে অংশগ্রহণ করা অনেকের জন্য প্রথম অভিজ্ঞতা।

বস্টনে আন্তঃধর্মীয় সমাবেশে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা ছিল জনগণের জন্য একটি গর্বের বিষয়।

পরিসমাপ্তিতে হলিক্রস ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত স্টোনহিল কলেজে মা মারীয়া ও হলিক্রুসের পর্ব পালন ও হোলি রোজারি সেবা কেন্দ্রে অনলাইনে খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করা ছিল সমাপনী ও অর্থপূর্ণ ঘটনা।

সবকিছু এবং সবাইকে অন্তরে ধারণ করে যাত্রা করছি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। নিরাপদ হোক যাত্রা, সেটাই আমাদের প্রার্থনা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও এবং জেমস গোমেজ

## ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২১ ঃ **পরিবেশবান্ধব দীর্ঘস্থায়ী জীবন পদ্ধতি**

সেপ্টেম্বর মাসের জন্য পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্যঃ

পরিবেশবান্ধব দীর্ঘস্থায়ী জীবন পদ্ধতির জন্য প্রার্থনা করা।

পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে একটা বিপর্যয় চলছে। মানুষের অপব্যবহারের কারণে ধরিত্রী আজ কান্নাকাটি করছে। ধরিত্রীকে যেন গলা টিপে মেরে ফেলা হচ্ছে। বিশ্বের সকল মানুষের কাছে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় একটি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে পোপ মহোদয় আহ্বান জানাচ্ছেন এ বিষয়ে সচেতন হতে ও প্রার্থনা করতে যেন:
(ক) আমরা সাধারণ সহজ-সরল ও দীর্ঘস্থায়ী জীবন-পদ্ধতি বেছে নিতে আরো সাহসী ও তৎপর হই;
(খ) যুবসমাজ আনন্দসহকারে সেই ধরনের জীবনযাপন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পারে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

## ২২শে আগষ্ট, ২০২১ ঃ যুক্তরাষ্টে পালকীয় সফরে যাত্রা

আগস্ট মাসের ২৩ তারিখ রাতে আমি ও জেমস যুক্তরাষ্ট্রের যাচ্ছি। বাংলাদেশে ফিরে আসব ১৯ সেপ্টেম্বর।

আমার সফরের উদ্দেশ্য প্রথমত পালকীয়।  তার সাথে যুক্ত হয়েছে এক পুতিন অর্থাৎ জেমসের ভাগ্নি, পেট্রোর নাতিন শার্লির বিয়ে যা ২৭ শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে ক্লিভল্যান্ড।

ক্লিভল্যান্ড (২৪ আগস্ট -২ সেপ্টেম্বর) থেকে  পরবর্তীতে যাব দাল্লাস-টেক্সাস (২-৬), কালিফোর্নিয়া (৬-১৪) এবং বস্টন (১৪-১৭)। ১৭ সেপ্টেম্বর বস্টন এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবো।

উক্ত সব এলাকায় বাঙালি খ্রিষ্টান সমাজের সাথে ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে  সাক্ষাৎ হবে এবং বাংলায় খ্রিষ্টযাগ অর্পণ করা হবে। কিছু কিছু জায়গায় প্যারিসে খ্রিষ্টযাগ অর্পণ করবো ইংরেজিতে স্থানীয় জনগণের জন্য।

প্রার্থনায় স্মরণ করবে যেন এই সফরটি সুস্থ থেকে ও নিরাপদে সম্পন্ন হতে পারে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

## ১৫ই আগষ্ট, ২০২১ ঃ জাতীয় শোক দিবস ও স্বর্গোন্নয়ন পর্ব

আজ ১৫ আগষ্ট, বাংলাদেশের জন্য জাতীয় শোক দিবস। আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং তার আপন পরিবারের সকলকে যারা প্রতিহিংসার কবলে পড়ে শহীদ মৃত্যু বরণ করেছেন।  তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং প্রার্থনা করি যাতে জাতি সকল  প্রতিহিংসা থেকে মুক্তি পায়। প্রতিহিংসা কোন সময়ই মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে না।

আজ ভারতের স্বাধীনতা দিবসে, দেশের কল্যাণ কামনা করি।  ভারতবাসী পরম্পরার প্রিয়জনদের জানাই শুভেচ্ছা।  জাতীয় ও নাগরিক জীবনে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

মণ্ডলীতে আজ আমরা পালন করছি কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পার্বণ।  মা মারীয়ার কাছে অর্পণ করি আমাদের দেশকে।  তার মহিমা ও পবিত্রতা দিয়ে তিনি যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন ও আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

## ৮ই আগষ্ট, ২০২১ ঃ  যৌ ব ন

যৌবন,    জীবনের একটি নির্দিষ্ট বয়সকাল নয়,
যৌবন,    সেতো মনের একটি ভাব।
যৌবন,    গোলাপ-তুল্য মুখের সৌন্দর্য নয়,
রক্তিম ওষ্ঠ বা বলিষ্ঠ হাটুযুগল নয়;
যৌবন,    সেতো ইচ্ছাশক্তির অপর নাম, কল্পনাশক্তির গুণ,
আবেগশক্তির ঔদ্ধত্য, জীবনবসন্তের নিত্য সজীবতা।

যৌবন,    সেতো পেটের চিনচিনে ক্ষুধার ভীরুতার ওপর
মনোবল ও সৎসাহসের আধিপত্য;
সেতো আরাম-আয়েশের চাইতে
অভিযাত্রার অভিমুখে অভিলাষ।

এই যৌবন বিশ বছরের এক যুবার চাইতে

ষাট বছরের এক ব্যক্তির মধ্যে লক্ষণীয় বেশী।

কেবলমাত্র অনেক বছর জীবন কাটিয়ে কোন মানুষ বৃদ্ধ হয় না,
অভিষ্ট-লক্ষ্য ত্যাগেই মানুষ বৃদ্ধ হয়ে পড়ে।
বয়সের আধিক্যে গাত্রচর্ম কুঞ্চিত হতে পারে,
কিন্তু আত্মা তখনই কুঞ্চিত হয়ে পড়ে
যখন সে হারিয়ে ফেলে জীবনের উদ্যম।
দুশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি ও আত্ম-সংশয়
হৃদয়কে করে দলিত, প্রাণকে করে ধুলিলুণ্ঠিত।

ষাট বছর অথবা ষোল বছরেরই হোক
প্রত্যেক মানবব্যক্তির অন্তরে রয়েছে ঃ
বিস্ময়ের দিকে এক গভীর আকর্ষণ,
পরবর্তীর প্রতি অব্যর্থ ক্ষুদা,
জীবনখেলাতে এক পরম আনন্দ।

তোমার আমার অন্তরমাঝে রয়েছে একটি বেতার কেন্দ্র ঃ
যতকাল এই কেন্দ্রে এই সসীম মানুষ ও অসীম ভাগবানে কাছ থেকে
সুন্দর ও কল্যাণ, আশা ও আনন্দ, সাহস ও শক্তির বার্তা পৌঁছে
ততকাল তোমরা যৌবনেই বাস করতে থাক অহরহ।

এরিয়ালটা যখন নামিয়ে ফেলা হয়
এবং তোমার চিত্তটা যখন পাগলামীর মরীচা
ও নৈরাশ্যের আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে যায়
তখনই তুমি, এমন কি বিশ বছরেও বৃদ্ধ হয়ে পড়।

কিন্তু তোমার এরিয়ালটা যখন উর্ধ্বে উত্তোলিত থাকে
এবং প্রত্যাশার তরঙ্গমালা থেকে বার্তা গ্রহণ করে,
তখন আশি বছর বয়সে তোমার মৃত্যু হলেও
এটা যে ছিল তোমার যৌবন।

কার্ডিনাল ডি'রোজারিও, সিএসসি.

## ১২ই আগষ্ট, ২০২১ ঃ ঈশ্বরের আহ্বান

আমি যখন স্কুলে পড়াশুনা করছিলাম তখন আমরা ছয় জন বন্ধু ছিলাম। আমাদের সবাইকে প্যারিশের লোকেরা চিনতো; আর ফাদার-ব্রাদার-সিস্টাররা তো অবশ্যই চিনতেন। কেন যেন সবাই মনে করতো আমরা ফাদার হবো। কেন সেভাবে ভাবত, তা সঠিক করে বলা শক্ত। হয়তো আমাদের মধ্যে কয়েকজন প্রকাশ্যে বলে বেড়াতো আমরা ফাদার হবো; অথবা আমরা সবাই একসঙ্গে চলতাম বলে; হয়তো-বা আমাদের চাল-চলন, চলা-ফেরা ও আচার-আচরণের মধ্যে অন্যেরা একটা কিছু লক্ষ্য করছেন; হয়তো-বা প্রার্থনা-গীর্জায় নিয়মিত যোগদান করতাম এবং প্যারিশে ও সমাজে বিভিন্ন সেবাকাজে জড়িত থাকতাম বলে; হয়তো ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদের সাথে আমাদের যোগাযোগ, আনাগোনা ও দেখা-সাক্ষাৎ ঘন ঘন হতো এবং তাঁদের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল, ইত্যাদি। যাহোক লোকেরা যে-কারণেই হোক, ভাবতো যে আমরা সবাই ফাদার হবো।

পরবর্তীতে ম্যাট্রিক দেওয়ার পর ছয় জনের মধ্যে যখন দু'জন মাত্র পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশ করলাম তখন সবাই ভাবল আমাদের দু'জনার আহ্বান আছে অন্য চারজনার আহ্বান নেই। তারও পরে আমি ছাড়া অন্যেরা সবাই যখন চলে গেল তখন সবাই মন্তব্য করল যে, অন্যদের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান ছিল কিন্তু হারিয়ে ফেলেছে; আবার কেউ কেউ বলেছে যে, ঈশ্বরের আহ্বান তাদের জন্য একেবারেই ছিল না।

আমাদের ছয় জন বন্ধুর বেলা "ঈশ্বরের আহ্বান" বা "ঈশ্বরের ডাক" যে-অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা আসলে ঠিক নয়। স্বভাবত আমরা ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার হওয়ার ইচ্ছাকে "ঈশ্বরের আহ্বান" বলে গণ্য করি। আর তাই আমাদের ছ'জনার মধ্যে আমিই বুঝি একা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিলাম আর বাকি পাঁচজন ঈশ্বরের আহ্বান পায়নি, অথবা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তা হলে আমার পাঁচ বন্ধু যারা বিবাহিত জীবনে আছে, তারা কী ঈশ্বরের আহ্বানের বাইরে জীবনযাপন করছে? তাদের জন্য কি ঈশ্বরের আহ্বান ছিল না?

"ঈশ্বরের আহ্বান" প্রথমত হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা। আমার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনাই হচ্ছে আমার জীবনের আহ্বান। সবার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে। আর বিচিত্র তাঁর পরিকল্পনা এবং স্বতন্ত্র তা প্রত্যেকের জন্য। সবার দায়িত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনা আবিষ্কার করা এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে জীবনযাপন করা। এভাবে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের আহ্বান শুনতে পারবে এবং আহ্বানে সাড়া দিতে পারবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান আছে, ঈশ্বর সবাইকে ডাকছেন এবং সবাইকে সেই ডাকে সাড়া দিতে হবে। অতএব প্রত্যেক যুবক-যুবতীর জন্য ঈশ্বরের আহ্বান আছে — কেউ বলতে পারবে না যে, তার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান নেই।

খ্রিষ্টমণ্ডলীতে মূলত দু'ধরনের জীবনাহ্বান আছে: বিবাহিত জীবন ও অবিবাহিত জীবনে আহ্বান। অবিবাহিত জীবনাহ্বানে কেউ কেউ উসর্গীকৃত জীবনে প্রবেশ ক'রে ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার হয়, কেউ কেউ যাজকীয় জীবন গ্রহণ করে এবং কেউ আবার বিশেষ উদ্দেশ্যে একক জীবন বেছে নেয়। বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় জীবনই একটি আহ্বান -- আর তা ঈশ্বরের আহ্বান। কোনোটি অন্যটির তুলনায় ছোট বা বড়ো নয়, ক্ষুদ্র বা মহৎ নয়। কিন্তু উভয় আহ্বানই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। উভয় আহ্বানের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন -- অর্থাৎ পবিত্র হওয়া, স্বর্গীয় পিতা যেমন পবিত্র।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানবিক ও খ্রিষ্টীয় শিক্ষায় প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার মৌলিক আহ্বান সম্বন্ধে জানবে এবং তদানুসারে গঠন নেবে। খ্রিষ্টীয় জীবনে গঠন নেওয়ার দায়িত্ব প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর রয়েছে। যুব-বয়সে, প্রত্যেক যুবক-যুবতী চিন্তা ও ধ্যান-প্রার্থনায় প্রশ্ন করবে কোন্ জীবন-আহ্বানে ঈশ্বর তাকে ডাকছেন, বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবনে?

ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও তার আহ্বান আবিষ্কার করতে হলে প্রত্যেক যুবক-যুবতীকে নিজের দিকে তাকাতে হবে -- আমার জীবন-স্টাইল কীরূপ?, আমার মূল্যবোধ, জীবন সম্বন্ধে আমার পছন্দ ও অপছন্দ কী? আমার জীবনের আকর্ষণ-বিকর্ষণ কী এবং কোথায়?

এ প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণার বিষয়ে উল্লেখ করতে হয়। অনেকে মনে করে যারা "ভাল" ছেলে-মেয়ে তাদের জন্য অবিবাহিত বা ধর্মীয় জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান আছে। আবার যারা ধনী-জ্ঞানী পরিবার থেকে আসে, বা যারা মেধাবী ও দৈহিকভাবে সুন্দর তাদের জন্য ধর্মীয় জীবনে আহ্বান নেই। আবার এও বলতে শোনা যায় যে, যে যুবক-যুবতী "খারাপ" বা "দুষ্টু" তাদেরকে বিবাহিত জীবনে সংসার করতে হবে। তাদের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান নেই। এই সমস্ত ভ্রমাত্মক ধারণা ভীষণ মারাত্মক। মণ্ডলীর ইতিহাস তার জীবন্ত সাক্ষী। ভাল ছেলেমেয়ে উভয়েই বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনে আহূত হতে পারে। আহ্বান হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা; ঈশ্বরের কাছ থেকেই জীবনাহ্বান আসে; তিনি আমাদের মনোনীত করেন আমরা তাঁকে মনোনীত করি না। ঈশ্বর যাকে তাঁর পরিকল্পনায় স্থির করে রেখেছেন, তিনি তাঁকে আহ্বান করেন, যাকে তিনি আহ্বান করেন, তাকে তিনি অনুগ্রহ দান করেন এবং যাকে তিনি অনুগ্রহ দান করেন তাঁকে তিনি মহিমান্বিত করেন। এ মহিমা বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় জীবনেই প্রকাশিত।

ঈশ্বর কার জন্য কী পরিকল্পনা বা আহ্বান রেখেছেন তা স্পষ্ট করে জানবার ও আবিষ্কার করার জন্য এবং সেই অনুসারে শিক্ষা ও গঠন পাওয়ার জন্য গুরুর পরামর্শ প্রয়োজন। যারা অবিবাহিত সন্ন্যাসজীবন বা যাজকীয় জীবনাহ্বানে সাড়া দিতে চায় তাদের জন্য যেমন, যারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্যও তেমনি, আধ্যাত্মিক গুরুর প্রয়োজন রয়েছে। যে যুবক-যুবতী নিয়মিতভাবে উপযুক্ত গুরুর পরামর্শ গ্রহণ করে সে সহজে আবিষ্কার করতে পারে তার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান কী এবং যোগ্যভাবে সে তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে -- হোক সে আহ্বান বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবনে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

## ১লা আগষ্ট, ২০২১ ঃ খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা

আগস্ট মাসে পোপ মহোদয়ের দেওয়া প্রার্থনার উদ্দেশ্য : খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা।

খ্রিষ্টে দীক্ষাস্নাত সকল ব্যক্তিদের নিয়ে মণ্ডলী। সেখানে আছে ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার; আর আছে যাজক যারা কর্তৃপক্ষ হয়ে সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত।

মণ্ডলীর সকলে পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত। তারা সকলে পবিত্র হতে, শিক্ষা ও সাক্ষ্য দিতে ও ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রেরিত। তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন করে। পবিত্র আত্মার দ্বারা মিলন-বন্ধনে এক হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে তারা উপাসনা ও সেবা করে। সংক্ষেপে বলা যায় পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও শক্তিতে তারা মণ্ডলী হয়ে ওঠে।

তাই পোপ মহোদয় বাসনা করেন যেন, গোটা আগস্ট মাসে, আমরা খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করি, যাতে খ্রিষ্টমণ্ডলী যীশুর মঙ্গলসমাচারের আলোকে গঠিত হয় এবং মঙ্গল সমাচারের সাক্ষ্য বহন করে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

## ২৯শে জুলাই, ২০২১ ঃ বেথানির পরিবার

বেথানির একটি পরিবার। এই পরিবারটিতে থাকতো মার্থা, মারিয়া ও লাজারুস।

আজ মার্থার পর্ব পালন করতে গিয়ে পরিবারের মারিয়া ও লাজারুসকেও স্মরণ করি।

এই পরিবারটি যীশুকে অনেকবার ঘরে ডাকতেন এবং যীশুর সান্নিধ্য গ্রহণ করতেন। মন্ডলীতে তিনজনই সিদ্ধজন বলে স্বীকৃত।

আজকে সকালে খ্রিস্টযাগ অর্পণ করতে গিয়ে, পরস্পরা প্রতিটি পরিবারকে স্মরণ করে করে, সকল প্রিয়জনদের জন্য প্রার্থনা করে অন্তরে একাত্মতা ও আনন্দ অনুভব করেছি।

ধন্য সেই সকল পরিবার যারা যীশুকে ঘরে আবিষ্কার করতে পারে!

প্রত্যেক পরিবারের জন্য আজ প্রার্থনা করি ও আশীর্বাদ করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## ২৫শে জুলাই, ২০২১ ঃ জ্যেষ্ঠদের দিবস

আজ যীশুর নানা-নানী যোয়াকীম ও আন্নার পর্ব।

পোপ মহোদয়ের নির্দেশ অনুসারে আজ রবিবার পালিত হচ্ছে সকল পিতা ও মাতা মহ এবং জ্যেষ্ঠ/প্রবীণদের দিবস।

পরিবারে দাদা-দাদী, নানা-নানী ও জ্যেষ্ঠদের উপস্থিতি ও অবস্থান শিশু কিশোর ও যুবাদের জন্য বড়ো আশীর্বাদ।

পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও পিতামাতাদের জন্য ঐ সকল ব্যক্তিরা তাদের সহকর্মী ও অত্যন্ত সহায়ক। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং ভালবাসা ও যত্ন সন্তানের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করে।

এই কথা স্মরণ করে আজ আমরা বিনম্র চিত্তে তাদের অবদান স্বীকার করি এবং তাদেরকে ভালোবাসতে অঙ্গীকার করি।

আজ পোপ মহোদয় পিতামহ ও মাতামহ এবং জ্যেষ্ঠ ও প্রবীনদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যীশুর এই কথা: "আমি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছি"

স্বর্গদূতদের সহায়তায় ও আপন প্রিয়জনদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এই কথার সত্যতা অব্যাহত রাখেন। করোনা মহামারী কালে, যাদের কথা আজ স্মরণ করি, তারাই বেশি সংক্রমিত হচ্ছে এবং নানা অসুস্থতায় কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করছে। তাদের জন্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করি।

পরিবারে জ্যেষ্ঠ ও অল্প বয়সী সবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করি ও আশীর্বাদ দান করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

## ২১শে জুলাই, ২০২১ ঃ  ঈদের শুভেচ্ছা

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

ঈদুল আযহা উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা ও কামনা।

বিনম্র চিত্তে ও অনুতপ্ত অন্তরে সর্বশক্তিমানের কাছে অনুনয় করি আজকের দিনে আপনাদের কোরবান তার সম্মুখে প্রীতিকর হয়ে উঠুক।

আজকের এই আত্মত্যাগ আপনার পরিবারের জন্য এবং সকল দেশবাসীর জন্য নিয়ে আসুক অনেক মঙ্গল ও বর্তমান মহামারি থেকে মুক্তি।

খ্রিষ্টান সমাজের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই "ঈদ মোবারক"।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

## ১৩ই জুলাই, ২০২১ ঃ আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি

আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি- এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী, ১৩ জুলাই।

আর্চবিশপ মজেস ছিলেন আমাদের অন্তরের মানুষ; গত বছর অসুস্থতার সময়, তার সঙ্গে আমরা যুক্ত ছিলাম অবিরাম প্রার্থনায়।

করোনাভাইরাস মহামারীর সময় তার মৃত্যু ছিল অসুস্থ মানুষের সাথে একাত্মতার নিদর্শন। পালক হিসাবে জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে মৃত্যুবরণ করা স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য ছিল একটি মহা আশীর্বাদ।

সেই আশীর্বাদে আজ ধুয়ে যাক সকল বিষাদ ও বেদনা, অভাব ও শূণ্যতা।

অনন্ত জীবনে তাকে স্থান দাও, প্রভু।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

## ২০শে জুন, ২০২১ ঃ  বাবা দিবস

"বাবা দিবস" উপলক্ষে সকল বাবাকে জানাই অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ও প্রার্থনা।

সাধু যোসেফ বর্ষে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি, যেন তার মতো তোমাদের "পিতৃ-হৃদয়", হয়ে ওঠে: আপন সন্তানের পিতা, কোমল ও প্রেমময় পিতা, অনুগত, ধর্মনিষ্ঠ ও সৃজনশীল পিতা; সাহসী, কর্মী ও ছায়াদানকারী পিতার হৃদয়।

জীবনের সকল ঘটনায় আবিষ্কার কর পরম পিতার পরিকল্পনা।  সাধু যোসেফের কাছে প্রার্থনা ক'রে বল:

ধন্য যোসেফ, তুমি মুক্তিদাতার রক্ষক, তোমাকে প্রণাম; তুমি ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী, তোমার হাতে ঈশ্বর তার পুত্রকে ন্যস্ত করেছেন, তোমার ওপর মারীয়া তার আস্থা রেখেছেন; তোমারই সহায়তায় খ্রিষ্ট মানুষ হয়েছেন।

ধন্য যোসেফ, আমাদের কাছে তুমি পিতা রূপে নিজেকে প্রকাশ কর, বিশ্বাস জীবনের পথে তুমি আমাদের পরিচালনা কর।

আমাদের জন্য নিয়ে আস অনুগ্রহ, দয়া ও সৎসাহস, এবং সকল মন্দতা হতে তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## ১১শে জুন, ২০২১ ঃ "**ধন্যবাণী**" : "**ধন্য হওয়ার সিঁড়ি**"

এস.এম.আর.এ সিস্টারদের নির্জনধ্যান-সভা

বিষয়: "ধন্যবাণী" : "ধন্য হওয়ার সিঁড়ি"

এস.এম.আর.এ. সিস্টারদের ৬ দিনব্যাপী চারটি নির্জনধ্যান-সভা সবেমাত্র শেষ হলো।
নির্জন ধ্যানসভার তারিখ ও যোগদানকারীর সংখ্যা:

১ম: ১৩-১৯ এপ্রিল : ৪৭ জন সিস্টার
২য়: ২৯ এপ্রি- ৫ মে: ৪৭ জন সিস্টার
৩য়: ২৬ মে - ১ জুন: ৪৬ জন সিস্টার
৪র্থ: ৫-১১ জুন: ৪০ জন সিস্টার
সর্বমোট : ১৮০ জন সিস্টার

মথি লিখিত সুসমাচারের ৫:৩-১২ পদে লিখিত "ধন্যবাণী"গুলো হচ্ছে:
১। "অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা -- স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
২। দূঃখ-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা -- তারাই পাবে সান্ত্বনা।
৩। বিনয়ী কোমলপ্রাণ যারা, ধন্য তারা -- প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।
৪। ধার্মিকতার দাবি পূরণের জন্যে তৃষিত যারা, ধন্য তারা -- তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
৫। দয়ালু যারা ধন্য তারা, তাদেরই দয়া করা হবে।
৬। অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা -- তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।
৭। শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা -- তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।
৮। ধর্মনিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা -- স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

আর ধন্য তোমরা, আমার জন্যে লোকে যখন তোমাদের অপমান করে, নির্যাতন করে, যখন তোমাদের নামে তারা নানা মিথ্যা অপবাদ রটায়। তখন আনন্দ করো, উল্লাস করো তোমরা, কারণ স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে এক মহা পুরস্কার। তোমাদের আগেকার প্রবক্তারাও ঠিক একই ভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। ”

ধন্যবাণীর সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে স্মরণ করেছি ধন্য যোসেফসহ অনেক সাধুসাধ্বীদের, আর নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের: পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও ঈশ্বর-সেবক টি.এ. গাঙ্গুলী, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও এবং মাদার মেরী আগ্নেশ, এসএমআরএ।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

## ১লা জুন, ২০২১ "পারিবারিক ভালবাসা-- পবিত্র হওয়ার আহ্বান ও পথ"

জুনমাসে পোপের প্রার্থনার উদ্দেশ্য

"ভালোবাসার আনন্দ" (Amoris Laetitiae) শিরোনামে, "পরিবারে ভালবাসা" সম্পর্কে ১৯ মার্চ ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র।

সর্বজনীন পত্রটির পঞ্চবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে, পরিবার দিবসে, পোপ ফ্রান্সিস ঘোষণা করেছেন "পরিবার বর্ষ" যা চলমান থাকবে ২৬ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

"পরিবার বর্ষ"-এর প্রতিপাদ্য বিষয় হল: "পারিবারিক ভালবাসা-- পবিত্র হওয়ার আহ্বান ও পথ"। বিবাহ ও পরিবার কেবলমাত্র সামাজিক প্রথা নয়, বরং একটি আহ্বান। এই আহ্বানের জন্য প্রয়োজন প্রস্তুতি।

পোপ মহোদয় বিশ্বমণ্ডলীর নিকট আহ্বান জানিয়েছেন যেন এই জুন মাসে, সেই সমস্ত যুবক-যুবতীদের জন্য প্রার্থনা করি যারা বিবাহ করতে চাচ্ছে ও তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে; তারা যেন ধৈর্য্য, উদারতা ও বিশ্বস্ততা সহকারে ভালোবাসায় দিনদিন বেড়ে উঠতে পারে।

পরিবারবর্ষে বিবাহের সৌন্দর্যজ্ঞান ও পারিবারিক জীবনের আনন্দ কামনায় ও আশীর্বাদদানে...

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## ১৭ মে, ২০২১ ঃ কভিড সংক্রমণের বৈশ্বিক মহামারি কালে বিশ্ব নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা

*(“ইউনাইডেট ফোরাম অব চার্চ, বাংলাদেশে” (ইএফসিবি) কর্তৃক আয়োজিত ১৭ই মে, ২০২১ খ্রি. ভার্চুয়াল প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে প্রদত্ত মূলবক্তব্যটি এখানে উপস্থাপন করা হল।)*

**ভূমিকা:**
পবিত্র শাস্ত্র থেকে ঈশ্বরের বাণী আমরা শুনলাম: প্রথমত আজকের প্রার্থনা-সভার মূলভাব শুনেছি দ্বিতীয় বংশাবলি ৭:১৪ পদ থেকে। আর দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠটি শুনেছি মার্ক রচিত সুসমাচার ৪:৩৫-৪১ পদ থেকে।

আজকের প্রার্থনার মূলভাব: বিশ্ব নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা। এই বিষয়ে বাণী প্রচার করতে গিয়ে আমি: **প্রথমেই** এই দুটো পাঠের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে দুটো কথা বলব। **দ্বিতীয়ত:** ঐশবাণীর প্রসঙ্গে বর্তমান বৈশ্বিক মহামারির অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। **তৃতীয়ত:** বর্তমান অবস্থার উপর যীশুর বাণীর আলোকে ধ্যান উপস্থাপন করব। **পরিশেষে:** ধ্যানের আলোকে বিশ্বের জন্য নিরাময় প্রার্থনা নিবেদন এবং একটি সামসঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস নিবেদন করব।

### ক) বংশাবলি দ্বিতীয় গ্রন্থ: ৭:১৩-১৪: রাজা শলোমনের প্রার্থনা ও ঈশ্বরের উত্তর

“সদাপ্রভু রাত্রিতে (অন্ধকারে) শলোমনকে দর্শন দিয়া কহিলেন, “আমি তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছি... আমি যদি আকাশ রুদ্ধ করি, আর বৃষ্টি না হয়, কিংবা দেশ বিনস্ট করিতে পঙ্গপালদিগকে আজ্ঞা করি, অথবা আপন প্রজাদের মধ্যে মহামারি প্রেরণ করি” (১৩), তখন “আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব” (১৪)।

এই পদে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে: কেন রাতের অন্ধকারে ঈশ্বর কথা বলছেন? এই রাতের অন্ধকার কী? এই অন্ধকার কে সৃষ্টি করেছে? উত্তরে, মানুষেরই পাপ এই অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। মানুষই দায়ী। অপরদিকে ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি তার আপন জাতিকে শাস্তি দেন না, তাদেরকে দণ্ডিত করেন না। ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে আমাদের আজকের প্রার্থনার মূলবাণীতে যা উল্লেখ করা হয়েছে ১৪ পদে।

### খ) মার্ক ৪:৩৫-৪১

মার্ক লিখিত সুসমাচারের যে অংশটা আমরা শুনলাম সেটি শুরু হয় এই কথা দিয়ে: “সন্ধ্যা যখন নেমে আসল” (৩৫); অর্থাৎ যখন অন্ধকার নেমে আসল তখন যীশু শিষ্যদের বললেন, “চল, আমরা ওপারে যাই”। বিগত চৌদ্দ মাস ধরে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, বিশ্বে অন্ধকার নেমে এসেছে। প্রথম দিকে সন্ধ্যা, অন্ধকার, নিস্তবতা, আতঙ্ক যেভাবে অনুভূত হয়েছিল, ঠিক ততো প্রবল ভাবে এখন হয়তো

উপলব্ধি হয় না। তথাপি সেই অন্ধকারের ব্যাপকতা, গভীরতা ও ভয়াবহতা আরও বেশী, যদিও বাস্তবতা অস্বীকার করার খুবই তোরজার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে।

অন্ধকারের ব্যাপকতা ও গভীরতা শুধু কভিড সংক্রমণের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং সেই অন্ধকার প্রকাশ পাচ্ছে নানা ভাবে, যেমন: প্রতিনিয়ত ঘটছে প্রকৃতি ও পরিবেশের বিপর্যয়, জলবায়ুর পরিবর্তন, জীববৈচিত্রের অবলুপ্তি, জল-বায়ু-শব্দ-মাটির অত্যাধিক দূষণ, পানি ও খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তাহীনতা, ফেলে-দেওয়ার কৃষ্টি, বর্জ দ্বারা আবর্জনার স্তুপ সৃষ্টি; জিনিসপত্রের অপব্যবহার ও অপচয়; বিশ্বব্যাপী রয়েছে অসমতা: ধনী এবং গরিব দেশ ও শ্রেণীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান, শহর ও গ্রামের মধ্যে অসমতা, জাতিগোষ্ঠির মধ্যে বৈষম্য, অসম বন্টন, অসম স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা; তথ্যের বিভ্রান্তি, মাত্রারিক্ত ভোগবিলাস আবার চরম দারিদ্র; প্রকৃতিজাত, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব; রোগ-পীড়া, মহামারির প্রাদুর্ভাব ও তার পার্শপ্রতিক্রিয়া; পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী জাতির বিলোপন; অভিবাসন, বাস্তুহারা ও স্মরণার্থীদের সংখ্যাধিক্য, ইত্যাদি।

করোনার মহামারির ফলে আরও দেখা যায়: কর্মসংস্থানের সংকট, দীন-দরিদ্র মানুষের দূরাবস্থা; শিক্ষা-ব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতি ও তার সুদূরপ্রসারী ক্ষতি সাধন; ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ব্যবসা, ভ্যাকসিন নিয়ে কুটনীতি, রাজনীতি ও বানিজ্য; কভিড-এর বিভিন্ন ধরন ও আক্রমণ এখনও সচল, সরকারের বিধিনিষেধের প্রতি জনগণের অসতেনতা; স্বাস্থ্যবিধি মান্য না করা; আবার ইদানিং দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ, ইত্যাদি।

কভিড মহামারিতে উদ্ভূত অবস্থা, রোমীয়দের নিকট সাধু পলের কথা দিয়ে বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে পারি: "বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছে, ঈশ্বর কবে তাঁর সন্তানদের সেই মহিমার অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন। –– বিশ্বসৃষ্টিকে ব্যর্থতার বন্ধনে বেঁধে রাখা হয়েছে –– তবুও বিশ্বসৃষ্টির এই আশা রয়েছে যে, সেও একদিন অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে –– সমস্ত সৃষ্টি আজও পর্যন্ত যেন প্রসব-বেদনায় গুমরে মরছে।" (রোমীয় ৮:১৮-২৩)।

মার্ক লিখিত সুসমাচার থেকে যে বাণীটি পাঠ করা হল, সেই আলোকে বলা যেতে পারে যে, শিষ্যদের মতো গোটা বিশ্ব অনেকটা ভীত ও সন্ত্রস্ত; অপ্রত্যাশিত ভাবে বিশ্ব ভয়াবহ ঝড়োবাতাসে পড়ে গেছে। গোটা বিশ্ব ও আমরা সবাই একই নৌকোতে আছি; আমরা দুর্বল ও দিশেহারা; আবার আমাদের সবাইকেই ভাবতে হয় যে, পরস্পরের প্রতি সংবেদনশী হয়ে, একসঙ্গেই সবাইকে বৈঠা বাইতে হবে, ভাঙ্গা তরী নিয়ে অকুল দরিয়া পাড়ি দিতে হবে।

শিষ্যেরা সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বলছে: "গুরু, আমরা মরতে বসেছি"। আমরা একা নই। কোন কিছু করতে হলে আমাদের একসঙ্গে করতে হবে।

সুসমাচারের গল্পের মধ্যে আমাদের নিজেদেরকে চিনতে তেমন অসুবিধা হয় না। তবে যীশুর আচরণ বুঝা খুবই কঠিন। যীশুও শিষ্যদের সাথে একই নৌকাতে আছেন। শিষ্যেরা কতো উদ্বিগ্ন ও ভয়শঙ্কিত, অথচ যীশু কী করছেন? ঘুমোচ্ছেন! মঙ্গলসমাচারের মধ্যে শুধু এখানেই আমরা দেখছি, যীশু ঘুমোচ্ছেন। যীশু তাঁর পিতার ওপর আস্থা রেখে ঘুমোচ্ছেন। ঘুম থেকে উঠেই যীশু ঝড়-বাতাস থামালেন। আর তখনই যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন: "তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাদের কি বিশ্বাস নেই?"

মঙ্গলসমাচারের এই ঘটনার গভীরতা নিয়ে আমাদেরকে ধ্যান করতে হয়:

একদিকে দেখি স্বর্গস্থ পিতার প্রতি যীশুর আস্থা; অন্যদিকে শিষ্যদের মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি। কিন্তু শিষ্যেরা তো যীশুকে বিশ্বাস করছে; যখন মরতে বসেছে তখনই তো তারা যীশুর কাছে প্রার্থনা করল। কিন্তু তাদের প্রার্থনা কোন ধরনের ছিল? "আমরা মরতে বসেছি, এতে আপনার কি কোন চিন্তা নেই?" শিষ্যেরা মনে করছে যে, যীশু তাদের কথা ভাবছেন না, তাদের রক্ষা করছেন না, তাদের কান্না শুনছেন না।

এই করোনা মহামারির সময় কতো মানুষের আর্তনাদ: "তুমি আমার কথা ভাবছ না কেন?" খুবই হৃদয়-বিদারক এই উক্তি। যীশু শুনলে তার হৃদয়ও গলে যেত। যীশু তো শিষ্যদের প্রার্থনা শুনলেন, আর তৎক্ষণাৎ ঝড় থামিয়ে দিলেন। বিশ্বে করোনা ভাইরাসের ঝড় ও তাণ্ডব উদঘাটন করে দিচ্ছে মানুষের যতো মিথ্যা নিরাপত্তা, চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা, জীবনের অভ্যাস ও অগ্রাধিকার। উন্মুক্ত করে দিচ্ছে মানুষের সকল মিথ্যা, ঝুঁকিপূর্ণ ও তথাকথিত "সুরক্ষা"। বিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধ করার আন্টিবডি মানুষের মধ্যে যেন নেই। আর সেই আন্টিবডি হচ্ছে: "আমরা সকলে ভাই বোন", আমরা সবাই একটি পরিবারের সদস্য।

এই আন্টিবডি সৃষ্টির জন্য, আমার মনে হয়, বিশ্বকে এক ধরনের ভ্যাকসিন নিতে হবে। ভ্যাকসিনের দু'টি ডোজ একই সঙ্গে নিতে হবে: প্রথমটি হচ্ছে **বিশ্বাসবোধ** আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে **মানবতাবোধ**। বিশ্বাসবোধ হচ্ছে সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, যিনি এক, সবার ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, যিনি দয়াময়, জীবনময়, শান্তিময় ও প্রেমময় ঈশ্বর। আর মানবতাবোধ হচ্ছে: আমরা সকলে ভাইবোন, থাকবে আমাদের মানব-ভ্রাতৃত্ব; জীবন রক্ষা – ধ্বংস নয়; শান্তি – যুদ্ধ নয়; ভালবাসা – ঘৃণা নয়।

যীশুর প্রশ্ন: "তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাদের কি বিশ্বাস নেই?"

প্রভু যীশু, তোমার এই কথা আমাদেরকে স্পর্শ করছে, নিজেদের দিকে তাকাতে আমাদের সবাইকে সাহায্য করছে।

এই জগত, যা তুমি আমাদের চাইতে বেশী ভালবাস, সেই জগতকে তছনছ করে আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি, একাজে আমরা দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছি; ভাবছি, আমরা খুবই ক্ষমতাবান, যা-ইচ্ছে আমরা তাই করতে পারি।

মুনাফা লাভের লিপ্সার কারণে বিশ্বে আমরা বারবার অনেক কিছুতে ধরা খাচ্ছি এবং তাৎক্ষণিক ভোগবিলাসে মত্ত আছি।

প্রভু যীশু, তোমার তিরস্কারধ্বনি বারংবার শুনেও আমরা একটু থামিনি, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও সকল অন্যায় দেখেও আমাদের হৃদয় কম্পিত হয় নি; দীন-মানুষ ও অসুস্থ পৃথিবীর আর্তনাদ আমাদের কানে এখনো পৌছায়নি।

বিবেচনা না করে পথ চলেছি, ভেবেছি সুস্থ থাকব আমরা এই অসুস্থ পৃথিবীতে।

আর এখন সমুদ্রের ঝড়ে পড়ে চিৎকার করে আবেদন জানাচ্ছি: "জেগে ওঠ প্রভু, আমরা যে মরতে বসেছি"।

প্রভু, তুমি আমাদেরকে ডাকছো, বিশ্বাসে জাগ্রত হতে ডাকছো। তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য নয়; বরং তুমি ডাকছো তোমার কাছে আসতে, তোমার ওপর আস্থা নিবেদন করতে।

মহামারির ফলে মানুষ যখন বিপর্যস্ত ও বন্ধী অবস্থায় জীবন যাপন করছে, তখন মানুষ তার মানবিক জীবনের মূলে ও বিশ্বাসের গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে; করোনা দুর্যোগের সময় ঈশ্বরের করুণার উপর, তাঁর দয়া ও ভালবাসার ওপর মানুষ ভরসা করতে শিখছে। অনেক ধর্মনিষ্ঠ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঘরে যীশু আবার যেন স্থান ফিরে পাচ্ছে। অনেক ঘর যেন হয়ে উঠছে: ঐশ-উপাসনালয়, খ্রিষ্ট-সাধনালয় ও মানব-সেবালয়।

আমাদের মাঝে কতো মানুষ যাত্রাসঙ্গী হয়ে আছে যারা, যদিও ভীতু, তথাপি নিজের জীবন অন্যের জন্য দান করছে: স্মরণ করি ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মৃতসৎকার কাজে, শ্বশানে ও দাফনকারি কর্মীবৃন্দ; পরিবহনকর্মী, দোকানদারী, নিয়ম-শৃঙ্খলাবাহিনী, প্রশাসনকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদল, ধর্মীয় সেবক-সেবিকাবৃন্দ, আরও কতো অজানা মানুষ, যারা নীরবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করে যাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি নেতৃবৃন্দ যারা, সামাগ্রিকভাবে জীবন-রক্ষা ও জীবিকা-নির্বাহে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তাদেরকে ঈশ্বরের হাতে রাখি আমাদের প্রার্থনায়।

শত দুঃখকষ্ট ও সীমাবদ্ধতার মাঝে যারা খাঁটি উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করছেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের জন্য আমরা উপলব্ধি করি যীশুর সেই উচ্চারিত যাজকীয় প্রার্থনা: "তারা যেন এক হয়"।

প্রত্যহ কতো মানুষ, ধৈর্য সহকারে, আতঙ্কের বীজ বপন না ক'রে সহ-দায়িত্বশীল হয়ে মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চার করে যাচ্ছে। কতো বাবা-মা ও শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে যাচ্ছে যেন তারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে এবং প্রার্থনায় তারা উর্ধপানে তাকাতে পারে। কতো মানুষ অন্যের জন্য প্রার্থনা করছে, সবার জন্য আবেদন জানাচ্ছে। প্রার্থনা ও বিনম্র সেবাই হচ্ছে বর্তমান মহামারির ওপর বিজয়লাভের কার্যকরী অস্ত্র।

বিশ্বাস তখনই শুরু হয় যখন অনুভব করি যে, আমাদের উদ্ধার ও পরিত্রাণ প্রয়োজন। আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই, আমরা ডুবে যাই, ধ্রুবতারার মতো প্রভুর দিকে তাকিয়ে ও এবং তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করে পথ চলা যে একান্ত প্রয়োজন। এসো আমাদের জীবন-নৌকায় চড়তে প্রভু যীশুকে আহ্বান করি। আমাদের সকল ভয়-ভীতি তার হাতে সমর্পণ করি, যেন তিনিই জয় করতে পারেন। শিষ্যদের মতো আমরাও যেন উপলব্ধি করি যে, যীশুকে নৌকোতে স্থান দিলে, আমাদের নৌকোডুবি হবে না।

ঈশ্বরের বড়ো শক্তি হল, জীবনের সকল মন্দতা থেকে তিনি আমাদেরকে ভালোর দিকে নিয়ে যান। ঝড়-বাতাসের তরঙ্গ-সঙ্কুল অবস্থায় তিনি নিয়ে আসেন প্রশান্তি, কেননা ঈশ্বরের কাছে জীবনের কখনো মৃত্যু হয় না।

### গ) প্রার্থনা ও সামসঙ্গীত ৯১:

সাধু পলের নির্দেশনা স্মরণ করি: "প্রার্থনা কর, অনবরত প্রার্থনা কর"। প্রার্থনায় ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ সাধিত হয়। করোনা ভাইরাসের দুর্যোগে অসংখ্য অলৌকিক কাজ আমরা দেখেছি। প্রার্থনা শক্তিশালী ও কার্যকর। প্রার্থনা সরাসরি ঈশ্বরের হৃদয় স্পর্শ করে। তাই তিনি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। এসো ভাইবোনেরা, বিশ্বাস ভরে আমরা প্রার্থনা করি। মনে রাখি যে, মানুষের দুরাবস্থা বা বিশ্বের মন্দতা যতো উপলব্ধি হয়, ততোই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার জন্য আমরা আরও প্রার্থনা করতে পারি, তাঁর করুণা ও দয়া যাচনা করতে পারি।

প্রভুর নির্দেশ: "ভয় করো না", "তোমাদের বিশ্বাস আছে না?"; এই নির্দেশের প্রতি ভরসা করে সামসঙ্গীত ৯১ থেকে কয়েকটি পংক্তি পাঠ করে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা নিবেদন করি:
বল তুমি, বলে প্রভুকে, আশ্রয় আমার তুমি, দুর্গই আমার: ঈশ্বর আমার তুমি, তোমাতেই রেখেছি ভরসা। (২)
ভয় করবে না তুমি, নিশীথ রাত্রির বিভিষীকা, কিংবা স্পষ্ট দিবালোকে দ্রুতগতি তীর। (৫)
ভয় করবে না তুমি মড়কের আনাগোনা গোপন আঁধারে, রোগের প্রলয়-লীলা খর দ্বিপ্রহরে। (৬)
তুমি তো প্রভুরই নিয়েছো আশ্রয়; পরাৎপরেরই তুমি নিয়েছ শরণ। (৯)
তোমাকে কখনো ছুতে পারবে না কোন অমঙ্গল; তোমার দুয়ার প্রান্তে আসবে না কোন দুর্বিপাক। (১০)
পরমেশ্বর বলছেন: সে আমায় আঁকড়ে ধরেছে ভক্তি-অনুরাগে; তাই তো সঙ্কট থেকে শেষে তাকে মুক্তি দেব আমি।
সে আমায় মনেপ্রাণে মেনেছে বলেই তাকে রক্ষা করব আমি। (১৪)
সে আমাকে ডাকলেই সাড়া দেব আমি; বিপদে দাঁড়াব তার পাশে; মুক্তি দেব তাকে, দেব তাকে মহান গৌরব। " (১৫)
পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার জয় হোক। আদিতে যেমন হইত, এখনও যেমন হইতেছে এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন

**সমাপনী আশীর্বাণী**

পিতা পরমেশ্বর, যিনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ও করুণাময় প্রভু, যিনি এক, যিনি সর্বসৃষ্টির অধিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষা কর্তা, যিনি সর্ববিধায়ক ও সকলের পিতা, যিনি জীবনময়, শান্তিময়, দয়াময় ও প্রেমময়, তিনি তাঁর পিতৃভালবাসায় সবাইকে প্রতিপালন করুন ও তোমাদের ও মানব-পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

পিতার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশুখ্রিষ্ট, যিনি মানবদেহ ধারণ করেছেন, যিনি ইম্মানুয়েল, যিনি ঐশরাজ্য ও তার রহস্য ঘোষণা করেছেন, যিনি প্রেম ও ক্ষমাশীল, যিনি আরোগ্য ও নিরাময়দাতা, যিনি মুক্তি ও পরিত্রাতা, যিনি জীবিত ও মহিমান্বিত প্রভু, তিনি তাঁর পরিত্রাণদায়ী শক্তি দ্বারা তোমাদের ও বিশ্বজগতকে আশীর্বাদ করুন।

পিতা ও পুত্রের দ্বারা প্রেরিত পবিত্র আত্মা, যিনি সহায়ক ও প্রাণদাতা, যিনি সকলকে প্রেমের বন্ধনে এক করে রাখেন, যিনি আত্মিক শক্তি, যার শক্তিতে আমরা ঈশ্বরকে পিতা ও যীশুকে প্রভু বলে ডাকতে পারি এবং একে অন্যেকে ভাই-বোন বলে গণ্য করতে পারি, যিনি সবকিছু নবীকৃত ও সঞ্জিবিত করেন, তিনি তোমাদের ও বিশ্বজগতকে আশীর্বাদ করুন।

পিতা পরশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মার একাত্মতা তোমাদের ও বিশ্বজগতের উপর বর্ষিত হয়ে নিত্য বিরাজ করুক। আমেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

## ১৬-২৪ মে, ২০২১ ঃ সৃষ্টির যত্ন

সাধু আমব্রোজ চতুর্থ শতাব্দীতে বলেছিলেন: মানুষ আমরা "প্রাণীজগতের স্বরূপ যদি না জানি, তাহলে আমরা নিজেদেরকে পূর্ণভাবে জানতে পারি না"।

আরও তিনটি শতাব্দীর আগে সাধু পল বলেছিলেন: "জগতের সৃষ্টিকাল থেকে তাঁর অদৃশ্য গুণাবলি – তাঁর সেই চিরস্থায়ী শক্তি ও তাঁর ঈশ্বরত্ব – সে তো মানুষের বুদ্ধিগোচর হয়েই আছে ঃ তাঁর সৃষ্ট সবকিছুর মধ্য দিয়েই তা উপলব্ধি করা যায়" (রোমীয় ১:২০)।

উপরের দুটো উক্তি অনুসারে আমরা সত্য করে সংক্ষেপে বলতে পারি যে, দৃশ্যমান সৃষ্টি ছাড়া আমরা না পারি নিজেকে জানতে, না পারি ঈশ্বরকে জানতে।

যীশু তাঁর স্বর্গীয় পিতার রাজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে গিয়ে জগত-প্রকৃতির বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করেছেনঃ ঈশ্বরের যত্ন বুঝাতে গিয়ে, আকাশের পাখি, মাঠের লিলিফুলের তুলনা দিয়েছেন (মথি ৬:২৬, ২৭); ঐশরাজ্যের রহস্য ব্যক্ত করার জন্য সর্ষে বীজের কথা উল্লেখ করেছেন (মার্ক ৪:৩১); পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের ধৈর্য বুঝাতে গিয়ে গম ও শ্যামাঘাসের তুলনা দিয়েছেন (মথি ১৩: ২৪-৩০, ৩৭-৪৩)।

যীশু নিজেকে দ্রাক্ষলতা হিসেবে অভিহিত করেছেন যেন শাখা-প্রশাখা রূপে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর সাথে কীরূপ সম্পর্ক রাখবে সে সম্বন্ধে বুঝাতে পারেন (যোহন ১৫:১-৮)। দীক্ষাগুরু যোহন যীশুকে মেষশাবক রূপে আখ্যায়িত করেছেন (যোহন ১:২৯,৩৬) এবং প্রচারকার্যের সূচনা থেকে ব্যক্ত করেছেন যীশু কিভাবে গলগাঁথায় মেষশাবকের মতো বলিকৃত হবেন জগতের পরিত্রাণের জন্য। জর্ডন নদীতে যীশুর দীক্ষাস্নানের সময় কপোতের আকারে পবিত্র আত্মা আগমন করলেন এবং যীশুর আগমনের উৎস ও কাজের বৈধতা তিনি প্রকাশ করা হল (মথি ৩:১৬)। শিষ্যদের প্রচারকার্যে প্রেরণ করার সময় যীশু শিক্ষা দিলেন যে, তাদেরকে হতে হবে পায়রার মতো সরল এবং সাপের মতো সাবধানী (মথি ১০:১৬)।

এই সমস্ত উপমা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটা জিনিষ স্পষ্ট যে, জগতের দৃশ্যমান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অদৃশ্যমান বাস্তবতা প্রকাশ করা হয়েছে যা মানুষের কাছে অতি সহজেই বোধগম্য ছিল।

টমাস বেরী নামে একজন পুরোহিত বলেছেন: "যদি বাহ্যিক সৃষ্টি-জগতের মাহাত্ম্যের অবলুপ্তি ঘটে, তাহলে মানুষের আবেগ, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পেয়ে নিঃশ্বেষ হয়ে যাবে। আকাশে ওড়া পাখি, বনজঙ্গল, পোকা-মাকড়ের শব্দ ও সৌন্দর্য, অবাধ জল-প্রবাহিকা, ফুল-ফলে ভরা ক্ষেতখামার, দিনের মেঘ ও রাতের তারকা, প্রভৃতি ব্যতিত, মানুষের জীবনটা মানবিকতার দৈন্যদশায় ভুগবে।"

উপরোক্ত চিন্তা ও ধ্যানগুলো প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আমাদের অনুরাগ ও যত্ন বৃদ্ধি করুক এবং আমাদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক হোক।

পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্বে আমাদের প্রার্থনা: প্রাণদাতা পবিত্র আত্মা, তুমি আমাদের সহায়ক হও যেন আমরা প্রাণের সেবা করতে পারি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি।

**আমাদের ধরিত্রীর জন্য প্রার্থনা**
হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
তোমার সৃষ্টি অপরূপ, তোমার সৃষ্টির জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করি।

আমাদের ওপর তোমার ভালবাসার শক্তি বর্ষণ করো
আমরা যেন সমস্তকিছুর প্রাণ ও সৌন্দর্য সংরক্ষণ করতে পারি।

তোমার শান্তিবারিতে সিক্ত কর
যাতে আমরা কারো ক্ষতি না করে
পরস্পরের সাথে ভাইবোন হিসেবে জীবনযাপন করতে পারি।

হে দরিদ্র জনগণের প্রভু ঈশ্বর
আমাদের জীবনযাত্রা নিরাময় কর
আমরা যেন জগতটাকে ভক্ষণ না করে বরং রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি।

আমরা যেন একে আবর্জনা ও ধ্বংসস্তুপে পরিণত না করি,
বরং আমরা যেন চারিদিকে সৌন্দর্য বিস্তার করতে পারি।

যাদের হাতে ক্ষমতা ও অর্থসম্পদ আছে তাদের হৃদয়মন আলোকিত কর,
তারা যেন উদসীনতার পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

তারা যেন গণমঙ্গলকে ভালবাসতে পারে,
দুর্বল-অসহায়দেও উন্নয়নকল্পে সহায়তা করতে পারে,
এবং আমাদের এই আবাসভূমি পৃথিবীটার যত্ন নিতে পারে।

দীনদরিদ্র মানুষ ও বিশ্বজগৎ আর্তনাদ করছে, তা তুমি শ্রবণ কর।
তোমার রাজ্য: ন্যায্যতা, শান্তি, ভালবাসা ও সৌন্দর্যের রাজ্যে
আগমনের জন্য আমাদেরকে তোমার বিশ্বস্ত কর্মী করে তোল।

তোমার প্রশংসা হোক। আমেন।

“লাউডাটো সি” বিশ্বজনীনপত্র থেকে পোপ ফ্রান্সিসের প্রার্থনার অংশবিশেষ, ২০১৫।

## ১৪ই মে, ২০২১ ঃ ঈদের শুভেচ্ছা

প্রিয় মুসলমান ভাইবোনেরা,
বড়ো কঠিন সময়ে, রমজানের সিয়াম, বড়ো কঠোর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেছেন।

সর্বশক্তিমান করুণাময়ের পবিত্র ইচ্ছা পালন করার সাধনা আপনারা করেছেন। এবারকার ঈদে এটাই আপনাদের সকল আনন্দের মূল অনুভূতি ও তৃপ্তি।

আপনাদের সকল না-পাওয়ার অতৃপ্তি ও পাওয়ার তৃপ্তির আনন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ঈদ মোবারক।

প্রার্থনা করি সবার সুস্হতা এবং করোনা থেকে আপনাদের এবং দেশের মুক্তি ও সুরক্ষা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## ২৫ এপ্রিল, ২০২১ ঃ "উত্তম মেষপালক" রবিবার ও সপ্তাহ

যীশু বলেন: "আমি উত্তম মেষপালক"। যীশু আমাদের দেখাশুনা ও পালন করেন।

যীশু তো আমাদেরকে তার নিজের করে নিয়েছেন দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে। আমরা তার দেহের অঙ্গ, পালন-দায়িত্বের অংশীদার। মেষপালক হিসেবে যীশু তার মণ্ডলীকে পালন করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

একদিকে আমরা তার পালনে আছি আবার পালন করার দায়িত্ব পেয়েছি। যীশুর সাথে আমরা সবাই পালক।

পরিবার-মণ্ডলীতে পিতামাতা তাদের সন্তানদের পালন করেন: ভালবাসা ও যত্ন দিয়ে, দেখাশুনা ও সুরক্ষা ক'রে, সঠিক শিক্ষা ও গঠন দিয়ে, সুন্দর মানুষ ও ঈশ্বর-সন্তান হিসেবে তাদেরকে পরিচালনা দিয়ে তারা পরিপালন করেন।

পরিবারের মধ্যে ও মণ্ডলীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা পালন করেন তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং তাদের জন্য উত্তম মেষপালকের নিকট আশীর্বাদ যাচনা করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## ১০ এপ্রিল, ২০২১ ঃ  ভেকসিনের ডোজ

বাংলাদেশের বর্তমান দুর্যোগ ও সংকটকালে যে-টিকা একান্ত প্রয়োজন তাহলো ঈশ্বর-বিশ্বাস ও মানবতাবোধের টিকা। এই দুটো ডোজ একসঙ্গেই নিতে হবে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস: যিনি এক, সবার ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, দয়াময়, জীবনময়, শান্তিময়, প্রেমময়...

মানবতাবোধ: আমরা সকলে ভাইবোন, মানব-ভ্রাতৃত্ব, মানবজীবন রক্ষা ধ্বংস নয়, শান্তি যুদ্ধ নয়, ভালবাসা ঘৃণা নয়।

সবার সাথে একাত্ম হয়ে, আগামী একটি মাসে, এটাই হোক আমাদের বাসনা, সাধনা ও সুস্থ্যতার প্রার্থনা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## ১লা এপ্রিল, ২০২১ ঃ মানবাধিকার রক্ষা

এপ্রিল মাসে পুণ্যপিতা পোপের প্রার্থনার উদ্দেশ্য : মানব-অধিকার রক্ষা

মানব-অধিকার রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন কর্তব্যনিষ্ঠা ও সৎসাহস। জরুরী অধিকারগুলি হচ্ছে : দারিদ্র বিমোচন, সমতা, কর্মসংস্থান, সামাজিক ও শ্রম-অধিকার।

মানবাধিকার সকল মানুষের জন্য সমান। পূর্ণ মানুষ রূপে বিকশিত হওয়ার অধিকার প্রত্যেকের। কোন রাষ্ট্র এই অধিকার লঙঘন করতে পারেনা।

আসুন তাদের জন্য প্রার্থনা করি, যারা স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী শাসক ও অসঙ্গত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তারা যেন তাদের আত্মযজ্ঞকে প্রচুর ফলদায়ী কাজ রূপে দেখতে পারে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## ১লা এপ্রিল, ২০২১ ঃ পুণ্য শুক্রবার – ধ্যানবাণী

ক্রুশ খ্রিষ্টানদের প্রধান চিহ্নক, যার মধ্যে আমাদের জীবনের অর্থ খুজে পাই।

ক্রুশ খ্রিষ্টীয় জীবনের মাইল ফলক, যা দেখে দেখে খ্রিষ্টপথে চলি;

ক্রুশ খ্রিষ্টীয় জীবনের কম্পাস, যা দেখে দেখে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলি;

ক্রুশ খ্রিষ্টীয় জীবনের আশা, যার প্রত্যাশায় নব জীবনপথে গমন ও বিচরণ করি;

অতএব যীশু আমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করছেন: "তুমি কি আমার পথে চলছো?"

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## ১৬ই মে, ২০২১ ঃ  স্বর্গারোহন পর্ব

যীশুর স্বর্গারোহন মহাপর্বের শুভেচ্ছা জানাই।

যিনি স্বর্গে আরোহন করেছেন, তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করেছিলেন।

তিনি মানবদেহ ধারন করে আমাদের মাঝে বাস করেছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন। স্বর্গস্হ পিতা তাকে মৃত্যু থেকে উত্থিত করে স্বর্গের মহিমায় মহিমান্বিত করলেন।

খ্রিষ্টদেহের সঙ্গে সংযুক্ত বলে আমরাও তার সাথে মহিমান্বিত হয়েছি। তাই আমরাও যীশুর মতো এ মর্তলোকে থেকে ঊর্ধ্বলোকের মানুষ রূপে জীবন যাপন করছি যেন একদিন স্বর্গে আরোহন করতে পারি।

আগামী রবিবার (২৩ মে) পবিত্র আত্মার আগমন পর্ব। "ভক্তিপুষ্প" পুস্তিকায় দেওয়া পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে নভেনা করে এসো আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

ইহলোকে পবিত্র আত্মায় জীবনযাপন করাই হচ্ছে আমাদের স্বর্গারোহিত জীবন।

প্রার্থনা ও আশীর্বাদান্তে

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## 26th March, 2021 : JUBILEE CELEBRATIONS OF BANGLADESH

Yes, today is the fiftieth anniversary of the Independence of Bangladesh. This day is preceded by one year of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Raham, the Father of the Nation.

The two jubilee celebrations are being climaxed with ten day national celebrations in Dhaka with the presence of five national leaders of the South Asian countries along with quite a few number of signing of MoUs on different issues highlighting the relationships and at the same time opening new horizons of the spirit of dialogue, encounter, cooperation, connectivity and cultural harmony in the region of South Asia.

More than two dozens of heads of the states, including His Holiness Pope Francis, have sent their greetings on videos appreciating unimaginable achievements in almost all sectors within such a short time for a new nation.

Holy Father Pope Francis remembering his visit at the end of 2017, highlighted the cultural and inter-religious harmony, spirit of encounter and dialogue among the diverse communities both ethnic and religious that exist in Bangladesh.
Holy Father appeals to the young people of the nation to work for the poor and involve themselves actively in building the young nation.

Finally the Holy Father ushered his blessings to all the people of the nation as a Spiritual Leader.
Today is the finale of the celebrations with the presence of Honourable Prime Minister of India, Norendra Modi at the location of the official reception in Dhaka. The presence of the Prime Minister of India, is the celebration of memories of the assistance given in the struggle for independence fifty years ago.

Together with the Archbishop of Dhaka, Most Rev. Bijoy N. Cruze, omi and the Auxiliary Bishop Shorot Francis Gomes, I will be present for the official reception and celebration that will take place this afternoon, a few hours from now.

In the midst of the joyous celebrations there is a note of sadness. For political reasons, not all the people could join in the common celebrations of the Golden Jubilee of Independence of the Golden Bengal – “Shonar Bangla”.

I feel the words of the Holy Father Pope Francis on the occasion gave a prophetic message to the nation to build a culture of encounter and dialogue as we launch our journey from now to the Platinum Jubilee of the Independence of Bangladesh.

On this day of Independence, let us commit ourselves to build a nation with social friendship in view of human fraternity manifested in justice, peace, solidarity, unity and happiness for the poor as envisioned by the Father of the Nation.

Cardinal Patrick D’Rozario, csc.

## ১৯শে মার্চ, ২০২১ ঃ  মণ্ডলীর পিতা সাধু যোসেফের পর্ব

সকলের প্রতি রইল সাধু যোসেফের পিতৃ- হৃদয়ের ভালবাসা।

আব্রাহাম আমাদের পিতা; যাকোব, মনোনীত ইস্রায়েল জাতির পিতা; যকোবের সন্তান যোসেফ, মারীয়ার স্বামী ও যীশুর পিতা; যোসেফ খ্রিষ্টমণ্ডলী, অর্থাৎ আমাদেরও পিতা।

ঈশ্বর পবিত্র। বাইবেলে সাধু যোসেফকে "পবিত্র", বা "ধর্মনিষ্ঠ", "ন্যায়নিষ্ঠ" বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঈশ্বর সাধু যোসেফকে তার নিজের পবিত্রতার অংশীদার করেছেন। তাই তিনি পবিত্র।

পিতার পবিত্র হৃদয় ও পিতৃ-হৃদয় দিয়ে, সাধু যোসেফ আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে অনুগত রেখে, সকল ঝুকির মধ্যে নির্দেশিত পথে চলতে, ভালবাসা ও যত্ন সহকারে রক্ষা ও পরিচালনা দান করেন।

অতএব আসুন, সাধু যোসেফের পিতৃৃ-হৃদয়ে অবস্হান ক'রে, তার প্রতিপালনে নিজেদেরকে সমর্পণ ক'রে বলি: তুুমি আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। আমেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের জাতির পিতাকে স্মরণ করি এবং সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাজাতির জন্য প্রার্থনা করি।
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## ১৭শে মার্চ, ২০২১ ঃ  সাধু প্যাট্রিকের পর্বদিন ও জাতির পিতার জন্মদিন।

“ ডাকবে কেমন ক'রে, যদিনা সে বিশ্বাস করে;
বিশ্বাস করবে কেমন ক'রে, যদিনা কেউ প্রচার করে;
প্রচার কে করবে যদিনা সে প্রেরিত হয়।
কতই না মধুর সেই মানুষটির পদধ্বনি, যে-মানুষ মঙ্গলবাণী বহন করে আনে।” (দ্রষ্টব্য রোমীয় ১০:১৪-১৫)

সত্য হল এই মঙ্গলবাণী।
আজকের দিনে এ আমার ধ্যান ও অনুভূতি –
আমার প্রতিপালক সাধু প্যাট্রিক ও জাতির পিতাকে ঘিরে।

ধন্য ও আশীর্বাদিত আমরা!

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

## ৮ই মার্চ, ২০২১ ঃ বিশ্ব নারী দিবস - ২০২১: নারী নেতৃত্ব

পোপ ফ্রান্সিস নারীদের উদ্দেশে গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ব মণ্ডলীতে প্রার্থনা করার আবেদন জানিয়েছিলেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনাদের নিকট একটি বাণী রেখেছিলাম।

বিশ্ব নারী দিবসে বাণীটি পুনঃ উল্লেখ করছি:

নারীরা কতভাবে নির্যাতিত হচ্ছে; ঘরে বাইরে সমাজে কত সহিংসতার শিকার হচ্ছে; মানবব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। পুরুষের মতো নারীরাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট।

পোপ মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আসুন আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে নির্যাতিত নারীদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি এবং তাদের কল্যানে কর্তব্যনিষ্ঠ হই।

আজ বিশ্ব নারী দিবসে এই কথা বলতে চাই যে, নারী ছাড়া মণ্ডলী নেই। মণ্ডলীর ভিত্তি হচ্ছে পরিবার যাকে আমরা গৃহমণ্ডলী বলি। গৃহমণ্ডলীতে নারীদের মধ্যে আছে কেউ কেউ দিদি, নানী, মাতা, স্ত্রী, কন্যা বা বোন। পুরুষদের সঙ্গে একাত্মতা ও সহযোগে গৃহমণ্ডলীকে গড়ে তোলা তাদের প্রথম দায়িত্ব।

বৃহত্তর মণ্ডলীতে অর্থাৎ গ্রাম/শহরের ক্ষুদ্র সমাজে, খ্রিষ্টান সংস্থা-সংগঠনে, ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশ মণ্ডলীতে, নারীদেরকে আরও অধিক সম্পৃক্ত ও দায়িত্ব অর্পণ করা মণ্ডলীর ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষার অপরিহার্য দাবি। আসুন এ ব্যাপারে আমরা, পুরুষ ও নারী উভয়ে, আরও সচেতন হই এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

এ ব্যাপারে আমাদের সর্বোত্তম প্রেরণা হচ্ছে বাইবেলের কথা: "ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করে আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন"।

করোনাভাইরাস কালে কত নারী ঘরে শত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন, সংক্রামিত রোগীদের স্বাস্থসেবা দান করে বাঁচিয়ে তুলেছেন, আবার অনেকে জীবনও দিয়েছেন। আজকের দিনে তাদেরকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই ও তাদের জন্য প্রার্থনা করি।

জাতির পিতার বর্ষে ও দেশের সুবর্ণ জয়ন্তীতে ৭ই মার্চের প্রেরণা উদ্‌বুদ্ধ করুক আমাদেরকে দেশের সুনাগরিত্বে।

প্রার্থনা ও আশীর্বাদান্তে,

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও

# ৫-৮ই মার্চ, ২০২১ ঃ

## পোপ ফ্রান্সিস ঃ ইরাক সফর ঃ  শান্তির তীর্থযাত্রা

(মার্চ ৫-৮, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ)

**পোপ ফ্রান্সিসের সফরের উদ্দেশ্য**

বিগত মার্চ ৫-৮, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস ইরাক সফরে যান। অনেকদিনের প্রতীক্ষিত এই সফর। পোপ ফ্রান্সিসের জন্য এ সফরটি ছিল "শান্তির তীর্থযাত্রা"। উদ্দেশ্য ছিল **শান্তিঃ** ভালবাসা, ক্ষমা, একাত্মতা, সমবেদনা, সংহতি, ভ্রাতৃত্ব, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পুনর্মিলন ও শান্তি। সফরটি পথযাত্রা ছিল **তীর্থযাত্রা ঃ** আধ্যাত্মিক, প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ, মিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা, প্রাচীন সভ্যতার স্পর্শ, বাইবেলের পবিত্র ভূমি, ব্যক্তি, ঘটনার সাথে একাত্মতা, বহুধর্মের মানুষের সাথে, ভাল-মন্দ সকল মানুষের সাথে ঐক্য, মিলন ও ভ্রাতৃত্ব।

### ॥ ক ॥  ইরাকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইরাক হচ্ছে প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০)। এখানে গড়ে উঠেছে বিশ্বের প্রাচীন হস্তলিপি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, বিধানশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র। সেই জন্য ইরাক সাধারণতঃ প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি বলে অভিহিত। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যভাগে, মেসোপটামিয়া নামে পরিচিত অঞ্চলে, গড়ে ওঠেছে সুমেরীয়, বাবিলনয়ী এবং আশেরীয়দের প্রাচীন সাম্রাজ্য। তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্য, অনেক সংগ্রামের পরে বাগদাদকে এবং পারস্য অধিকার থেকে মেসোপটামিয়াকে ১৬৩০ খ্রি. দখল করে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইরাক বিট্রিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইরাক রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাদ্দাম হোসেন ১৯৬৮ থেকে ২০০৩ খ্রি. রাজত্ব করেন যে-সময়ে ইরান-ইরাক ও গাল্ফ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ২০০৩ খ্রি. যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী কর্তৃক ইরাক দখল করা হয়। পরবর্তীতে অনেক বছর গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ইরাক দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: ইরাক সরকার কর্তৃক পরিচালিত দক্ষিন ও কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল যা কুর্দিস্তান আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক এবং ইসলামিক রাষ্ট্র ইরাক  এবং লেভান্ত (অর্থাৎ আই.এস.আই.এস) কর্তৃক পরিচালিত হয়। আই.এস ২০১৭ খ্রি. ইরাক থেকে বিতাড়িত হয় যদিও দুর্বৃত্ত হিসেবে কিছু কার্যক্রম এখনও অব্যাহত আছে।

### ॥ খ ॥  ইরাক বাইবেলের ঘটনাবহুল দেশ

প্রথমবারের মতো একজন পোপ, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এ বছর (২০২১ খ্রি) মার্চ ৫-৮ তারিখে ইরাকে এক ঐতিহাসিক সফর করে আসলেন। এই সফরটি তাঁর জন্য ছিল তীর্থযাত্রা স্বরূপ। বহুমাত্রিক ছিল ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রাটি। এই তীর্থযাত্রা নিয়ে বিভিন্ন ভাবে আলোকপাত করা হবে। তবে এই অংশে তীর্থযাত্রার একটি দিক তুলে ধরছি। সহস্র সহস্য বছর ধরে ইরাকের এলাকায় মানব সভ্যতার অনেক ঘটনা এবং বিশেষভাবে বাইবেলের অনেক ঘটনা সম্পন্ন হয়। বাইবেলের সেই ঘটনা, স্থান, ব্যক্তি, বাণীগুলি পবিত্র বলে আমরা যারা বিশ্বাসী আমাদের জন্য স্বীকৃত হয়ে আছে। এই দিক থেকে, কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান, একজন পোপের তীর্থ আমাদের কাছে বাইবেলীয় ঘটনা আরও পরিচিত ও স্মরণীয় করে তুলেছে। নিম্নে বাইবেলের যে সমস্ত ঘটনা পুরনো ইরাকে ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা বাইবেলের নির্দেশিকাসহ তুলে ধরছি।

ইরাকেই স্থান পেয়েছে নিম্নোক্ত বাইবেলে উল্লেকিত ঘটনাবলি ঃ এদেন উদ্যান – আদিপুস্তক ২:১০;  আদম ও হবার সৃষ্টি – আদিপুস্তক ২:৭-৮;  পুরুষ ও নারীর নিকট শয়তানের (সাপ) প্রলোভন – আদি ৩:১-৬; সভ্যতার আদিভূমি, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী এলাকা মেসোপটামিয়া;  নোয়ার নৌকা – আদি ৭:৫;  বাবিলনে বাবেলের মিনার তৈরী – আদি ১১:৮-৯; ১১-১৪;  বাবেল মিনার ঘিরে ভাষার বিভ্রান্তি – আদি ১১:৫-১১;  উর্ নগরীতে আব্রাহামের আবির্ভাব – আদি ১১:৩১;  ইসাহাকের স্ত্রী রেবেকা – আদি ২৪:৩-4, ১০; যাকোব ও রাখেলের সাক্ষাৎ – আদি ২৯:১০; যাকোব ২০ বছর ইরাকে অবস্থান করেছেন – আদি ২৭:৪২-৪৫;  আসিরিয়ার দখলে ইস্রায়েলের দশটি জাতিগোষ্ঠী – যোশুয়া ২২:১৪;  রাণী এস্থার গ্রন্থের ঘটনাবলি – এস্থার গ্রন্থ;  প্রবক্তা এজেকিয়েলের প্রচার – এজেকিয়েল গ্রন্থ;  প্রথম বিশ্ব সাম্রাজ্য ইরাক – দানিয়েল ১:১-২; ২:৩৬-৩৮; শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদনেগো এই তিন হিব্রু সন্তানের শহীদ মৃত্যু – দানিয়েল ৩:২১;  বাবিলন রাজা কর্তৃক "প্রাচীরের গায়ে লেখা" দর্শন – দানিয়েল ৫:৫; সিংহের মাঝে দানিয়েল – দানিয়েল ৬:১৬; প্রবক্তা আমোসের প্রচার – আমোস গ্রন্থ;  ইরাকের ইতিহাসে নবজাগরণ (মাছের পেটে যোনা) – যোনা ৩;  নিনিভে যোনার প্রচার – যোনা গ্রন্থ;  বাবিলন নগরীর ধ্বংস সম্বন্ধে নাহুমের ভবিষ্যদ্বাণী – নাহুম গ্রন্থ;  ইরাকের বাবিলন জেরুসালেমকে ধ্বংস করে – এজরা ৫:১২; বাবিলন রাজা নেবুকাদনেজার ইস্রায়েলদেরকে ইরাকে নির্বাসনে নিয়ে যান – এজরা ৫:১২;  ইরাক থেকে নবজাত যীশুকে দেখতে তিন

পণ্ডিতের আগমন – মথি ২:১; ইরাকে পিতরের প্রচার – ১ পিতর ৫:১৩; ইরাকের একটি নগরীতে প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বর্ণিত "মানুষের সাম্রাজ্য" বাবিলনের উল্লেখ – প্রত্যাদেশ ১৭ এবং ১৮; ইরাকেই ইস্রায়েলদের সবচাইতে বেশি ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বানী স্থান পেয়েছে।

## ॥ গ ॥ তীর্থের বিশিষ্ট স্থান, ব্যক্তি ও জনগণসমূহ

### (১) সিরিয়ান-কাথলিক সায়েদাট-নাজাত কাথিড্রালে পোপের প্রার্থনা (৫ই মার্চ, ২০২১)

ঐতিহাসিক সফরের প্রথম দিনে পোপ ফ্রান্সিস সিরিয়ান-কাথলিক সায়েদাট-নাজাত কাথিড্রালে প্রার্থনা করেন। এখানে তিনি স্মরণ করেন যে, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, খ্রিষ্টযাগ চলাকালে আই.এস গির্জাটি আক্রমণ করে। দুজন পুরোহিত সহ ৪৮জন কাথলিককে হত্যা করা হয়। শহীদদের ছবির নিচে বসে পোপ মহোদয় ইরাকী কাথলিকদের নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন যে, "নিরাশার ভাইরাস" যেন তোমাদের মধ্যে সংক্রামিত না হয়। নির্যাতনের সময় তারা যেন তাদের "প্রাচীন ও ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের শেকড় থেকে এবং এই মাটিতে মণ্ডলীর নিরবিচ্ছিন্ন উপস্থিতির বিশ্বাস দ্বারা সংক্রামিত হয়ে বাস করে।"

পোপ মহোদয় গভীর সমবেদনা নিয়ে উপলব্ধি করছেন যে, "ইরাকী ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতিদিনের দুর্যোগ তাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা"। তিনি পরামর্শ দেন যেন বিভিন্ন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য থাকে এবং "আত্ম-কেন্দ্রীকতা ও প্রতিযোগিতা" সর্বদা পরিত্যাগ করে।

### (২) আব্রাহামের পদচিহ্নে পোপের পদচারণা (৬ই মার্চ, ২০২১)

আমরা ভাবি যে, খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে যে বাধা আছে তা কোন দিনও জয় করা যাবে না। কিন্তু পোপ ফ্রান্সিস ইরাকে সফর করে ভিন্নতর একটা সুযোগ উন্মুক্ত করলেন।

পোপ ষষ্ঠ পল ও পোপ দ্বিতীয় জন পল, আজ তারা দু'জনেই সাধু, তারা বাসনা করেছিলেন এমন কি ২০০০ মহান জুবিলীতে সেখানে যেতে না পেরে দ্বিতীয় জন পল নিজে কেঁদেছিলেন, আজ সেখানেই পোপ ফ্রান্সিস, উর্ নামক মুক্ত প্রান্তরে তীর্থযাত্রী রূপে পদার্পণ করলেন। " মুসলিম, ইহুদী ও খ্রিষ্টান পরিবারের পিতা আব্রাহামের পদচিহ্নে" পোপ ফ্রান্সিস পদচারণা করলেন। ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে কোন শত্রু নেই।

সেখান থেকে পোপ ফ্রান্সিস বললেন: "পিতা আব্রাহাম, সকল হতাশার মধ্যে আশা রেখেছিলেন, আর তিনি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন।"

### (৩) উর্ সমতল প্রান্তরে পোপের আন্তঃধর্মীয় সমাবেশ, ৬ই মার্চ

শনিবার ৬ই মার্চ, পোপ মহোদয় উর্ নামক সমতল প্রান্তরে সমবেত হলেন। উর্ প্রান্তরেই ছিল পিতা আব্রাহামের বাড়ী। পোপ বললেন: "এখানেই আমাদের পিতা বাস করতেন, আমরা যেন পিতার বাড়ীতে ফিরে এসেছি"। শুধু পোপের বাড়ী নয়, সফর-সঙ্গী হয়ে খ্রিষ্টান ও মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মের নেতৃবৃন্দদের প্রতিনিধি যারা ছিলেন তাদেরও এই বাড়ী। মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতার সুত্রপাত এখান থেকেই।

"আমরা যদি ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করতে চাই, তাহলে স্বর্গের দিকে আমাদের তাকাতে হবে। আমরা যারা আব্রাহামের বংশধর এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে এসেছি, আমরা যেন বুঝতে পারি যে, আমাদের একটা ভূমিকা আছে: আমাদের ভাইবোনদেরকে সাহায্য করা, যেন তারা দৃষ্টি উত্তোলন করতে পারে এবং স্বর্গের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করতে পারেন", পোপ মহোদয় বলেন।

পোপ আরও বলেন: "এখান থেকেই, যেখানে ধর্মবিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল, আমরা আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করি যে, ঈশ্বর দয়াময় এবং সবচাইতে ঘৃণ্য ঈশ্বর-নিন্দা হচ্ছে আমাদের ভাইবোনদের ঘৃণা করা ও তাঁর পবিত্র নামের অবমাননা করা"।

### (৪) গ্রাণ্ড ইমাম আয়াতুল্লাহ্ আলি আল-সিস্তানি-এর সঙ্গে পোপ ফ্রান্সিসের সাক্ষাৎ (নাজাফ, মার্চ ৬)

গ্রাণ্ড আয়াতুল্লাহ্ আলি আল-সিস্তানি, যিনি শিয়া মুসলমানদের সর্বপ্রধান ধর্মনেতা, তাঁর সঙ্গে পোপ ফ্রান্সিস সাক্ষাৎ করেন। যদিও তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল ৩০ মিনিটের জন্য, কিন্তু তাদের সংলাপ ৫০ মিনিট ধরে চলে। এই সাক্ষাৎটি ছিল ঐতিহাসিক ও নিদর্শন স্বরূপ, কেননা গ্রাণ্ড আয়াতুল্লা ছিলেন মুসলমান শিয়া সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান নেতা। পোপ ফ্রান্সিসের বয়স ৮৪ এবং আয়াতুল্লাহ্ সিসতানির বয়স ৯০ বছর। দুই প্রধান ধর্মনেতাদের মধ্যে এই সংলাপ বিশ্বের কাছে খুবই গুরত্বপূর্ণ।

তাঁদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল: মানবসমাজের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের (আল্লাহ্‌র) প্রতি বিশ্বাসের ভূমিকা, ঈশ্বরের (আল্লাহ্‌র) বার্তা, এবং প্রধান প্রধান নৈতিক মূল্যবোধ যা ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে সহায়তা করবে।

গ্রাণ্ড আয়াতুল্লাহ্, যিনি ইরাকের শিয়া সম্প্রদায়ের খুবই শ্রদ্ধাভাজন ও অনুকরণীয় ব্যক্তি, তিনি বিশেষ করে যে-বিষয়ে কথা বলেছেন তাহল: "অন্যায়, নিপীড়ন, দারিদ্র, ধর্মীয় ও যুক্তিবাদি নির্যাতন, মৌলিক স্বাধীনতার অবমাননা, সামাজিক ন্যায্যতার অভাব, বিশেষ করে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সহিংসাত্মক কর্মকাণ্ড এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা।" তিনি ইস্রায়েলের দখলাধীন প্যালেস্টাইন জনগণের অবস্থা উল্লেখ

করেন। গ্রাণ্ড আয়াতুল্লাহ্ দৃঢ়ভাবে বলেন যে, "বড়ো বড়ো ধর্মগুলি ও তাদের ধর্মনেতাদের ভূমিকা হল সকল প্রকার দুঃখজনক ঘটনার মূল উৎস উৎপাটন করা, সংশ্লিষ্ট পক্ষ, যারা বিশ্বের ক্ষমতাধর জাতি, তাদেরকে বলেন যেন তারা যুক্তি ও প্রজ্ঞার উপর গুরুত্ব দেয় এবং যুদ্ধের ভাষা ত্যাগ করে।"

গ্রাণ্ড আয়াতুল্লাহ্ দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন যে, তিনি "প্রতিবেশী খ্রিষ্টানদের পক্ষে আছেন", "সকল ইরাকীদের সঙ্গে" তারাও তাদের "সাংবিধানিক অধিকারের কারণে নিরাপত্তা ও শান্তির অধিকার তাদের আছে।" যারা "আই.এস"-এর হাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে "অন্যায় ও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে" তাদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। সংলাপের মাধ্যমে ইরাককে পুনর্গঠন করতে হবে।

ভাটিকানের পুণ্য দপ্তর পোপ ফ্রান্সিস ও আয়াতুল্লাহ আল-সিসতানির মধ্যে আলোচনার বিবৃতিতে বলেছেন যে, "পুণ্যপিতা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের উপর, যাতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংলাপের মাধ্যমে, ইরাক, মধ্যপ্রাচ্যের অঞ্চল এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সবাই অবদান রাখতে পারে।" তিনি বলেন যে, "এই সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে পোপের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে তিনি গ্রাণ্ড আয়াতুল্লাহ্ আল-সিসতানি-কে ধন্যবাদ দিতে পারছেন, কারণ তিনি, গোটা শিয়া সমাজের হয়ে, ইদানিং সহিংসতার মধ্যে এবং নানা সঙ্কটে বিপর্যস্ত হয়ে, যারা নির্যাতিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে তাদের পক্ষে তিনি কথা বলেছেন, এবং মানবজীবনের পবিত্রতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ইরাকের সকল জনগণের মধ্যে ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন।"

এখন বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে এই ধর্মনেতাদের সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলাফলা কী হবে? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া এখনও সম্ভব নয়, তথাপি অনেকেই আশা করেন যে, পোপ ফ্রান্সিস ও আয়াতুল্লাহ্ হয়তো একদিন মানব ভ্রাতৃত্বের পক্ষে যৌথভাবে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সে ধরনের একটি চুক্তি, সুন্নি মুসলমানদের প্রতিনিধি, কায়রো আল-আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাণ্ড ইমামের সাথে ২০১৯ খ্রি. ফেব্রুয়ারি ৪ তারিখে, আবুধাবি-তে সাক্ষরিত হয়েছে।

**(৫) কারাকোশ-এর জনগণের সাথে পোপের সাক্ষাত** (৭ই মার্চ, ২০২১)

তিনি যখন কারাকোশে হেলিকপ্টার থেকে নেমে গাড়ীতে যাচ্ছিলেন, তখন হাজার হাজার মানুষ ছুটাছুটি করে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তারা ছিল সেই জনগণ যাদেরকে আই.এস. ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল, কেননা তারা ছিল খ্রিষ্টান। এদের মধ্যে আছে সেই জনগণ যারা সবকিছু ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এদের মধ্যে আছে তারা, যারা অনেক সাহস নিয়ে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে আই.এস. বিতাড়িত হওয়ার পর আবার ফিরে এসেছে।

পোপ মহোদয় এসেছেন তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে ও তাদের উৎসাহ দান করতে। তিনি বললেন: "তোমরা একা নও", গোটা মণ্ডলী তোমাদের সাথে আছে।" অনেক ভালবাসা ও বলিষ্ঠতা নিয়ে পোপ মহোদয় আবেদন জানিয়েছেন যেন তারা ইরাক ছেড়ে চলে না যায়। শতকরা ৪০% যারা ফিরে এসেছে তাদেরকে পোপ বললেন: "এখনই তো নির্মাণ ও নতুন করে শুরু করার সময়"।

সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে যারা রক্ষা পেয়েছেন তাদেরকে পোপ মহোদয় অনেক সাহসিকতার সাথে বললেন: "ক্ষমা কর"; যারা তোমাদের শেষ করে দিতে চেয়েছিল তাদেরকে তোমরা "ক্ষমা কর; ভালবাসায় থাকতে হলে, খ্রিষ্টান হতে হলে ক্ষমা একান্ত প্রয়োজন"। কারকোশের জনগণকে অনুযোগ করে বললেন: "পুনরুদ্ধারের পথ হয়তো এখও লম্বা, তবে আমি অনুরোধ করি, দয়া করে, তোমরা হতাশ হয়ো না।" তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, এই আবেদন মানবিক দিক দিয়ে হয়তো অযৌক্তিক হতে পারে।

**(৬) মসুল-এর ধ্বংসাবশেষে পোপের সমাবেশ:**

মসুল ছিল তিন বছর ধরে আই.এস-এর শক্তিশালী ঘাটি। ওখানে পোপ মহোদয় ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে লিতানির মতো নিন্দা জানিয়েছেন।

মসুল ধ্বংসাবশের উপর দাঁড়িয়ে পোপ মহোদয় একদিকে সকল সহিংসতার নিন্দা করেছেন, আবার অন্যদিকে ক্ষমার বাণী শুনিয়েছেন: "ঈশ্বর যদি জীবনময় ঈশ্বরই হন, আর তিনি সত্যিই তাই, তাহলে তার নামে আমাদের ভাইবোনদের হত্যা করা অন্যায়। ঈশ্বর যদি শান্তিময় ঈশ্বরই হন, আর তিনি সত্যিই তাই, তাহলে তার নামে যুদ্ধ করা অন্যায়। ঈশ্বর যদি প্রেমময় ঈশ্বরই হন, আর তিনি সত্যিই তাই, তাহলে আমাদের ভাইবোনদের ঘৃণা করা অন্যায়।"

**(৭) এরবিল স্টেডিয়ামে রবিবারের খ্রিষ্টযাগ,** ৭ই মার্চ

এরবিল স্টেডিয়ামে রবিবারের খ্রিষ্টযাগ ছিল পোপের ইরাক সফরের সর্বশেষ কর্মসূচী। এখানে দশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। বিদায়ী খ্রিষ্টযাগে পোপ ফ্রান্সিস বলেন: "এই ইরাকে, আমাদের কত হাজার ভাইবোন, আমাদের বন্ধু ও সহ-নাগরিক যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের কারনে ক্ষত বহন করে যাচ্ছে, কোন কোন ক্ষত দৃশ্যমান আবার কোনটি অদৃশ্য। এই ধরনের বা হৃদয়-বিদারক অন্যান্য অভিজ্ঞতার ফলে, প্রলোভন আসে মানুষের ক্ষমতা ও জ্ঞান দ্বারা তার বিরোধিতা করা। কিন্তু যীশু আমাদেরকে ঈশ্বরের পথ দেখান। আজ ইরাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি ইরাকের মণ্ডলী জীবন্ত, পবিত্র ও খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তদের মধ্যে খ্রিষ্ট জীবিত ও সক্রিয়। ইরাক আমার মধ্যে সর্বদা থাকবে।" আর পোপ নিশ্চিত যে, এই "প্রিয় দেশটি" তাঁকেও শীঘ্র ভুলে যাবে না।

## ॥ ঘ ॥ তীর্থের কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

## (১) বীজ বপন: শ্রদ্ধা, একতা ও আশা

পোপ ফ্রান্সিস, তার ইরাক সফরের মধ্য দিয়ে ইরাকের জন্য তিনটি বীজ বপন করে গেছেন: শ্রদ্ধা, একতা ও আশা। তার ঐতিহাসিক সফর যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের কাছে সার্বভৌমত্ব, শান্তি ও ঐক্যের বিজয় ঘোষণা করেছে।

পোপ মহোদয় প্রথম যে বীজ বপন করেছেন তাহল: ইরাকের **আত্মসম্মান**। তাই তিনি বলেছেন ইরাকের সার্বভৌমত্ব "পদদলিত করা থেকে বিরত থাক! বিশ্বের ক্ষমতাশালী দেশগুলির জন্য খেলার মাঠ হিসেবে, ইচ্ছামতো ব্যবহার করা থেকে আসুন আমরা বিরত থাকি।" এই প্রথম পদক্ষেপ একান্ত অপরিহার্য।

দ্বিতীয় বীজ হচ্ছে: **একতা**। ইরাকে একতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি, ধর্মবিশ্বাসী ও নাগরিককে স্বীকৃতি দান করবে, তাদের অধিকার স্বীকার করবে।

তৃতীয় বীজ হচ্ছে: **আশা**। একতা সবার জন্য পথ করে দেবে যেন ভবিষ্যতে তার আশা নিয়ে পথ চলতে পারে। আশান্বিত হয়ে ইরাকের জনগণ যেন দেশ, সমাজ ও ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে পুনঃনির্মিত করতে পারে।

## (২) আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ও সংলাপের নতুন দিগন্ত

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য প্রচলিত কয়েক প্রকার সংলাপ আছে যার সম্বন্ধে আমরা কমবেশি সবাই অবগত আছি। সেই সংলাপের রকমগুলি হচ্ছে: জীবন-ভিত্তিক সংলাপ, কর্মকাণ্ড বা কার্যক্রম ভিত্তিক সংলাপ, আলোচনা ভিত্তিক সংলাপ এবং আধ্যাত্মিক সংলাপ।

তবে পোপ ফ্রান্সিস কয়েক বছর ধরে তাঁর শিক্ষায় আরেক ধরনের সংলাপের অবতারণা করে যাচ্ছেন। আর তার সুফল বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হচ্ছে। শান্তির তীর্থযাত্রী হিসেবে বহুধর্মবিশিষ্ট দেশে যাত্রা করা এবং প্রধান ধর্মনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ইরাকে পোপ ফ্রান্সিসের বিগত সফরটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই তীর্থযাত্রা এবং ধর্মনেতাদের সাথে সাক্ষাৎ সরাসরী বা প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয় না। তবে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা ছাড়া উক্ত সংলাপ করাও সম্ভব হবে না। আলোচ্য বিষয়গুলি অনেকটা মানবতা ভিত্তিক। পোপ মহোদয়ের জন্য এক কথায় "মানব ভ্রাতৃত্ব"ই হচ্ছে মূল বিষয়।

ইদানিং যে বিশ্বজনীন পত্রগুলি পোপ ফ্রান্সিস প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে "মানব ভ্রাতৃত্ব", মানব পরিবারে আমরা সবাই ভাইবোন, মানবব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার, ন্যায় ও শান্তি, নাগরিক অধিকার, আত্মপরিচয়, রাজনীতি, ধর্মের ভূমিকা, ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বজনীন পত্রগুলি হচ্ছে: *"লাউদাতো সি"*, *"ফ্রাটেল্লি তুত্তি"*, উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত ধ্যান-ধারণার উপরে ভিত্তি করে পোপ মহোদয় ও ধর্মনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সমাপ্তিতে চুক্তিও সাক্ষরিত হচ্ছে বা চুক্তি করার পথে প্রচেষ্টা চলছে। এখানে উল্লেখ্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে আবুধাবিতে কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের গ্রাণ্ড ইমাম আল-তাইয়েব (সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায়ের ইমাম)-এর সঙ্গে "বিশ্বশান্তি ও সমাবেত জীবনের জন্য মানব-ভ্রাতৃত্ব" শীর্ষক সম্পাদিত চুক্তি। ইরাকের শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের গ্রাণ্ড ইমাম আয়াতুল্লাহ্ আলি আল-সিসতানির সঙ্গে পোপের সাক্ষাৎ ( ৬ই মার্চ ২০২১ খ্রি.) এবং আলোচনার বিষয়বস্তু বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, হয়তো একদিন পারস্পরিক সমঝোতায় যৌথ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। এই পদক্ষেপগুলি মনে হচ্ছে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ও সংলাপের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত, দৃষ্টান্ত ও ভবিষ্যতে মাইলফলক হয়ে কাজ করবে।

## (৩) পোপ ফ্রান্সিসের নিজস্ব সাক্ষ্যবাণী

পোপ নিজে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন: "আগে কোন পোপ আব্রাহামের ভূমিতে যেতে পারেন নি। বিধাতা চেয়েছেন যে, এখন সময় হয়েছে। বহু বছরের যুদ্ধ ও সহিংসতার পর, বৈশ্বিক মহামারি কালে সফরটি ছিল একটি আশার চিহ্ন।" তিনি আরও বলেন: "এই তীর্থযাত্রায় আমি উপলব্ধি করেছি একটি অনুতাপের ভাব। নির্যাতিত জনগণের কাছে, শহীদ-মণ্ডলীর কাছে যেতে পারছিলাম না, যদি না আমি, কাথলিক মণ্ডলীর নামে, আমার নিজের কাঁধে সেই ক্রুশটা বহন না করি, যে ক্রুশ তারা বছরের পর বছর বহন করে আসছে; খুবই বিশাল সেই ক্রুশ!" এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন যখন তিনি দেখেছেন ধ্বংসের তাজা ক্ষত; তার চাইতেও বেশি, যখন তিনি তাদের মুখ থেকে সহিংসতা ও নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি লাভের কথা ও সাক্ষ্য শুনেছেন।

পোপ বলেন, "যুদ্ধের প্রতিবাদে যুদ্ধ নয়, অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র নয়; কিন্তু আমাদের আহ্বান ভ্রাতৃত্বের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা, যা শুধু ইরাকের জন্য নয় বরং আরও বহু অঞ্চল এবং গোটা বিশ্বের জন্য গ্রহণ করা, যেখানে নানা দ্বন্দ্ব এখনও চলছে।"

"শান্তিতে বসবাস করা এবং নিজস্ব মর্যাদা আবিষ্কার করার অধিকার ইরাকী জনগণের আছে" তিনি বলেন।

তিনি আরও বলেন যে, "ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বিশ্বস্ত। আজও তিনি আমাদেরকে শান্তির পথে চলতে সাহায্য করেন। এই জগতে যারা স্বর্গপানে তাকিয়ে শান্তির পথে যাত্রার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাদেরকে তিনি পরিচালনা দান করেন।"

তিনি এ বলেন যে, "সুতরাং আমাদের পথ হল ভ্রাতৃত্বের পথ, ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে ফলপ্রসূ যাত্রা করা, যা আমাদেরকে ক্রমশঃ উন্নতির পথেই নিয়ে যাবে।"

পোপ মহোদয় পরিশেষে বললেন যে, ইরাক তীর্থযাত্রায় আমি উপলব্ধি করেছি "খ্রিষ্টের বার্তা গ্রহণ করার আনন্দ" এবং ইরাকী জনগণ "আশা নিয়ে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের নবদিগন্তের পথে চলতে উম্মুক্ত"।

**কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি**

**তথ্যপঞ্জী**


1. *Internet: Wikipeadia*
2. *Youtube, Biblical Iraq*
3. Own Staf, *La Croix International*, 5th March, 2021
4. Paul Moses, *La Croix International,* March 6, 2021
5. Isabelle de Gaulmyn *La Croix International*, 6th March, 2021
6. Loup Besmond de Senneville *La Croix International*, 7th March, 2021
7. Own Staff, *La Croix International*, 7th March, 2021
8. Msgr Pascal Gollnisch, *La Croix International,* March 8, 2021


## March 3, 2021: Monthly Intention : Sarament of Reconcilation

Dear Friends of Jesus,

Pope Francis' prayer intention for March seeks to highlight the joy that the Sacrament of Reconciliation brings, and reminds us that it's a loving and merciful encounter between us and God.

"Let us pray that we may experience the Sacrament of Reconciliation with renewed depth, to taste the forgiveness and infinite mercy of God," Pope Francis asks.

This month's video opens with the Pope himself going to confession, "in order to be healed, to heal my soul."

"Jesus waits for us, listens to us and forgives us" "In the heart of God, we come before our mistakes," says the Holy Father in The Pope Video, highlighting "The center of confession is not the sins we declare, but the divine love we receive, of which we are always in need," the Pope adds.

Cardinal Patrick D'Rozario

## 9-18 February, 2021 : Visit to Chattogram Diocese

My recent trip to all the Parishes of Chattogram Archdiocese except Noakhali, took place from February 9-18. The visits were memorial reminiscences of the past as pilgrimage to

the history and witnessing the present development after 11 years of departure from Chattogram in 2011 January.
FEB. 9 : Chattogram
FEB. 10-11: Khagrachori and Rangamati.
FEB. 12: Diang Pilgrimage and Chattogram.
FEB. 13: Lama Akhirampara and Alikadam
FEB. 14-15 Thanchi
FEB. 15-16 Bolipara and Roangchori.
FEB. 16-17: Bandarban
FEB. 18: Return to Dhaka.
Thanks to everyone who were involved in making the trip Possible and who have accepted the trip as expressions of love and celebrations of the history.

Cardinal Patrick D'Rozario.

## ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২১ : মানব-ভ্রাতৃত্বের আন্তর্জাতিক দিবস

"মানব-ভ্রাতৃত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস":
"সেই দিনের আগমনে কাজ করি আমরা সবাই মিলে।"

গত বছর ২১ ডিসেম্বর, জাতিসংঘের সাধারণ সভা কর্তৃক ৪ ফেব্রুয়ারী দিবসটিকে "মানব-ভ্রাতৃত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস" বলে ঘোষণা করা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই প্রথমবার দিবসটি পালিত হচ্ছে। এর পেছনে সাম্প্রতিককালের একটি সুন্দর প্রেক্ষাপট রয়েছে।

২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, শেখ মুহম্মদ বিন জায়েদ-এর আমন্ত্রণে, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস্ সফরকালে, পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় আবুধাবিতে আল-হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের (কায়রো) গ্রাণ্ড ইমাম আহম্মদ আল-তায়েব-এর সঙ্গে একটি চুক্তি সাক্ষর করেন যার নাম: "বিশ্বশান্তি এবং সমবেত জীবনের জন্য মানব-ভ্রাতৃত্ব"। এটি একটি যুগান্তকারী দলিল রূপে স্বীকৃত হয়েছে গোটা বিশ্বে। এই চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ে একটি "মানব-ভ্রাতৃত্ব বিষয়ক ঊর্ধতন কমিটি" গঠন করা হয়, যার উদ্যোগে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ই মে, পোপ মহোদয়ের আবেদনে, বিশেষ "প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ারকাজ" দ্বারা মানব-ভ্রাতৃত¦-এর দিবসটি গোটা খ্রিষ্টমণ্ডলীতে পালন করা হয়।

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় কর্তৃক ৩রা অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় আরেকটি যুগান্তকারী ও বিশ্বজনীন দলিল যার নাম: "ফ্রাতেল্লী তুত্তি", অর্থাৎ "সকল ভাইবোন"। উক্ত দলিলে গোটা মানবজাতীর কাছে পোপ ফ্রান্সিস আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বব্যাপী "মানব-ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব" গড়ে তোলার জন্য। অসুস্থ বর্তমান বিশ্ব। নতুন বিশ্ব নির্মাণের জন্য তিনি যে রূপরেখা তুলে ধরেছেন তাহল সমগ্র মানবজাতি হবে একটি পরিবার আর আমরা হব সকলে ভাইবোন।

দু’বছর আগে যে বিশ্বধারণা ও বিশ্ব-রূপরেখার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তারই ফলশ্রুতিতে, জাতিসংঘের সিদ্ধান্তক্রমে, এ বছর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পালিত হচ্ছে “মানব-ভ্রাতৃত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস”, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল: “সেই দিনের আগমনে কাজ করি আমরা সবাই মিলে।”

আবুধাবির শেখ মুহম্মদ বিন জায়েদ ও গ্রাণ্ড ইমাম আহম্মদ আল-তায়েবের সঙ্গে পোপ ফ্রান্সিস ভার্চুয়াল সভায় যোগদান করে দিনটি পালন করবেন। বাংলাদেশ সময় ৮:৩০ (রেমের সময় ১৪:৩০) মিনিটে ভাটিকান নিউজে সম্প্রচারিত হবে।

আগামীকাল দিবসটি পালিত হবে বলে, হাতে তেমন সময় নেই বিধায়, আপাততঃ ক্ষুদ্র ও সীমিত আকারে দিবসটি পালন করা যেতে পারে, যেমন: প্রার্থনা, দিবসটির বিষয়বস্তুর উপর ধ্যান, বিষয়ের উপর উপদেশ, সংবাদ প্রচার ও সাক্ষাৎকার, ইত্যাদি।

আসুন আমরা বিশ্বের সকল ভাইবোনের সাথে একাত্ম হয়ে “মানব-ভ্রাতৃত্বের আন্তর্জাতিক দিবস” দিবসটি পালন করি এই ধ্যান নিয়ে: “সেই দিনের আগমনে কাজ করি আমরা সবাই মিলে।”

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি.

## ৮ই ডিসেম্বর ২০২০ ঃ সাধু যোসেফ বর্ষ বিশ্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক সাধু যোসেফ

কুমারী মারীয়াকে যেমন যীশুকে ছাড়া সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়না, ঠিক সেইরূপ সাধু যোসেফকে ছাড়া কুমারী মারীয়াকে এবং মারীয়াকে ছাড়া যোসেফকে এবং যীশুকে ছাড়া মারীয়া ও যোসেফ কাউকেই পূর্ণভাবে দেখা বা চেনা যায়না।

পরিবারে খ্রিষ্টযীশুর অনুসারী রূপে সাধু যোসেফের স্থানে স্বামী ও পিতা এবং মারীয়ার স্থানে স্ত্রী ও মাতা রূপে, আমাদের পরিবারগুলোর মধ্যে যে ঐশ্বরিক ও মানবিক দিক আছে তা আরও স্পষ্ট করে দেখার জন্য আমরা সবাই আহূত।

পোপ ফ্রান্সিস, সাধু যোসেফকে “পিতৃ হৃদয়” নামে অভিহিত করেছেন। পোপ মহোদয় বলেন যে, “খ্রিষ্টান জনগণ সাধু যোসেফকে যুগ যুগ ধরে পিতা হিসেবে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে”। সাধু যোসেফ যেন "মানবদেহধারণ রহস্য-সেবায় তার জীবন-যজ্ঞ” জীবনভর নিবেদন করে আসছেন।

বাইবেলে খুবই অল্প কথা বলা হয়েছে যোসেফ সম্বন্ধে। তবে যা-কিছু বলা হয়েছে তাতে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় যোসেফের ভূমিকা খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে ঃ যোসেফ ছিলেন কাঠমিস্ত্রী (দ্র. মথি ১৩:৫৫); মারীয়া তার বাগদত্তা বধূ (দ্র. মথি ১:১৮); ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি (মথি ১:১৯); বিধানে প্রকাশিত (দ্র. লুক ২:২২,২৭,৩৯) এবং চারটি স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে সদা প্রস্তুত (দ্র. মথি ১:২০; ২:১৩,১৯,২২)। নাজারেথ থেকে বেথলেহেমের দিকে ক্লান্তিকর দীর্ঘ যাত্রা, কোন জায়গায় তাদের স্থান ছিলনা, যোসেফ জাবপাত্রে মুক্তিদাতার জন্ম দেখলেন (লুক ২:৭)। যোসেফ দেখলেন, ইহুদী জাতি এবং অপর জাতিগণের প্রতিনিধি, রাখালদের (লুক ২:৮-২০) এবং জ্যোতিষবিদদের (দ্র. মথি ২:১০১২) যারা আরাধনায় প্রণত। যোসেফ সাহসের সঙ্গে যীশুর বিধানিক পিতা হলেন এবং যীশুর নাম রাখলেন, যিনি হবেন উদ্ধারকর্তা (দ্র. মথি ১:২১); নাম রাখার মধ্য দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা হল (আদি ২:১৯-২০)। যোসেফ ও মারীয়া যীশুর জন্মের ৪০ দিন পর যীশুকে মন্দিরে উৎসর্গ করলেন, অবাক হয়ে শুনলেন মারীয়া ও যীশু সম্বন্ধে শিমিয়নের ভবিষ্যৎবাণী (দ্র. লুক ২:২২-৩৫)। হেরোদের দূরাভিসন্ধি থেকে যীশুকে রক্ষা করার জন্য যোসেফ মিসরে চলে গেলেন, বিদেশী হয়ে বাস করলেন (দ্র. মথি ২:১৩-১৮)। মিসর থেকে ফিরে এসে গালীল দেশের নাজারেথের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে, অপ্রকাশিত ভাবে, নিজের পৈত্রিক শহর বেথলেহেম থেকে এবং জেরুসালেম ও মন্দির থেকে দূরে বসবাস করতে লাগলেন। যোসেফ জানতেন: “নাজারেথ থেকে কোন প্রবক্তা আশা করা যায়না” (দ্র. যোহন৭:৫২) “নাজারেথ থেকে কী কোন ভাল কিছু আশা করা যায়” (দ্র, যোহন ১:৪৬)। জেরুসালেমে তীর্থযাত্রার সময়ে যোসেফ ও মারীয়া যীশুকে হারিয়ে ফেলেন, উদ্বিগ্নতার সাথে তাঁর সন্ধানে আবার জেরুসালেমে ফিরে যান, তারা মন্দিরে বিধানাচার্যদের সাথে আলোচনায় যীশুকে রত থাকতে দেখলেন, মারীয়া ও যেসেফের প্রশ্নে যীশুর উত্তর তাদেরকে অবাক করেছে (দ্র. লুক ২:৪১-৫০)।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রতিপালক সাধু যোসেফ হচ্ছেন পিতা: তিনি যীশুর পিতা, প্রীতিভাজন পিতা, কোমল ও প্রেমময় পিতা, অনুগত পিতা, সবার আপন পিতা, সৃজনশীল ও সাহসী পিতা, শ্রমজীবি পিতা, ছায়াদানকারী পিতা, প্রভৃতি।

বর্তমান করোনা ভাইরাস মহামারি কালে, পোপ মহোদয় সাধু যোসেফের জীবন ধ্যান করেছেন। তিনি মঙ্গলসমাচারের আলোকে, বর্তমান মহামারির বাস্তবতায়, সাধু যোসেফের উপস্থিতি, তাঁর অন্তরের ও আধ্যাত্মিক ভাব, তাঁর কর্মকীর্তি, তার আদর্শ-শক্তি এবং তাঁর আচার-আচরণ খুবই নিখুঁতভাবে পোপ মহোদয় ধ্যান করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন মণ্ডলীর প্রতিপালক হয়ে বর্তমানকালে তিনি কীভাবে প্রতিপালন করে যাচ্ছেন। তাঁর ধ্যানের কয়েকটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

(ক) "আমরা প্রত্যেকে সাধু যোসেফের মধ্যে এমন একটি মানুষ দেখতে পাই, "যিনি অদৃশ্যভাবে চলাফেরা করেন, প্রতিদিন তা করেন, বিনম্র ও গোপন উপস্থিতি তাঁর – যিনি কঠিন সময়ে সহকারী, সমর্থক ও পরিচালক"।

(খ) বর্তমানের সকল "হতাশা" ও "বিদ্রোহ"এর মধ্যে সাধু যোসেফ আমাদের কাছে আহ্বান জানান যেন আমরা "আমাদের নিজেদের চিন্তা দূর ক'রে বর্তমান ঘটনাগুলো গ্রহণ করি।" আমরা যোসেফের মত দেখি সবকিছুর মধ্যে একটা "গভীর অর্থ"।

(গ) "আমাদের জীবন অলৌকিকভাবে নতুন হয়ে যায়, যখন আমরা সাহসের সঙ্গে মঙ্গলসমাচার অনুসারে জীবন যাপন করি"।

(ঘ) পোপ মহোদয় সাধু যোসেফকে "সৃজনশীল সাহসী" মানুষের আদর্শ বা মডেল হিসেবে দেখেন। প্রচলিত জীবন অবস্থায় যখনই ব্যতিক্রম হয়েছে তখনই সাধু যোসেফ সাহসের সঙ্গে এমন জীবন যাপন করেছেন যা তাঁকে দান করেছে ধর্মনিষ্ঠতা ও ধার্মিকতা।

(ঙ) পোপ বলেন যে, "জগতের ক্ষমতার সকল ঔদ্ধত্য ও সহিংসার মধ্যে ঈশ্বর সর্বদা পথ খুজে পান তার পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা অনুসারে জগতকে চালিয়ে যেতে।" কঠিন বাস্তবতায় ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনার প্রতি সাধু যোসেফ আত্মসমর্পণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ: মিসরে পলায়ন।

(চ) পোপ মহোদয় সাধু যোসেফকে, সকল অবস্থায় ও জীবনের সকল সংগ্রাম ও পরীক্ষার সময় আদর্শ হিসেবে দেখছেন।

(ছ) "যুদ্ধ, ঘৃণা, নির্যাতন এবং দারিদ্র দ্বারা তাড়িত হয়ে যারা মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের জন্য সাধু যোসেফকে বিশেষ প্রতিপালক হিসেবে" অভিহিত করেছেন। সাধু যোসেফ ও মারীয়া উভয়েই অভিবাসী;

(ঝ) "প্রত্যেক দরিদ্র, অভাবী, কষ্টভোগী ও মৃত্যুর পথযাত্রী, প্রত্যেক বিদেশাগামী, কারাবন্ধী, প্রতিবন্ধী হচ্ছে সাধু যোসেফের "সন্তান" যাদের তিনি সর্বদা রক্ষা করতে প্রস্তুত"।

সাধু পল বলেছিলেন "আমাকে অনুকরণ কর"। সাধু যোসেফও নীরবকণ্ঠে সজোরে বলেন: "আমাকে অনুকরণ কর"।

সাধু যোসেফের কাছে আমাদের প্রার্থনা হবে সকল অনুগ্রহের অনুগ্রহ, অর্থাৎ আমাদের মনপরিবর্তন, তুমি দান কর। আসুন আমরা প্রার্থনা ক'রে বলি ঃ

ধন্য যোসেফ, তুমি মুক্তিদাতার রক্ষক, তোমাকে প্রণাম;
তুমি ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী,
তোমার হাতে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে ন্যস্ত করেছেন,
তোমার ওপর মারীয়া তাঁর আস্থা রেখেছেন;
তোমারই সহায়তায় খ্রিষ্ট মানুষ হয়েছেন।
ধন্য যোসেফ, আমাদেরও কাছে তুমি
পিতা রূপে নিজেকে প্রকাশ কর
বিশ্বাস-জীবনের পথে তুমি আমাদের পরিচালনা কর।
আমাদের জন্য নিয়ে আস অনুগ্রহ, দয়া ও সৎসাহস,
এবং সকল মন্দতা হতে তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমেন ॥

*কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি,*

## ১২ই নভেম্বর, ২০২০ ঃ

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে**
**বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর কতিপয় প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ**

*দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর একটি সৌজন্য সাক্ষাতের অনুরোধা করা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে সীমিত আকারে **১২ই** নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চারজন বিশপ প্রতিনিধিদের সাক্ষাতের সুযোগ প্রদান করা হয়। সেই সাক্ষাতের কিছু ছবি, উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনার কয়েকটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হল।*

নভেম্বর **১২**, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বরাবর,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

### বিষয়: বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতার বাণী।

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,**

(১) বাংলাদেশের কাথলিক সমাজ ও কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি)'র পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, অনেক সহৃদয়তা ও ত্যাগস্বীকার করে আপনি এই সৌজন্য সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছেন। বাংলাদেশে ৮টি এলাকায় (বিভাগে) ৮ জন কাথলিক বিশপ আছেন; তবে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি, এ বছরের **১৩**ই জুলাই, মৃত্যুবরণ করায় তার স্থানটি এখনও শূণ্য আছে। এখানে আমরা মাত্র তিনজন বিশপ উপস্থিত আছি: আমি, ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ, ঢাকার নব-নিযুক্ত আর্চবিশপ বিজয় এন ক্রুজ, ও.এম.আই, ঢাকার সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। বিশেষ সঙ্গী হিসেবে আছেন ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী। মহিলা সাংসদ ঝর্ণা গ্লোরিয়া সরকার অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারছেন না।

*(আলোচনা: প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, করোনাভাইরাসের কারণে নানা সীমাবদ্ধতা থাকায় যথাসময়ে সাক্ষাৎটি দিতে পারেননি বলে সকল বিশপদের নিকট তিনি অতিশয় দুঃখিত। তিনি সুখী যে, গৃহবন্দী অবস্থা থেকে তিনি বের হয়ে আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারছেন।)*

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং পরিবারের সকলের প্রতি আমাদের একাত্মতা প্রকাশ করি এবং বিদেহী আত্মার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্‌যাপিত মুজিববর্ষে কাথলিক খ্রিস্টানসমাজ অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে কাথলিকদের দ্বারা সাত লক্ষ ফলজ বৃক্ষ রোপন করা। এই উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে আমাদের বিশেষ উপহার।

*(আলোচনা: প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এটি একটি সুন্দর কর্মসূচী। তার সরকার এবং আওয়ামি লীগের অনেক কর্মীরা এই কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন।)*

(৩) জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা ৮ জন কাথলিক বিশপ টুঙ্গিপাড়া তাঁর মাজার (৭ নভেম্বর) এবং মুজিব নগর (৯ নভেম্বর) পরিদর্শন করে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি, মৃতজনদের জন্য চিরশান্তি কামনা করেছি, জাতির জন্য এবং আপনার ও আপনার সরকারের জন্য প্রার্থনা করেছি। সাংসদ ঝর্ণা গ্লোরিয়া সরকারের এলাকার দুস্থ মানুষ এবং অনেক মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মাঝে আমরা প্রায় ৫ ঘন্টা সময় কাটিয়েছি। প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ও একাত্মতার স্বরূপ সুন্দরবনে প্রবেশ করেছিলাম। আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা স্বরূপ: ষাট গম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলির মাজার এবং লালন শাহ্‌র মাজার পরিদর্শন, ধ্যান ও প্রার্থনা নিবেদন করেছি; মাইকেল মধুসূধন দত্তের বাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের কুঠি বাড়ি পরিদর্শন ক'রে বাংলার এই মহান ব্যক্তিদের অন্তরে প্রবেশ করেছি; বাংলার সংস্কৃতি, জীবন ও সমাজ দর্শন, সাহিত্য-সম্ভার ও আধ্যাত্মিকতা ধ্যান করে প্রার্থনা করেছি। উপরন্তু, অন্যান্য মণ্ডলী ও কাথলিক

মণ্ডলীর কয়েকটি ধর্মীয় এলাকার জনগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে উপাসনা ও প্রার্থনা করেছি। বিশপগণের তীর্থযাত্রা ছিল ৬ থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। তীর্থের সময়, সকল ধর্মের মানুষের অন্তরে প্রবেশ, অন্য ধর্মের পবিত্র স্থান জিয়ারত ও মহান ব্যক্তিদের প্রতি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের আলোকে শ্রদ্ধা নিবেদন, জাতির পবিত্র স্থান টুঙ্গিপাড়া ও মুজিব নগরে অবস্থান করে সবার সাথে আধ্যাত্মিক একাত্মতা উপলব্ধি করেছি। বিশপগণ ও জনগণ সকলেই অত্যন্ত খুশী ছিলেন। সবাই নিজেদেরকে ধন্য মনে করেছেন।

*(আলোচনা: টুঙ্গিপাড়ার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, উক্ত এলাকায় অনেক উদার মন নিয়ে সর্বধর্মের মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে সবাই গড়ে উঠেছেন। তার বাবাও মিশন স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। আমি বললাম টুঙ্গিপাড়ার এতো উন্নয়নেও গরিব মানুষের বসতবাড়ী নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয় নি। স্মরণ করলাম যে, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যখন মুজিব-নগরে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় তখন ভবরপাড়া প্যারিশের বিশেষ অবদান ছিল। ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ (পরবর্তীতে ময়মনসিংহের বিশপ) এবং সিস্টার ক্যাথেরিন, এসসি. প্যারিশ থেকে সভার জন্য চেয়ার টেবিল সরবরাহ করেন এবং উক্ত অনুষ্ঠানে বাইবেল পাঠ করেন।)*

(৪) আপনার প্রতি আমাদের অনেক অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা ও একাত্মতা প্রকাশ করছি। আপনি জাতির যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা; জাতির পিতার অনুসরণে জাতির যোগ্য মাতা; পিতার অসমাপ্ত কাজসকল যেন সবই পূরণ করে যাচ্ছেন একে একে; জাতির পিতার স্বপ্ন আপনার জীবন ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করছে প্রতিদিন। মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে দীন-দরিদ্র, ক্ষুদ্র-দুর্বল নারী-পুরুষের প্রতি আপনার ভালবাসা কতো গভীর! এই ভালবাসা আপনাকে প্রতিক্ষণ অনুপ্রাণিত করছে মানুষের কাছে আসতে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে, নির্ভয়ে নিজের জীবন নিবেদন করতে। করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও কঠিন মুহূর্তগুলো অনেক বিজ্ঞতা, বলিষ্ঠতা, দুরদর্শিতা, সুপরিকল্পনা ও সুব্যবস্থাপনার দ্বারা অহরহ এক অজানা-অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রামে সর্বক্ষণ নিয়ত আছেন এবং একের পর এক বহু সফলতা অর্জন করে যাচ্ছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আপনার বিশাল অবদান সবার নিকট বিদিত ও স্বীকৃত। তাই আজ আপনার বিস্ময়কর ও সুনিপুন নেতৃত্বের জন্য আপনাকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। উক্ত সংগ্রামে আপনার সাথে আমরা অতীতে যেমন একাত্ম ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকব বলে অঙ্গীকার করছি।

*(আলোচনা: প্রধানমন্ত্রী বিনম্রভাবে বললেন যে, "আমার প্রতি আপনাদের অনেক প্রশংসা! অনেক ধন্যবাদ।"*

(৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, করোনাভাইরাস মহামারীর মুহূর্তে আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ অনুসারে আমরাও আপনার সাথে দেশবাসীর পাশে ছিলাম। কাথলিক মণ্ডলীর ভক্তজনগণ, ধর্মসংঘসমূহ এবং ডাইয়োসিসগুলো, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলো, খ্রিস্টীয় দয়ার প্রকাশ স্বরূপ, নানা ত্রাণসামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্র মানুষের সেবা করেছেন। কাথলিক সমাজের সহমর্মিতা ও উদারতার চিহ্ন স্বরূপ তাদের পক্ষ হয়ে, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী অর্ধকোটি টাকার একটি চেক প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।

*(আলোচনা: চেক গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, পোপ মহেদয়ের সর্বশেষ বিশ্বজনীন পত্র, "ফ্রাতেল্লি তুত্তি", "ভাইবোন সকল"-এর একটি কপি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। আমি বললাম যে, এই পত্রে বর্তমানকালে কোন্ ধরনের বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে তার দর্শন, কর্মকাণ্ডের নীতি এবং কার্যক্রমে নির্দেশনা রয়েছে। আমি বললাম এই পুস্তিকাটিতে আপনারও অনেক সামাজিক দর্শন ও চিন্তাধারা স্থান পেয়েছে এবং আরও অনেক বিষয়ে আপনি নতুন চিন্তাভাবনা লাভ করে অনুপ্রাণিত হতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রত্যেককে তিনটি করে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই এবং স্মৃতিস্মারক হিসেবে প্রত্যেককে একটি মেটাল নৌকা প্রদান করেন।)*

(৬) কারিতাস বাংলাদেশ, কাথলিক চার্চের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি দেশীয় এন.জি.ও.। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে, কাথলিক নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে, বাংলাদেশ এনজিও এফায়ার্স ব্যুরোর অনুমোদনক্রমে, কাথলিক চার্চের পক্ষ হয়ে দেশে আপামর জনগণের জন্য ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে কারিতাস বাংলাদেশ ৪৯টি জেলায় ২০ লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে কাজ করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৭৮ কোটি টাকা (সংযুক্তি -১)। এইভাবে কাথলিক চার্চ বাংলাদেশের জনগণের সেবা করার সুযোগ ও তার সমর্থন পাচ্ছে বলে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

(৭) পোপ ফ্রান্সিস ও আপনার মধ্যে একটি সুন্দর, ঘনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে গ্রহণ করে যে ভালবাসা আপনি প্রকাশ করেছেন তা তাঁর কাছে বড়োই আদর্শনীয় ও বিস্ময়কর এবং তার জন্য তিনি আপনাকে সর্বদাই প্রশংসা করে থাকেন। মিয়ানমার থেকে তাড়িত রোহিঙ্গাদের প্রতি তার ভালবাসার কারণে তিনি অন্যের মধ্য দিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। বাংলাদেশ কারিতাসের মাধ্যমে, ২০১৯ জানুয়ারী থেকে ২০২০ অক্টোবর পর্যন্ত ৯৩ কোটি টাকা রোহিঙ্গাদের মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। এখানেও পোপ ফ্রান্সিসের অবদান অতুলনীয়। (সংযুক্তি - ১)

*(আলোচনা: প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এখনও তাদের অবস্থা ভাল নয়; অপরাধজনিত অনেক ঘটনা ঘটছে; মানুষ হিসেবে গঠিত হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তারা পাচ্ছে না। স্থানীয় জনগণেরও অনেক অসুবিধা হচ্ছে। ভাসানচরে সুন্দর ব্যবস্থা করা হল, তবে কিছু এনজিও প্রতিবাদ করায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অন্যান্য দেশকে এগিয়ে আসতে হবে।)*

(৮) খ্যাতিসম্পন্ন হলি ফ্যামিলি হাসপাতালটি **১৯৭৪** খ্রিস্টাব্দে সরকারের নিকট হস্তান্তরের পর, গত বছর **১১ই** নভেম্বর, ঢাকা কাথলিক আর্চডাইয়োসিস কর্তৃক, "সেন্ট জন ভিয়ানী" নামে একটি হাসপাতাল, ফার্মগেট এলাকায় শুরু করা হয়। এলাকার সাংসদ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তা উদ্বোধন করেন। করোনা ভাইরাস মহামারীকালে হাসপাতালটি উক্ত এলাকায় জরুরী চিকিৎসা প্রদান করে অতুলনীয় অবদান রেখেছে। হাসপাতালের চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশন ও উন্নয়নের জন্য সরকারের সহযোগিতা একান্ত কামনা করি।

*(আলোচনা: প্রধানমন্ত্রী বললেন হলি ফ্যামিলীর অতীতের মান তেমন একটা নেই; আমি চেষ্টা করছি এটির উন্নতি করতে। )*

(৯) রোহিঙ্গাদের মানবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্থানীয় কাথলিক চার্চের আয়োজনে আন্তর্জাতিক কারিতাসের প্রেসিডেন্ট, মহামান্য কার্ডিনাল তাগ্‌লে ইতোমধ্যে দু'বার এবং মিয়ানমারের কার্ডিনাল চার্লস বো একবার কক্সবাজার ক্যাম্পে, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সফরগুলো মানবতার পক্ষে সরকারকে সাহায্য করার জন্য খুবই ফলদায়ক ছিল এবং মিয়ানমায়ারের কার্ডিনাল চার্লস বো, দেশের অভ্যন্তরে এবং এশিয়ার কাথলিক চার্চের মধ্যে রোহিঙ্গাদের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য দিয়ে সবাইকে সচেতন করছেন।

*(আলোচনা: আমি বললাম, ইতিমধ্যে চারবার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি। তাদের বর্তমান অবস্থা, আগের চাইতে অনেক ভাল। তবে তারা শিক্ষা, কর্ম-সংস্থান এবং অন্যান্য মানব-অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য পোপ মহোদয়ের নির্দেশে কারিতাসের মধ্য দিয়ে আমরা যথাসাধ্য কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)*

(১০) কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি যে, সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপুমনির নির্দেশনায় ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় চার্চ পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার কর্তৃক নীতিমালার চূড়ান্ত একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে প্রায় একবছর আগে। তবে এখনও সেটি গেজেট রূপে প্রকাশিত হয় নি। হয়তো আপনার নির্দেশনায় অতি শীঘ্র নীতিমালাটি আমরা হাতে পাব।

*(আলোচনা: প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, টি. এ. গাঙ্গুলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং নটর ডেম ইউনিভার্সিটি শুরু করার জন্য আমি আপনাদের অনেকবার অনুপ্রাণিত করেছি।)*

(১১) আপনার সহৃদয়তা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ থেকে দু'জনকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে স্থান দিয়েছেন। এটা আপনার উদারতা ও ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ; এর জন্য আমরা সর্বদাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

(১২) আমরা আপনার মধ্যে দেখেছি দীন-দূঃখী, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি অনেক দরদ ও মমতাবোধ। এ ক্ষেত্রে আমরাও আপনার সাথে একাত্ম। যারা দুর্বল ও নির্যাতিত, বিশেষ করে, সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠীর প্রতি সরকারের সদয় দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অনেক ক্ষেত্রে ওরা যেহেতু দুর্বল, সবলদের নির্যাতন প্রায়ই ভোগ করতে হয়। অতএব সরকারকে দুর্বলদের পক্ষ নেওয়া একান্ত জরুরী।

(১৩) পরিশেষে, এই সাক্ষাতের সুযোগ দানের জন্য, আমাদের কথা ধৈর্য্য সহকারে শোনার জন্য এবং দেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টানসমাজের প্রতি আপনার অতীতের সকল মহানুভবতার জন্য, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আপনাকে ও আপনার সরকারকে সর্বদাই প্রার্থনায় স্মরণ রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

নিবেদনান্তে,

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
বংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষে
ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ।

**সংযুক্তি - ১:** A Brief Notes on Caritas Activities in Bangladesh, October, 2020.

## ১৪ই নভেম্বর, ২০২০ ঃ বাংলাদেশের বিশপগণের তীর্থযাত্রা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা ৮ জন কাথলিক বিশপ টুঙ্গিপাড়া বঙ্গবন্ধুর মাজারে (৭ নভেম্বর) এবং মুজিব নগর (৯ নভেম্বর) পরিদর্শন করে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি, মৃতব্যক্তিদের জন্য চিরশান্তি কামনা করেছি, জাতির জন্য এবং সরকারের জন্য প্রার্থনা করেছি।

আমরা সাংসদ ঝর্ণা গ্লোরিয়া সরকারের এলাকার দুস্থ মানুষ এবং অনেক মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মাঝে প্রায় ৫ ঘন্টা সময় কাটিয়েছি।

প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ও একাত্মতার স্বরূপ সুন্দরবনে প্রবেশ করেছিলাম।

আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা স্বরূপ: ষাট গম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলির মাজার এবং লালন শাহ্র মাজার পরিদর্শন, ধ্যান ও প্রার্থনা নিবেদন ।

মাইকেল মধুসূধন দত্তের বাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের কুঠি বাড়ি পরিদর্শন ক'রে বাংলার এই মহান ব্যক্তিদের অন্তরে প্রবেশ করেছি; বাংলার সংস্কৃতি, জীবন ও সমাজ দর্শন, সাহিত্য-সম্ভার ও আধ্যাত্মিকতা ধ্যান করে প্রার্থনা করেছি।

উপরন্তু, অন্যান্য মণ্ডলী ও কাথলিক মণ্ডলীর কয়েকটি ধর্মীয় এলাকায় জনগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করেছি। বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের ধর্মপাল হয়ে ৬-১০ নভেম্বর পর্যন্ত তীর্থযাত্রা করেছি, বিশেষ করে সকল ধর্মের মানুষের অন্তরে প্রবেশ, অন্য ধর্মের পবিত্র স্থান জিয়ারত ও মহান ব্যক্তিদের প্রতি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের আলোকে শ্রদ্ধা নিবেদন, জাতির পবিত্র স্থান টুঙ্গিপাড়া ও মুজিব নগরে অবস্থান করে সবার সাথে আধ্যাত্মিক একাত্মতায় আমরা তীর্থ করেছি।

বিশপগণ ও জনগণ সকলেই অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। তারা নিজেদেরকে ধন্য মনে করেছেন।

## 15th October, 2021 : Residence at the CBCB after Retirement

With the announcement of my retirement as Archbishop of Dhaka on 30th September and after handing over the charge to the elected Diocesan Administrator, Bishop Shorot Francis Gomes and the Consulters of the Archdiocese on Oct. 5, I now move to CBCB Center, Mohammadpur, Dhaka on 15 Oct. 2020.

Another new phase of my life starts, although not clear how it will be, but I believe and hope it will be a life full of joy that I experience now, joy of surprises and satisfaction that await in future. God's Providence shall carry me on.

My only prayer is that you remember me in your loving prayers.

Gratefully Your former Shepherd,

Cardinal Patrick D'Rozario, CSC.

Archbishop Emeritus of Dhaka.

## ১লা অক্টোবর, ২০২০ ঃ ঢাকার আর্চবিশপের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ

“মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে” : আমার সেবাকাজের ওপর ধ্যান

আমার ৭৭তম জন্মবার্ষিকীতে, বিশপীয় অভিষেকের ৩০তম বার্ষিকীর পরিসমাপ্তিতে এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপালের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির এক স্মরণীয় দিনে, ১লা অক্টোবরের পূর্বক্ষণে বিগত ৪৮ বছর ধরে আমার সেবাকাজের ওপর ব্যক্তিগত ধ্যানটি নিম্নোক্ত কয়েকটি পয়েন্ট আকারে তুলে ধরছি।

**প্রারম্ভিক কথা:**
> খ্রিস্টবর্ষ ১৯৪৩ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত (২৮ বছর) শৈশবকাল, শিক্ষাকাল ও গঠন কাল।

> বিগত ১৯৭২-২০২০, ৪৮ বছরে দিকে ফিরে তাকিয়ে আমার সেবাকাজের ওপর এই ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ধ্যান।

> এই ধ্যানে যাজকীয় সেবাকাজের তিনটি দিক সর্বদা ও সর্বক্ষণেই উপস্থিত রয়েছে: পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালন।

সেবাকাজের বিগত বছরগুলোকে চারটি অংশে ভাগ করে দেখছি:

**ক ॥ পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজকরূপে সেবাকাজ: ১৯৭২-১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ: ১৮ বছর**
১) স্বাধীন বাংলাদেশে অভিষিক্ত যাজকরূপে প্যারিশে পালকীয় সেবাকাজের সূচনা; যুদ্ধোত্তর কালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ; বিভিন্ন ধর্ম ও মণ্ডলীর জনগণের মধ্যে কাজ করার প্রথম সুযোগ।

২) ঐশতাত্ত্বিক পড়াশুনা: নীতি শাস্ত্র ও খ্রিস্টীয় জীবনের ওপর অধ্যয়ন।

৩) সেমিনারী ও সন্ন্যাসব্রতী গঠন-গৃহে গঠন-প্রশিক্ষণের কাজ, পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারীতে অধ্যাপনা।
৪) মণ্ডলীর জরুরী চাহিদা ও প্রয়োজনে, টিম বা “সেবাদল” হিসেবে ধর্মপ্রদেশীয় ও হলি ক্রস ফাদার মিলে আমরা, অর্থাৎ আমি, ফা: সিমা, ফা: বার্নাড, ফা: বেঞ্জামিন, এবং ফা: জ্যোতি এক সঙ্গে ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে মণ্ডলীর জন্য সেবাকাজ করতে উদ্যোগী ছিলাম; সেবাকাজের ক্ষেত্রসমূহ ছিল: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার চিন্তাধারা অনুসারে বাংলাদেশ মণ্ডলীর নবায়ন, মণ্ডলীর সংস্কৃত্যায়ন ও স্থানীয় মণ্ডলী গঠনের উদ্যোগ; উপাসনা-অনুষ্ঠানকে নবায়ন ও সমৃদ্ধায়ন, বিভিন্ন বিষয় ও দলের জন্য শিক্ষা-সেমিনার পরিচালনা; বাংলাদেশের খ্রিস্টীয় সাহিত্য রচনা ও প্রকাশনা; প্রতিবেশী ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমূহ ঘিরে সেবাকাজ; যুব সেবাদল, যাজকীয় ও সন্ন্যসব্রতীদের গঠন-প্রশিক্ষণ; পালকীয় সেবাকাজের জন্য জাতীয় সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, যা ছিল বর্তমান সিবিসিবি সেক্রেটারিয়েট (১৯৯৬) এর পথিকৃত, ইত্যাদি।

৫) চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে নির্জন ও পালকীয় সেবাকেন্দ্র এবং ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সেবাদলের সূচনা ও কার্যক্রম (১৯৮৩-১৯৯০)।

৬) বিগত আঠারো বছরে তিনটি প্যারিশে নিয়োজিত ছিলাম এবং চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রত্যেকটি ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাদলের মাধ্যমে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কাজে যুক্ত ছিলাম।

**খ ॥ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ হিসেবে সেবাকাজ (১৯৯০-১৯৯৫): ৫ বছর**
১) ঐশবাণী: যোহন ২১:১৭: পিতরের প্রতি যিশুর আহ্বান: "যোনার পুত্র শিমন, তুমি আমাকে ভালবাস? ... আমার মেষদের দেখাশুনা কর।" নির্দিষ্ট ধর্মপ্রদেশের প্রসঙ্গে যিশুর একই আহ্বান উপলব্ধি।

২) বিশপীয় মটো: "মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে" (জুন ৯, ১৯৯০ পবিত্র ত্রিত্বের পর্বদিনে বিশপরূপে নিয়োগ পাওয়া প্রেরণা)।

৩) আহ্বান: যাদের কাছে প্রেরিত তাদের মধ্যে পালক হবার আহ্বান।
ক) আহ্বানটা বিস্ময়কর, অস্বস্থিকর, আবার সান্ত¦নাদায়ক।
খ) অজানা এলাকার জনগনের পালক হওয়া: বাঙালী ও আদিবাসীর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির জনগণ; কৃষ্টিগত বিভিন্নতা এবং যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের বিভিন্নতা।

৪) সেবাকাজের ধরন: পালক জনগণকে জানবে, চিনবে ও ভালবাসবে, আর জনগণও যেন পালককে চিনতে পারে; মঙ্গলবাণী ঘোষণা ও পালকীয় যত্নের মনোভাব সৃষ্টি ও ব্যাবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করা।

**গ ॥ চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসেবে সেবাকাজ (১৯৯৫-২০১০): ১৫ বছর**
১) ঐশবাণী: লুক ৪:১৮-১৯: পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত: "প্রভুর আত্মা আমার ওপর অধিষ্ঠিত, তিনি আমাকে করেছেন অভিষিক্ত; তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে ... প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে।"

২) আহ্বান: চট্টগ্রামের জনগণের কাছে পালক হওয়ার একই আহ্বান: ইংরাজী-ভাষী জনগণ, বিভিন্ন কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বাঙালী জনগণ, পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠিসমূহের জনগণ।

৩) সেবাকাজ: লক্ষ্য মঙ্গবাণী প্রচার: ঐশবাণী ঘোষণা; আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক ও সংলাপ; বিভিন্ন কৃষ্টির মানুষের কাছে মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়া :
ক) গঠন ও প্রশিক্ষণ: "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" অনুসারে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের শিক্ষা ও গঠন।

খ) পরিবার ও মৌলিক সমাজকে লক্ষ্য করে সর্বস্তরে পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সেবাকাজ।

**ঘ ॥ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হিসেবে সেবাকাজ (২০১১-২০২০) : ১০ বছর**
১) ঐশবাণী: যোহন ১৭:১১: যিশুর যাজকীয় প্রার্থনা: "তারা যেন এক হয়"। এটাই মিলন, পবিত্রতা, ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ।

২) আহ্বান: সেবাকারী যাজকের সংস্কারীয় মর্যাদা নিয়ে পালক হওয়া; মিলন ও একতার পালক হওয়ার আহ্বান।

৩) সেবাকাজ: নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া : মণ্ডলী হচ্ছে মিলনসমাজ, ঐশনিদর্শন ও প্রেরিত মণ্ডলীরূপে গঠন।

ক) মণ্ডলী মিলনসমাজ: (১) যিশুর সঙ্গে মিলন, (২) "তারা যেন এক হয়" এই পবিত্র আহ্বানে মিলন, (৩) পারিবারিক, যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনের আহ্বানে মিলন, (৪) ম-লীর প্রশাসনিক ও আত্মিক অনুগ্রহদানের মধ্যে মিলন, (৫) দীক্ষাস্নাত সকল ব্যক্তির পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালনা - এই ত্রিবিধ কর্মদায়িত্বের মধ্যে মিলন।

খ) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ও তার উত্তরকালে মণ্ডলী সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছে সে সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষাদান করা।

গ) ভক্তজনগণকে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষাদান ছিল অন্যতম অগ্রাধিকার।

ঘ) মিলনসমাজ গঠনের লক্ষ্যে পরিচালনা দান করা।

ঙ ॥ সমাপনী মন্তব্য: আনন্দময় অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

> মিলনসমাজ রূপে মণ্ডলীকে অভিজ্ঞতা করা ছিল ব্যক্তিগত স্বপ্ন পূরণের একটি সন্তুষ্টি।

> মণ্ডলী যে আত্ম-জ্ঞান লাভে সঠিক পথে বিচরণ করছে, তা দেখে আনন্দিত।

> মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার পরিচালনিক দান এবং উৎসর্গীকৃত জীবনের ক্যারিজম্যাটিক দানসমূহে আর্চডাইয়োসিস যে সমৃদ্ধ তা অভিজ্ঞতার আনন্দ অনুভব করেছি। তাছাড়া ধর্মপ্রদেশে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে আছে ব্যক্তিগত বহু প্রশংসনীয় আত্মিক শক্তি যা

> মণ্ডলীর জন্য পবিত্র আত্মা দান করেছেন। মণ্ডলীর পরিচালনিক দায়িত্ব পালনে সেই দানসমূহের ব্যবহারে আনন্দ পেয়েছি।

> ভবিষ্যতে মণ্ডলীর মধ্যে ভক্তজন, উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী ও যাজকদের মধ্যে মিলন আরও গভীর হবে সেই ভাবনা ও প্রত্যাশায় আমি আনন্দিত।
> আনন্দময় প্রত্যাশায় থাকি যে, ভক্তজন ও তাদের নেতৃবৃন্দ সুযোগ পাবে ও সুযোগ গ্রহণ করবে নিজেদেরকে খ্রিস্টীয় জীবন ও মূল্যবোধে গঠন করতে, যেন তারা মনে ও আত্মায়, কর্মকান্ডে ও সাক্ষ্যদানে "সিদ্ধগণের সমবায়ে" সুযোগ্য স্থান করে নিতে পারে।

> পরিশেষে, সকলার ভালবাসা ও সমর্থনে, সহৃদয়তা ও সহায়তায়, পরিচালনে ও পরামর্শে আপনাদের একাত্মতা অনুভব করেছি; প্রার্থনা ও শুভকামনায় স্মরণে ছিলাম সর্বদা। সর্বোপরি একই যাজকত্বের মিলনে আমরা অনুভব করেছি সংঘবদ্ধতা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

## October 1, 2020: Day of Retirement: Reflection on My Ministry

At the end of the 30th Anniversary of Ordination as Bishop and on the occasion of the retirement as Archbishop of Dhaka, on the Vigil of my Birthday on October 1, 2020, I share the following brief Reflection on Ministry highlighting certain inspiration, thoughts and areas.
Introduction:

- 1943-1971 (28 years): Childhood, School and College days, Seminary Formation.
- It is reflection on my ministry from 1972-2020: 48 years
- Divided into Four Phases in my ministries with Unique Experience in each.
- Three Functions of the Ministers are always present: sanctifying, teaching and governing.

**I. Ministry as Holy Cross Priest: 1972-1990: 18 years**

1) Initial Pastoral Ministry in a Parish: Parish ministry, relief and rehabilitation work, exposures to people of other religions and Christian denominations

2) Theological Studies: Morality and Christian Life.

3) Formation Work in the Seminary and Scholasticate, and Teaching in the Major Seminary

4) Responding to the Urgent Needs of the Church as Team of Diocesan and Holy Cross priests (Fr. Sima, Fr. Bernard, Fr. Benjamin and Fr. Jyoti Gomes; like "Shebadol"): Renewal of the Church; Inculturation in Local Church; Liturgy; Seminars on different Issues and Groups; Developing Bengali Christian literatures and publications; Pratibebeshi and Social Communications; Priestly and Religious Formation; Jubo Shebadol, National Centre for Pastoral Services (NCPS), beginning of CBCB Secretariat (1996), Pastoral Planning, etc.

5) Diocesan Pastoral and Retreat Center: Diocesan Pastoral Team for the Diocese of Chittagong. (1983-1990); Parish Ministry in 3 Parishes and formation in all parishes in the Diocese through Pastoral Service Team.

**II. Ministry as Bishop of Rajshahi (1990-1995) = 5 years**

1) Word of God: John 21:17: Call of Peter:
"Simon, son of John, Do you love me? ... Feed my lamb".
The same Call repeated in different contexts.
2) "Milon Shodhonay Mogno Ontore" (June 8, 1990, the Feast of the Holy Trinity)
3) Vocation to be a Shepherd of the People to whom I am sent:
   a) Amazing, disturbing and consoling message
   b) People of unknown areas, different ethnic groups, adibashis, cultures, Priests and Religious

4) Ministries: Shepherd knowing the people and people knowing the Shepherd.
Promoting spirit and Mechanism for Evangelization and Pastoral Care

**III. Ministry as Bishop of Chittagong (1995-2010) = 15 years**

1) Word of God: Luke 4:18-19: Anointed by the Holy Spirit.
"The Spirit of the Lord is on me, for he has anointed me to bring the good news... to proclaim a year of favour from the Lord."
2) Vocation: to be Shepherd to English Speaking people, Bengali people with different traditions, and tribals/adibashis in Chittagong Hill Tracts.
3) Ministries: Evangelization: Proclamation, inter-faith and inter-denominational dialogue and to bring the Gospel into the cultures of the peoples.

(a) Formation and Training: Catechism of the Catholic Church:
Priests, Religious and the Laity
(b) Pastoral Planning at all levels focusing on Family and Basic Communities.

**IV. Ministry as Archbishop of Dhaka (2011-2020) = 10 Years**

1) Word of God: John 17:11: Priestly Prayer of Jesus: "So that they be one"
2) Vocation: to be Shepherd with its dignity, Shepherd of Unity and Communion
3) Ministries:
  (1) To promote Church as Communion, Mystery and Mission: (a) Spiritual communion with Jesus; (b) communion of call to holiness; (c) communion of three states of life: family, Priests and Religious; (d) communion of hierarchical and Charismatic gifts (e) Communion of three functions: Sanctifying, teaching and governing.
  (2) Teaching on the Understanding of the Church according to Vatican – II and post-Vatican
  (3) Teachings of the Church.
  (4) Christian Formation of Laity as the first priority

**V. Conclusion : Experiences and Gratitude:**

(a) Joy of experiencing Church as Communion; a satisfaction of personal dream.
(b) Joy of seeing the Church moving to right direction for self-understanding.
(c) Joy of experiencing, as part of Hierarchical Gift, the Church which is enriched with so many Charismatic Gifts (Consecrated Life) in the Archdiocese and with so many laudable individual gifts of the Priests, Religious and the Laity.
(d) Joy of dreaming, that Communion among the Laity, Priests and the Religious will manifest more and more in the Church to come.
(e) Joy of hoping that the Laity and their leaders will be provided and will receive regular and more effective formation in Christian life and values, mind and spirit, witness and actions, so that they become more and communion of 'Saints" as Lay faithful.
(f) Finally, joy of being loved and supported, of being accepted and assisted, of being guided and counseled, and always being remembered in prayers and wishes; all as spirit of collegiality of yours in one priesthood.